বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বাংলাদেশ পরিচিতি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নাম** - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (The People's Republic of Bangladesh)।
- **বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়** - ২৬ মার্চ ১৯৭১।
- **বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা** - উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং মিয়ানমারের আরাকান/রাখাইন এবং চিন রাজ্য, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।
- **বাংলাদেশের বর্তমান মোট জনসংখ্যা** - ১৭ কোটি ১০ লাখ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।
- **জনসংখ্যার ঘনত্ব** - প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১৭১ জন (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।
- **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার** - ১.৩৩% (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।
- **প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল** - ৭২.৩ বছর (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।
- **বর্তমান মাথাপিছু আয়** - ২৭৮৪ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।
- **বাংলাদেশের শিক্ষার হার** - ৭৭.৯% (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।
- **বাংলাদেশে সর্বোচ্চ দারিদ্র্যের হার** - বিভাগ: রংপুর, জেলা: কুড়িগ্রাম।
- **বাংলাদেশে সর্বনিম্ন দারিদ্র্যের হার** - বিভাগ: ঢাকা, জেলা: নারায়ণগঞ্জ।
- **গ্রিনিচ মান সময়ের সাথে বাংলাদেশের স্থানীয় সময়ের পার্থক্য** - GMT+6/+৬ ঘন্টা।
- **বাংলাদেশে বিরাজমান** - ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু (বাংলাদেশের আবহাওয়া অনেকটা সমভাবাপন্ন)।
- **বাংলাদেশের রাজধানীর নাম** - ঢাকা (বাণিজ্যিক রাজধানী- চট্টগ্রাম)।
- **বাংলাদেশের বেশিরভাগ মুসলমান** - সুন্নি মুসলিম।
- **সরকার পদ্ধতি** - সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা। মন্ত্রিপরিষদ সরকার ব্যবস্থা।
- **আইনসভার নাম** - জাতীয় সংসদ (House of the Nation)।
- **প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়** - ৭ মার্চ ১৯৭৩।
- **বাংলাদেশে ইউনিয়ন সংখ্যা** - ৪৫৭৮টি (সূত্র : স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- **বাংলাদেশের বিভাগের সংখ্যা** - ৮টি এবং জেলার সংখ্যা ৬৪টি।
- **বাংলাদেশে উপজেলার সংখ্যা**- ৪৯৫টি (সর্বশেষ কক্সবাজারের ঈদগাঁও, মাদারীপুরের ডাসার এবং সুনামগঞ্জের মধ্যনগর)।
- **মোট সিটি কর্পোরেশন** - ১২টি।
- **বাংলাদেশের পৌরসভার সংখ্যা**- ৩৩০টি।
- **বাংলাদেশে রেলওয়ে থানা** - ২৪টি।
- **বাংলাদেশের পুলিশ থানা**- ৬৫২টি।
- **নৌ থানা** - ১৪টি।
- **বাংলাদেশে হাইওয়ে থানা** - ৩৬টি।
- **বাংলাদেশে গ্রাম** - ৯০,০৪৯টি
- **প্রধান আমদানি দ্রব্য** - খাদ্যসামগ্রী, অপরিশোধিত তেল, শিল্পের কাঁচামাল, ভোজ্য তেল, লোহা ইত্যাদি।
- **প্রথম স্যাটেলাইট** - বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১।
- **প্রথম সার্চ ইঞ্জিন** - পিপীলিকা।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. গ্রীনিচ মিন টাইম এর সাথে বাংলাদেশের সময়ের পার্থক্য কত? [NU-Science : 14-15]
Ⓐ ৬ ঘন্টা Ⓑ ৭ ঘন্টা
Ⓒ ৮ ঘন্টা Ⓓ ৯ ঘন্টা
Ans Ⓐ

02. বাংলাদেশ দারিদ্র্যের হার হলো– [NU-Science : 13-14]
Ⓐ শতকরা ৪০ ভাগ Ⓑ শতকরা ৩৫ ভাগ
Ⓒ শতকরা ৩০ ভাগ Ⓓ শতকরা ২৪ ভাগ
Ans Ⓐ

Note : বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্র্যের হার ১৮.৭% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)।

Part 3 সম্ভাব্য MCQ

01. সেন্টমার্টিন দ্বীপের অপর নাম কী?
Ⓐ নারিকেল বাড়ি Ⓑ নারিকেল জিনজিরা
Ⓒ নাইয়া ঘাটি Ⓓ নাটিয়া বাড়ি
Ans Ⓑ

02. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী?
Ⓐ চান্ডু Ⓑ পুণ্ড্র
Ⓒ প্রাচীন Ⓓ পথ
Ans Ⓑ

03. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়টি কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ ঢাকা Ⓑ সিলেট
Ⓒ দিনাজপুর Ⓓ চট্টগ্রাম
Ans Ⓓ

04. গ্রিনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশের সময় কত ঘন্টা আগে?
Ⓐ ৬ ঘন্টা Ⓑ ৫ ঘন্টা
Ⓒ ৪ ঘন্টা Ⓓ ৩ ঘন্টা
Ans Ⓐ

05. বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু কত?
Ⓐ ৭৩.৩ বছর Ⓑ ৭২.৩ বছর
Ⓒ ৭১.৪ বছর Ⓓ ৭০.৪ বছর
Ans Ⓑ

06. বাংলাদেশের কোন শহরকে বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হয়?
Ⓐ সিলেট Ⓑ নারায়ণগঞ্জ
Ⓒ বরিশাল Ⓓ চট্টগ্রাম
Ans Ⓓ

07. বাংলাদেশের অভ্যুদয় যে ধরনের রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত-
Ⓐ সাম্যবাদী রাষ্ট্র Ⓑ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র
Ⓒ জাতিরাষ্ট্র Ⓓ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র
Ans Ⓒ

08. বাংলাদেশ এশিয়ার কোন অঞ্চলে অবস্থিত?
Ⓐ পূর্ব এশিয়া Ⓑ দক্ষিণ এশিয়া
Ⓒ উত্তর এশিয়া Ⓓ পশ্চিম এশিয়া
Ans Ⓑ

09. বাংলাদেশের কোন জেলা আসামের অংশ ছিল?
Ⓐ সিলেট Ⓑ চট্টগ্রাম
Ⓒ কুমিল্লা Ⓓ দিনাজপুর
Ans Ⓐ

CamScanner

অবস্থান, সীমানা ও আয়তন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আয়তন - ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল।
- আয়তনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান - ৯৪তম; দক্ষিণ এশিয়ায়- চতুর্থ।
- জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- ৮ম।
- গ্রিনিচ থেকে বাংলাদেশের অবস্থান - ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা।
- বাংলাদেশের যে জেলা কর্কটক্রান্তি রেখা ও ৯০° দ্রাঘিমাংশের ছেদ বিন্দুতে অবস্থিত- ফরিদপুর।
- বাংলাদেশের যেসব জেলার ওপর দিয়ে ৯০° দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করেছে - শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, পিরোজপুর ও বরগুনা।
- বাংলাদেশের যেসব জেলার ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে - চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি।
- বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য - ৫ ১৩৮ কি.মি. [৪,৭১১ কি.মি. (সূত্র: মা.ভূ. ও পরিবেশ)]।
- বাংলাদেশের মোট স্থলসীমা - ৪,৪২৭ কি.মি. [৩,৯৯৫ কিমি (সূত্র: পুরাতন মা. ভূগোল)]।
- ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য - ৪,১৫৬ কিলোমিটার [৩৭১৫ কিলোমিটার (সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল ও পরিবেশ)]।
- মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য - ২৭১ কিলোমিটার [২৮০ কিলোমিটার (সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল ও পরিবেশ]।
- আয়তনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান - ৯৪তম।
- বাংলাদেশের মোট সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য - ৭১১ কিলোমিটার।
- বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত সংযোগ রয়েছে - ভারত ও মিয়ানমার দুটি দেশের।
- বাংলাদেশের মোট সীমান্ত জেলা - ৩২টি (ভারতের সাথে ৩০টি)।
- মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে - ৩টি জেলার (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার)।
- ভারত ও মিয়ানমার উভয় দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে - রাঙামাটি জেলার।
- ভারতের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমান্ত সংযোগ রয়েছে - ৬টি বিভাগের।
- মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে - ১টি বিভাগের (চট্টগ্রাম)।
- ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ নেই - ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে - মিজোরাম রাজ্যের।
- ঢাকার প্রতিপাদ স্থান অবস্থিত - চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রথম সীমান্ত হাট চালু হয় - ২৩ জুলাই ২০১১; বালিয়ামারী, কুড়িগ্রাম।
- ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সেভেন সিস্টার্সের যে রাজ্যগুলো বাংলাদেশ সীমান্তে নয় - মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল।
- বাংলাদেশ-ভারত অমীমাংসিত সীমান্ত - ২ কিলোমিটার (ফেনী জেলার মুহুরীর চর)।

বাংলাদেশের কিছু সীমান্তবর্তী এলাকা

জেলা	সীমান্ত
কুড়িগ্রাম	মশালডাঙ্গা, রৌমারী, বড়াইবাড়ি, ইতালমারী, ভুরুঙ্গামারী
লালমনিরহাট	দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা, বুড়িমারী, পাটগ্রাম, হাতিবান্দা
নীলফামারী	চিলাহাটী, ডোমার ও ডালিয়া
সিলেট	তামাবিল, পাদুয়া, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট, জকিগঞ্জ, গোয়াইনঘাট
মৌলভীবাজার	বড়লেখা, ডোমাবাড়ি, কুলাউড়া, কমলগঞ্জ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কসবা, আখাউড়া, আজমপুর
কুমিল্লা	বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, বিবির বাজার
পঞ্চগড়	বাংলাবান্ধা, বেরুবাড়ি, তেঁতুলিয়া
দিনাজপুর	বিরল, হিলি, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, হাকিমপুর
রাজশাহী	চারঘাট, চারগ্রাম, গোদাগাড়ি, পবা
সাতক্ষীরা	কলারোয়া, কৈখালী, বৈকারী, কুশাখালী, দেবহাটা, কালীগঞ্জ
যশোর	বেনাপোল, শার্শা, ঝিকরগাছা
কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা
ময়মনসিংহ	কড়ইতলী, হালুয়াঘাট
ফেনী	বিলোনিয়া, মুহুরীগঞ্জ, ফুলগাজী
শেরপুর	নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দি, নাকুগাঁও, ঝিনাইগাতী

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মোট আয়তনের কত অংশ? [NU-Science : 13-14]
Ⓐ এক-চতুর্থাংশ Ⓑ এক-পঞ্চমাংশ
Ⓒ এক-অষ্টমাংশ Ⓓ এক-দশমাংশ **Ans D**

02. দহগ্রাম ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত? [NU-Science : 13-14]
Ⓐ নীলফামারী Ⓑ কুড়িগ্রাম
Ⓒ লালমনিরহাট Ⓓ দিনাজপুর **Ans C**

03. নিম্নের উল্লেখিত বাংলাদেশের কোন জেলার সংগে ভারতের সীমান্ত নেই? [NU-Business : 13-14]
Ⓐ রাঙামাটি Ⓑ খাগড়াছড়ি
Ⓒ বান্দরবান Ⓓ শেরপুর **Ans C**

04. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি? [NU-Business : 09-10]
Ⓐ ৪টি Ⓑ ৫টি
Ⓒ ৬টি Ⓓ ৭টি **Ans B**

05. কোথায় বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারের সীমান্ত পরস্পরকে ছুঁয়েছে? [NU-Business : 01-02]
Ⓐ খাগড়াছড়ি Ⓑ বান্দরবন
Ⓒ রাঙ্গামাটি Ⓓ চট্টগ্রাম **Ans C**

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়? [NSTU-D : 19-20]
Ⓐ ট্রপিক অব ক্যান্সার Ⓑ ইকুয়েটর
Ⓒ আর্কটিক সার্কেল Ⓓ ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকন **Ans A**

02. 'মংডু' কোন দুটি দেশের সীমান্ত এলাকা- [BSMRSTU-G : 19-20]
Ⓐ বাংলাদেশ-মায়ানমার Ⓑ বাংলাদেশ-ভারত
Ⓒ মায়ানমার-চীন Ⓓ ভারত-মায়ানমার **Ans A**

03. মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের কয়টি জেলার সীমান্ত রয়েছে? [BSMRSTU-G : 19-20]
Ⓐ ২টি Ⓑ ৩টি
Ⓒ ৪টি Ⓓ ৫টি **Ans B**

04. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা কত নটিক্যাল মাইল? [KU-B : 19-20]
Ⓐ ১০ Ⓑ ১২
Ⓒ ১৪ Ⓓ ১৬ **Ans B**

CamScanner

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম জেলা?
Ⓐ বান্দরবান ও মেহেরপুর Ⓑ রাঙ্গামাটি ও মেহেরপুর
Ⓒ ময়মনসিংহ ও ঝালকাঠি Ⓓ রাঙ্গামাটি ও নারায়ণগঞ্জ Ans D

02. আয়তন অনুযায়ী বাংলাদেশের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম জেলা কোন দুটি?
Ⓐ ঢাকা ও বগুড়া Ⓑ নোয়াখালী ও সাতক্ষীরা
Ⓒ চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড় Ⓓ রাঙ্গামাটি ও নারায়ণগঞ্জ Ans D

03. জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম থানা কোনটি?
Ⓐ শ্রীমঙ্গল Ⓑ বিমানবন্দর থানা
Ⓒ সোনাগাজী Ⓓ টঙ্গি Ans B

04. বাংলাদেশ একটি-
Ⓐ গণপ্রজাতন্ত্রী Ⓑ প্রজাতন্ত্র
Ⓒ ইসলামি প্রজাতন্ত্র Ⓓ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র Ans A

05. কোন জেলা রৌমারি ও বড়াইবাড়ি সীমান্তে অবস্থিত?
Ⓐ নীলফামারী Ⓑ কুড়িগ্রাম
Ⓒ দিনাজপুর Ⓓ বগুড়া Ans B

06. বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত জেলা-
Ⓐ ঠাকুরগাঁও Ⓑ পঞ্চগড়
Ⓒ চাঁপাইনবাবগঞ্জ Ⓓ সাতক্ষীরা Ans C

07. বাংলাদেশের উপর দিয়ে কোন রেখা অতিক্রম করেছে?
Ⓐ মকরক্রান্তিরেখা Ⓑ ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা
Ⓒ বিষুব রেখা Ⓓ কোনটিই নয় Ans B

08. টেকনাফ ও তেঁতুলিয়া কোন দুটি জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ চট্টগ্রাম ও কুড়িগ্রাম Ⓑ কক্সবাজার ও দিনাজপুর
Ⓒ বান্দরবান ও নীলফামারী Ⓓ কক্সবাজার ও পঞ্চগড় Ans D

09. বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা-
Ⓐ তেঁতুলিয়া Ⓑ দিনাজপুর
Ⓒ পঞ্চগড় Ⓓ ঠাকুরগাঁও Ans C

10. বাংলাদেশ ও ভারতের মোট ছিটমহল সংখ্যা কত ছিল?
Ⓐ 172 Ⓑ 162
Ⓒ 152 Ⓓ 142 Ans B

বাংলাদেশের ভূমিরূপ ও ভৌগোলিক পরিক্রমা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বাংলাদেশের মৃত্তিকা

- মাটির প্রধান উপাদান - ৪টি। যথা- খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, পানি ও বায়ু।
- ভূ-ত্বকের সবচেয়ে ওপরের স্তর - মাটি।
- কৃষিকাজের সবচেয়ে উপযোগী মাটি - দো-আঁশ মাটি।
- বাংলাদেশে পিট মাটি দেখতে পাওয়া যায় - ফরিদপুরে।
- পচা মাটিতে উৎপন্ন হয় - মিথেন গ্যাস।
- বাংলাদেশ মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট - ঢাকায় অবস্থিত।
- হিউমাস - এক প্রকার জৈব সার যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- হিউমাসের রং - গাঢ় কালো থেকে বাদামি বর্ণের।
- 'হোয়াইট ক্লে'- নেত্রকোনার বিজয়পুরে প্রাপ্ত সাদা রঙের এক ধরনের উষ্ণ মাটি।
- বাংলাদেশের মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়েছে - টারশিয়ারি যুগের শিলা, প্লাইস্টোসিন যুগের পলল এবং সাম্প্রতিককালের অবক্ষেপ থেকে।
- প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মাটিকে ভাগ করা যায় - পাঁচ ভাগে। যথা- ১. পাললিক, ২. পাহাড়িয়া, ৩. লোহিত/ল্যাটোসেলিক, ৪. লবণাক্ত মাটি এবং ৫. কোষ মাটি।
- পাললিক মাটি পাওয়া যায় - পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র নদীসমূহের শাখা ও প্রশাখা দ্বারা বাহিত পলি গঠিত সমভূমিতে।
- পাহাড়ি মাটি দেখতে পাওয়া যায় - সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে।
- পাহাড়ি মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য - অম্লতা।

পাহাড়-পর্বত

- বাংলাদেশের বৃহত্তম পাহাড় - ময়মনসিংহে অবস্থিত গারো পাহাড়।
- ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে - মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে।
- হিন্দুদের তীর্থস্থানের জন্য বিখ্যাত - চন্দ্রনাথের পাহাড় (সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম)।
- দেশের সর্বোচ্চ পর্যটন কেন্দ্র - নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র (থানচি, বান্দরবান)।
- জৈয়ন্তিকা পাহাড় অবস্থিত - সিলেট জেলায়।
- বারিক্কা টিলা অবস্থিত - সুনামগঞ্জে।

বাংলাদেশের দ্বীপ

- পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ - বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ - সুন্দরবন।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ/একমাত্র দ্বীপ জেলা - ভোলা (দ্বীপের রানি নামে খ্যাত)।
- বাংলাদেশে বাতিঘরের জন্য বিখ্যাত - কুতুবদিয়া দ্বীপ।
- বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থান ও দ্বীপ - ছেঁড়াদ্বীপ। আয়তন ৩ বর্গকিলোমিটার।
- বাংলাদেশে সক্রিয় ব-দ্বীপ আছে - নোয়াখালীর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে।
- শাহবাজপুর দ্বীপ বর্তমানে - ভোলা নামে পরিচিত।
- বাংলাদেশের সক্রিয় ব-দ্বীপ অঞ্চল - বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চল।
- 'অ্যালিফ্যান্ট পয়েন্ট' অবস্থিত - কক্সবাজার জেলায়।
- 'হিরণ পয়েন্ট' ও 'টাইগার পয়েন্ট' অবস্থিত - সুন্দরবনের দক্ষিণে।
- বঙ্গবন্ধু দ্বীপ অবস্থিত - সুন্দরবনের দক্ষিণে মোংলা উপজেলার দুবলার চর থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।

বাংলাদেশের চর

- চর - সাধারণত নদীর গতিপ্রবাহে অথবা মোহনায় পলি সঞ্চয়নের ফলে গড়ে ওঠা ভূ-ভাগকে চর বলে। চর সাগর, মহাসাগর, হ্রদ অথবা নদীর দ্বারা বেষ্টিত ভূখণ্ড।
- বাংলাদেশে চরের সংখ্যা বেশি - যমুনা নদীতে।
- 'দুবলার চর' বিখ্যাত - মৎস্য আহরণ, শুঁটকি উৎপাদন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর জন্য।
- 'নির্মল চর' - রাজশাহী জেলায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ছোট এক টুকরো জমি। জমিটির দৈর্ঘ্য ৩,০০০ ফুট এবং প্রস্থ ২০০ ফুট।

বাংলাদেশের বিল

- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল ও মিঠাপানির মাছের প্রধান উৎস চলন বিল, এর অবস্থান - পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ। করতোয়া ও আত্রাই এ বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।
- বাংলাদেশের পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয় - ডাকাতিয়া বিলকে।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিল - তামাবিল।
- তামাবিল অবস্থিত - সিলেট জেলায়।
- তামাবিল বিখ্যাত - ভারত থেকে কয়লা আমদানি করার জন্য।
- বাংলাদেশের যে বিল দৃশ্যত বিল নয় - তামাবিল।
- বাংলাদেশে বিলের সংখ্যা - এক হাজারেরও বেশি।
- আড়িয়াল বিল অবস্থিত - মুন্সিগঞ্জ জেলায় পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীর মাঝখানে।

CamScanner

বাংলাদেশের হাওড়-বাঁওড়

- বিশাল জলাধারের নাম - হাওড়।
- বাংলাদেশে হাওড় সংখ্যা বেশি পরিলক্ষিত হয় - সিলেট অঞ্চলে।
- দেশে হাওড় আছে - ৭টি জেলায়।
- দেশে মোট হাওড়ের সংখ্যা - ৩৭৩টি। এর মধ্যে সিলেটে ১০৫, কিশোরগঞ্জে ৯৭, সুনামগঞ্জে ৯৫, নেত্রকোনায় ৫২, হবিগঞ্জে ১৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৭ এবং মৌলভীবাজারে ৩টি।
- সবচেয়ে ছোট হাওড় - বুরবুক হাওড় (সিলেট)।
- টাঙ্গুয়ার হাওড় অবস্থিত - সুনামগঞ্জে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম বাঁওড় - পোড়াপাড়া বাঁওড় (মহেশপুর, ঝিনাইদহ)।

বঙ্গোপসাগর

- বঙ্গোপসাগরের অবস্থান – ভারত মহাসাগরের উত্তর অংশে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় Bay – বঙ্গোপসাগর।
- বঙ্গোপসাগরের ভৌগোলিক অবস্থান - পশ্চিম দিকে ভারত ও শ্রীলঙ্কা, উত্তরে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণে মিয়ানমার, সুমাত্রা ও ভারত মহাসাগর।
- বঙ্গোপসাগরের ভৌগোলিক আয়তন - সর্বমোট প্রায় ২২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার।

বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত

- বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত - কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, বাংলাদেশ।
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য - ১২০ কিলোমিটার (সূত্র-বাংলাপিডিয়া)।
- 'সাগর কন্যা' বলা হয় - কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতকে (পটুয়াখালী জেলা)।
- কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত অবস্থিত - পটুয়াখালী।
- কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য - ১৮ কিলোমিটার।
- সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যায় - কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে।
- 'পর্যটন হলিডে হোমস' অবস্থিত - কুয়াকাটায়।
- বাংলাদেশের পর্যটন রাজধানী - কক্সবাজার।

বাংলাদেশের ঝরনা

- বাংলাদেশের একমাত্র গরম পানির ঝরনা অবস্থিত - চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে।
- বাংলাদেশের শীতল পানির ঝরনা অবস্থিত - হিমছড়ি পাহাড়, কক্সবাজার।
- চিতা ঝরনা অবস্থিত - মৌলভীবাজার জেলায়।
- শুভলং ঝরনা অবস্থিত - রাঙ্গামাটি জেলায়।
- জাদিপাই, নাফাখুম ও ঋজুক ঝরনা অবস্থিত - বান্দরবানে।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপের নাম– [NU-Science : 14-15]
Ⓐ সেন্ট মার্টিন্স Ⓑ সন্দ্বীপ Ⓒ হাতিয়া Ⓓ নিঝুম দ্বীপ Ans A

02. বাংলাদেশে কোন পাহাড়ে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে? [NU-Science : 14-15]
Ⓐ গারো Ⓑ চন্দ্রনাথ Ⓒ লালমাই Ⓓ কুলাউড়া Ans D

03. বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের দ্বীপ কোনটি? [NU-Science : 02-03]
Ⓐ সন্দ্বীপ Ⓑ নিঝুম দ্বীপ
Ⓒ সেন্টমার্টিন Ⓓ দক্ষিণ তালপট্টি Ans C

04. বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপের নাম কি? [NU-Science : 11-12]
Ⓐ সেন্ট মার্টিন Ⓑ সন্দ্বীপ Ⓒ নিঝুম দ্বীপ Ⓓ হাতিয়া Ans A

05. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ- [NU-Science : 08-09]
Ⓐ হাতিয়া Ⓑ ভোলা Ⓒ সেন্ট মার্টিন Ⓓ সন্দ্বীপ Ans B

06. সুন্দরবন সম্পর্কে কোন উক্তিটি সঠিক? [NU-Science : 01-02]
Ⓐ সুন্দরবন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বন
Ⓑ সুন্দরবন বাংলাদেশের জাতীয় বন
Ⓒ সুন্দরবন একটি টাইডাল বন
Ⓓ উপরের সবগুলি উক্তিই সত্য Ans D

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য? [NSTU-D : 19-20]
Ⓐ চর মুন্সী Ⓑ চর জব্বার
Ⓒ চর ফ্যাশন Ⓓ চর কুকরি মুকরি Ans D

02. বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি? [HSTU-C : 19-20]
Ⓐ ভোলা Ⓑ সন্দ্বীপ
Ⓒ সেন্টমার্টিন Ⓓ হাতিয়া Ans A

03. বাংলাদেশের কোন সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়? [HSTU-D : 19-20]
Ⓐ কক্সবাজার Ⓑ পতেঙ্গা
Ⓒ কুয়াকাটা Ⓓ মহেশখালী Ans C

04. রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত স্থান হলো– [RUB : 19-20]
Ⓐ ভাসানচর Ⓑ চরফ্যাশন
Ⓒ চর জব্বার Ⓓ ভোলা Ans A

05. ভাষানচর দ্বীপ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? [KU-B : 19-20]
Ⓐ নোয়াখালী Ⓑ কুমিল্লা
Ⓒ ফেনী Ⓓ চাঁদপুর Ans A

06. 'শুভলং' ঝরনা কোন জেলায় অবস্থিত? [BSMRSTU-E : 18-19]
Ⓐ বান্দরবান Ⓑ রাঙ্গামাটি
Ⓒ মৌলভীবাজার Ⓓ সিলেট Ans B

07. 'বগালেক' কোন জেলায় অবস্থিত? [BSMRSTU-E : 18-19]
Ⓐ রাঙ্গামাটি Ⓑ বান্দরবান
Ⓒ ঢাকা Ⓓ ফেনী Ans B

08. 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত? [NSTU-E : 18-19]
Ⓐ যমুনা নদীতে Ⓑ বঙ্গোপসাগরে
Ⓒ মেঘনার মোহনায় Ⓓ সন্দ্বীপ চ্যানেলে Ans B

09. 'Blue Economy' কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত? [JUST-E : 18-19]
Ⓐ বাজার অর্থনীতি Ⓑ সবুজ অর্থনীতি
Ⓒ সমুদ্র অর্থনীতি Ⓓ বিশ্বায়ন Ans C

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. চলনবিল কোথায়?
Ⓐ রাজশাহী Ⓑ নওগাঁ
Ⓒ পাবনা ও নাটোর Ⓓ নাটোর ও নওগাঁ Ans C

02. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ কোনটি?
Ⓐ সন্দ্বীপ Ⓑ নিঝুমদ্বীপ
Ⓒ সেন্টমার্টিন Ⓓ দক্ষিণ তালপট্টি Ans C

03. বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকার গড় উচ্চতা কত ফুট?
Ⓐ ২০০০ Ⓑ ২০৫০ Ⓒ ৩০০০ Ⓓ ১৫০০ Ans B

04. দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ নিম্নের কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ সাতক্ষীরা Ⓑ ভোলা Ⓒ নোয়াখালী Ⓓ চট্টগ্রাম Ans A

05. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওড় কোনটি?
Ⓐ হাতিয়া Ⓑ শনির
Ⓒ টাঙ্গুয়ার Ⓓ হাকালুকি Ans D

06. সাজেক উপত্যকা কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ খাগড়াছড়ি Ⓑ বান্দরবান
Ⓒ রাঙ্গামাটি Ⓓ কক্সবাজার Ans C

CamScanner

07. লালমাই পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ গাজীপুর Ⓑ টাঙ্গাইল Ⓒ ময়মনসিংহ Ⓓ কুমিল্লা Ans D

08. তাজিং ডং পর্বত কোন জেলায়?
Ⓐ রাঙামাটি Ⓑ বান্দরবান
Ⓒ খাগড়াছড়ি Ⓓ ময়মনসিংহ Ans B

09. কোন রেখাটি বাংলাদেশকে অতিক্রম করে?
Ⓐ বিষুব রেখা Ⓑ কর্কট ক্রান্তি
Ⓒ মকর ক্রান্তি Ⓓ ৩৮° সমাক্ষরেখা Ans B

10. হিউমাস কী?
Ⓐ জলবায়ু Ⓑ ভূমির উপরিভাগ
Ⓒ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিকারী উপাদান Ⓓ দূষণ Ans C

11. বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?
Ⓐ ভোলা Ⓑ সন্দীপ
Ⓒ মহেশখালী Ⓓ সেন্টমার্টিন Ans A

আবহাওয়া ও জলবায়ু

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে অন্তর্গত– ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের।
- বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য– মৌসুমী বায়ু।
- বাংলাদেশের উষ্ণতম জেলা– রাজশাহী (স্থান-নাটোরের লালপুর)।
- বাংলাদেশের শীতলতম জেলা– সিলেট (স্থান-শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার)।
- বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়– সিলেটের লালখালে।
- বাংলাদেশে সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত হয়– নাটোরের লালপুরে।
- ঢাকার প্রতিপাদ স্থান– চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।
- মহাকাশ গবেষণা সংস্থা Space Research and Remote Sensing Organization (SPARRSO) প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৮০ সালে (এটি ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত)।
- বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ– ২০৩ সেন্টিমিটার।
- বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা– ২৬° সেলসিয়াস।
- বাংলাদেশে আবহাওয়া কেন্দ্র– ৪টি। যথা- ঢাকা, পতেঙ্গা, কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর খেপুপাড়া (আবহাওয়ার অফিস- ৩৫টি)।
- বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা– ৪টি। যথা- রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া (১৯৭৫), গাজীপুরের তালিবাবাদ (১৯৮২), ঢাকার মহাখালী (১৯৯৫) এবং সিলেট (১৯৯৭) অবস্থিত।
- বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ঋতু– বর্ষা ঋতু।
- দিবা-রাত্রি সমান থাকে– ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর।
- উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে বড়দিন ও ছোট রাত্রি– ২১ জুন।
- উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে ছোট দিন ও বড় রাত্রি– ২২ ডিসেম্বর।

Part 2 সম্ভাব্য MCQ

01. বাংলাদেশে কালবৈশাখী ঝড় কখন হয়?
Ⓐ মৌসুমি বায়ু ঋতুতে Ⓑ শীতকালে
Ⓒ মৌসুমি বায়ু ঋতুর পরবর্তী সময়ে Ⓓ প্রাক- মৌসুমি বায়ু ঋতুতে Ans D

02. SPARRSO কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?
Ⓐ শিল্প Ⓑ শিক্ষা
Ⓒ পরিবেশ Ⓓ প্রতিরক্ষা Ans D

03. নিম্নলিখিত কোনটির ওপর বাংলাদেশ অবস্থিত?
Ⓐ ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকন Ⓑ ট্রপিক অব ক্যান্সার
Ⓒ ইকুয়েটর Ⓓ আর্কটিক সার্কেল Ans B

04. গ্রিন হাউজ ইফেক্টের পরিণতিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর প্রত্যক্ষ ক্ষতি হবে?
Ⓐ উত্তাপ অনেক বেড়ে যাবে Ⓑ নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে
Ⓒ সাইক্লোনের প্রবণতা বাড়বে Ⓓ বৃষ্টিপাত কমে যাবে Ans B

05. বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস কোনটি?
Ⓐ অক্টোবর Ⓑ জানুয়ারি
Ⓒ মার্চ Ⓓ এপ্রিল Ans D

06. বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের কতভাগ বর্ষাকালে হয়?
Ⓐ 40% Ⓑ 60%
Ⓒ 80% Ⓓ 20% Ans C

07. বাংলাদেশের জলবায়ুর নাম কী?
Ⓐ নাতিশীতোষ্ণ Ⓑ নিরক্ষীয়
Ⓒ ক্রান্তীয় Ⓓ ক্রান্তীয় মৌসুমি Ans D

08. বাংলাদেশে বার্ষিক সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত নিম্নের কোন স্টেশনে রেকর্ড করা হয়?
Ⓐ সিলেট Ⓑ টেকনাফ
Ⓒ কক্সবাজার Ⓓ সন্দীপ Ans A

09. বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থানের নাম কী?
Ⓐ পুটিয়া, রাজশাহী Ⓑ নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
Ⓒ লালপুর, নাটোর Ⓓ ঈশ্বরদী, পাবনা Ans C

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'ইতিহাসের জনক' বলে খ্যাত - হেরোডোটাস (গ্রিস)।
- 'ইতিহাস' শব্দের উৎপত্তি - গ্রিক শব্দ 'Historia' থেকে।
- সুপ্রাচীন বঙ্গদেশের সীমা উল্লেখ আছে - ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে।
- বাংলা শব্দটির উৎপত্তি - 'বঙ্গ' শব্দ থেকে (বঙ্গ এই অঞ্চলে প্রাচীনকালে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠীর নাম)।
- সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' শব্দটি পাওয়া যায় - ৩০০০ বছর পূর্বের ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে।
- সর্বপ্রথম দেশবাচক 'বাংলা' শব্দের ব্যবহার হয় - আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে।
- বাংলার আদিম অধিবাসী - কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি জাতি।
- প্রাচীন বাংলার আর্থসামাজিক ইতিহাস পাওয়া যায় - সংস্কৃত সাহিত্যের দুটি সংকলনে। এগুলো হলো বিদ্যাকর সংকলিত 'সুভাষিত-রত্নকোষ' এবং শ্রীধরদাস সংকলিত 'সদুক্তি-কর্ণামৃত'।
- বাংলার বাইরে রচিত বাংলা সম্পর্কিত তথ্য সংবলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে - কাজী মিনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাত ই-নাসিরী', খাজা আবদুল মালিক ইসামীর 'ফুতুহ-উস-সালাতীন', জিয়াউদ্দিন বারানীর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' প্রভৃতি।
- বাংলার আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল - অস্ট্রিক।
- উপমহাদেশের নাম সর্বপ্রথম 'ইন্ডিয়া' দেন - গ্রিকগণ।
- নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত যে নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত - আদি অস্ট্রেলীয়।
- প্রাচীন সাহিত্যে যারা 'নিষাদ' নামে পরিচিত ছিল - অস্ট্রোলয়েড বা আদি অস্ট্রেলীয়।
- বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি - দ্রাবিড়।
- সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে ভাগ করা যায় - ২ ভাগে - ১. প্রাক-আর্য বা অনার্য জনগোষ্ঠী ও ২. আর্য জনগোষ্ঠী।
- নেগ্রিটোদের উৎখাত করে - অস্ট্রিক জাতি।
- বাঙালি জাতি গড়ে ওঠেছে - অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে।
- বর্তমানে বাঙালি জাতির পরিচয় - সংকর জাতি হিসেবে।
- আর্যদের আদি নিবাস - ইউরাল পর্বতের দক্ষিণ কিরগিজ তৃণভূমি অঞ্চলে।
- আর্যদের প্রভাব স্থাপনের পরে বঙ্গদেশে আগমন করে - মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় জাতি।

CamScanner

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মহাস্থানগড় কোন জেলায় অবস্থিত? [NU-Business : 12-13]
Ⓐ দিনাজপুর Ⓑ রংপুর
Ⓒ বগুড়া Ⓓ কুমিল্লা
Ans Ⓒ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলালিপির উৎস কী? [BSMRSTU-G : 19-20]
Ⓐ সংস্কৃতলিপি Ⓑ পালিলিপি
Ⓒ ব্রাহ্মীলিপি Ⓓ গৌড়ীয়লিপি
Ans Ⓒ

02. প্রাচীনকালে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা অবস্থিত ছিল কোন জনপদে? [NSTU-D : 19-20]
Ⓐ গৌড় Ⓑ সমতট
Ⓒ হরিকেল Ⓓ বঙ্গ
Ans Ⓑ

03. কোন জেলা রাঢ় অঞ্চলে নয়? [BRUR-A : 19-20]
Ⓐ বর্ধমান Ⓑ নদীয়া
Ⓒ হুগলী Ⓓ মালদহ
Ans Ⓓ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. 'কুমিল্লা' প্রাচীন কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
Ⓐ বঙ্গ Ⓑ সমতট
Ⓒ হরিকেল Ⓓ পুণ্ড্র
Ans Ⓑ

02. 'সিলেট' প্রাচীন কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
Ⓐ বঙ্গ Ⓑ সমতট
Ⓒ হরিকেল Ⓓ পুণ্ড্র
Ans Ⓒ

03. বাংলাদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম জনপদ কোনটি?
Ⓐ উয়ারী-বটেশ্বর Ⓑ পাহাড়পুর
Ⓒ ময়নামতি Ⓓ মহাস্থানগড়
Ans Ⓓ

04. পুণ্ড্রবর্ধনের 'পুণ্ড্র' শব্দের অর্থ হলো ?
Ⓐ আখ Ⓑ গুড়
Ⓒ ধান Ⓓ পাট
Ans Ⓐ

05. কোন রাজ্যের আগের নাম 'কামরূপ' ছিল?
Ⓐ বাংলা Ⓑ বিহার
Ⓒ উড়িষ্যা Ⓓ আসাম
Ans Ⓓ

06. বাংলাদেশের প্রাচীনতম শহর কোনটি?
Ⓐ সোনারগাঁও Ⓑ রামপাল
Ⓒ বিক্রমপুর Ⓓ পুণ্ড্র
Ans Ⓓ

07. 'বগুড়া' প্রাচীন কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
Ⓐ বরেন্দ্র Ⓑ গৌড়
Ⓒ হরিকেল Ⓓ পুণ্ড্র
Ans Ⓓ

প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্য

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা - চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। ৩২১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।
- প্রাচীন ভারতের সর্বপ্রথম ভারতীয় সম্রাট- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- 'মুদ্রারাক্ষস' - বিশাখা দত্ত রচিত একটি নাটক যেখানে চন্দ্রগুপ্তের সাথে মগধের রাজা নন্দের যুদ্ধকাহিনি বিবৃত রয়েছে।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জন্মগ্রহণ করেন - পাটালিপুত্র নগরে।
- চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারে সেলিউকাসের পাঠানো রাষ্ট্রদূতের নাম ছিল - মেগাস্থিনিস।
- মেগাস্থিনিস তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার বর্ণনা দেন - ইন্ডিকা নামক গ্রন্থে।
- কৌটিল্য/চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত রচিত গ্রন্থের নাম - অর্থশাস্ত্র।
- কৌটিল্য/চাণক্য ছিলেন- চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও রাজ উপদেষ্টা।
- অর্থশাস্ত্র হলো - রাজনীতি, অর্থনীতি ও কূটনীতিবিষয়ক গ্রন্থ।
- ভারতীয় উপমহাদেশে ছয় বোর্ডের রূপকার ছিলেন - চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- চন্দ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে বসেন - বিন্দুসার (৩০০-২৭৩ খ্রিষ্টপূর্ব)।
- ইতিহাসে 'অমিত্রাঘাত' বা 'শত্রুহন্তা' নামে পরিচিত ছিলেন - বিন্দুসার।
- বিন্দুসারের পুত্রের নাম ছিল - সম্রাট অশোক।
- সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন ও শাসন করেন - ২৭২ থেকে ২৩২ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত। মতান্তরে, ২৬৯-২৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।
- ইতিহাসে 'চণ্ডাশোক' নামে পরিচিত ছিলেন - সম্রাট অশোক। উত্তরাধিকার যুদ্ধে তার ভ্রাতাদের নির্মমভাবে হত্যা করার জন্য এই উপাধি লাভ করেন।
- অশোকের শিলালিপি - তিন ভাগে বিভক্ত (পর্বতগাত্রে খোদিত শিলালিপি, ক্ষুদ্র শিলালিপি এবং স্তম্ভলিপি)।
- সম্রাট অশোক সিংহাসন লাভ করে গ্রহণ করেন - দেবানম-প্রিয়া-পিয়াদর্শী/দেবতাদের প্রিয়-প্রিয়দর্শী উপাধি।
- কলিঙ্গ যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ২৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে (মতান্তরে ২৬১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে)।
- যে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন - কলিঙ্গ যুদ্ধ।
- সম্রাট অশোকের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম - বিশ্ব ধর্মের মর্যাদা লাভ করে।
- বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যানটাইন বলা হয় - মহামতী সম্রাট অশোককে।
- উপমহাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে - সম্রাট অশোকের আমলে।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হলেন- [BSFMSTU-C : 19-20]
Ⓐ শশাঙ্ক Ⓑ গোপাল
Ⓒ ধর্মপাল Ⓓ হর্ষবর্ধন
Ans Ⓐ

02. মাৎস্যন্যায় (Matsyanayam) বলা হয়- [SUST-A : 19-20]
Ⓐ রাজা গোপালের রাজত্বকালকে
Ⓑ প্রাচীনকালে বাংলায় সৃষ্ট মৎস্যশূন্য অবস্থাকে
Ⓒ সপ্তম-অষ্টম শতকে বাংলায় নেমে আসা অরাজকতাপূর্ণ অবস্থাকে
Ⓓ বরেন্দ্র বিদ্রোহকে
Ⓔ কৈবর্ত বিদ্রোহকে
Ans Ⓒ

03. প্রাচীন গৌড়ের রাজধানী ছিল- [KU-B : 19-20]
Ⓐ পুণ্ড্রনগর Ⓑ কনৌজ
Ⓒ কর্ণাটক Ⓓ কর্ণসুবর্ণ
Ans Ⓐ

04. মৌর্য যুগে প্রদেশকে কী বলা হতো? [BRUR-A : 19-20]
Ⓐ ভুক্তি Ⓑ নগর
Ⓒ দেশ Ⓓ অহল
Ans Ⓐ

CamScanner

Part 3 সম্ভাব্য MCQ

01. রাজা 'কণিষ্ক' কোন বংশের শাসক?
Ⓐ গুপ্ত Ⓑ মৌর্য Ⓒ কুষাণ Ⓓ দেব Ans Ⓒ

02. শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কী?
Ⓐ পুণ্ড Ⓑ কর্ণসুবর্ণ Ⓒ চন্দ্রনগর Ⓓ গৌড় Ans Ⓑ

03. কালিদাস কার সভাকবি ছিলেন?
Ⓐ বিক্রমাদিত্যের Ⓑ সমুদ্রগুপ্তের
Ⓒ অশোকের Ⓓ লক্ষ্মণ সেনের Ans Ⓐ

04. কোন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম দেখে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন? [NU-Humanities : 07-08]
Ⓐ মেবারের যুদ্ধ Ⓑ মহিশুরের যুদ্ধ
Ⓒ হিদাসপিসের যুদ্ধ Ⓓ কলিঙ্গের যুদ্ধ Ans Ⓓ

05. সম্রাট অশোক কোন বংশের শাসক ছিলেন?
Ⓐ মৌর্য Ⓑ গুপ্ত Ⓒ কুষাণ Ⓓ পাল Ans Ⓐ

06. ইবনে বতুতা কোন দেশের নাগরিক?
Ⓐ সিরিয়া Ⓑ মরক্কো
Ⓒ ব্যাবিলন Ⓓ তিউনিসিয়া Ans Ⓑ

07. বিশ্বের কোন পরিব্রাজক সোনারগাঁ ভ্রমণ করেন?
Ⓐ মার্কো পোলো Ⓑ হিউয়েন সাং
Ⓒ ইবনে বতুতা Ⓓ ফা হিয়েন Ans Ⓒ

মধ্যযুগে উপমহাদেশ/ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আরবদের সিন্ধু জয়ের সময় রাজা ছিলেন - দাহির।
- গজনীর শাসনকর্তা সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন - ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৭ বার।
- সুলতান মাহমুদ বাগদাদের খলিফা কর্তৃক গ্রহণ করেন - 'আমিন-উল-মিল্লাত' খেতাব।
- সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল - ধনসম্পদ লুণ্ঠন।
- সুলতান মাহমুদের রাজসভার কবি ছিলেন - ফেরদৌসি।
- সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন - ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে।
- সুলতান মাহমুদ গজনীতে যে বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেন তার নাম - 'স্বর্গীয় বধূ'।
- ফেরদৌসি রচিত গ্রন্থের নাম - শাহনামা।
- ইতিহাসে মুয়েজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম পরিচিত ছিলেন - মুহম্মদ ঘুরী নামে।
- মুহম্মদ ঘুরী গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন - ১১৭৩ সালে।
- তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ও দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় - যথাক্রমে ১১৯১ এবং ১১৯২ সালে।
- তরাইনের এই দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় - মুহম্মদ ঘুরী এবং পৃথ্বীরাজ চৌহানের মধ্যে।
- প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে - সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে।
- বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন/ প্রথম মুসলিম বিজেতা - ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি (লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করার মাধ্যমে)।
- বখতিয়ার খিলজি অধিবাসী ছিলেন - আফগানিস্তানের গরমশিরের।
- বখতিয়ার খিলজি ছিলেন - একজন তুর্কি বীর।
- ভারতের প্রথম মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয় - সিন্ধু ও মুলতানে।
- বখতিয়ার খিলজি নদীয়ায় প্রবেশ করেন - ১৭/১৮ জন সৈন্য নিয়ে।
- বখতিয়ার খিলজি বিহার জয় করেন - ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে।
- বখতিয়ার খিলজি যাকে পরাজিত করে বাংলা জয় করেন - লক্ষ্মণ সেনকে (১২০৪ সালে)।
- বখতিয়ার খিলজি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন - দিনাজপুরের দেবকোটে।
- বখতিয়ার খিলজি মৃত্যুবরণ করেন - ১২০৬ সালে; দেবকোটে (আলী মর্দানের হাতে)।
- বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় - ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা- [NU-Science : 10-11]
Ⓐ মুহম্মদ বিন কাশিম Ⓑ বখতিয়ার খিলজী
Ⓒ হাজী শরিয়ত উল্লাহ Ⓓ তিতুমীর Ans Ⓑ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ভারতের শেষ মোগল সম্রাট কে ছিলেন? [HSTU-C : 19-20]
Ⓐ শাহজাহান Ⓑ আকবর
Ⓒ হুমায়ুন শাহ Ⓓ বাহাদুর শাহ Ans Ⓓ

02. বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও-এর পত্তন করেন- [RUB : 19-20]
Ⓐ ঈসা খাঁ Ⓑ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ
Ⓒ সম্রাট আকবর Ⓓ আজম খান Ans Ⓐ

03. যে মুঘল সম্রাট রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন- [RUB : 19-20]
Ⓐ প্রথম বাহাদুর শাহ Ⓑ দ্বিতীয় শাহ আলম
Ⓒ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ Ⓓ জাহান্দার শাহ Ans Ⓒ

04. মারাঠা শাসকদের উপাধি কী ছিল? [BRUR-A : 19-20]
Ⓐ রাজা Ⓑ পেশোয়া
Ⓒ সম্রাট Ⓓ বাদশাহ Ans Ⓑ

05. ঢাকাই মসলিন তৈরি হতো যে আমলে- [RUB : 19-20]
Ⓐ পাল Ⓑ মুঘল
Ⓒ সুলতানি Ⓓ ব্রিটিশ Ans Ⓑ

06. বাংলার প্রথম নবাব কে ছিলেন? [SHUBD-B : 19-20]
Ⓐ নবাব আলিবর্দি খান Ⓑ নবাব সিরাজ উদ-দৌলা
Ⓒ নবাব মুর্শিদ কুলি খান Ⓓ নবাব সরফরাজ খান Ans Ⓒ

07. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে ছিলেন? [BSMRSTU-G : 18-19]
Ⓐ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ Ⓑ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ
Ⓒ জহির শাহ Ⓓ মোহাম্মাদ ঘোরী Ans Ⓑ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. বাংলা নববর্ষ 'পহেলা বৈশাখ' চালু করেছিলেন-
Ⓐ লক্ষ্মণ সেন Ⓑ বিজয় সেন
Ⓒ সম্রাট আকবর Ⓓ সম্রাট শাহজাহান Ans Ⓒ

02. রাজা গণেশ দিনাজপুরের কোন অঞ্চলের রাজা ছিলেন?
Ⓐ ভাতুড়িয়া Ⓑ একডালা
Ⓒ পাণ্ডুয়া Ⓓ লক্ষ্মণাবতী Ans Ⓒ

03. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে?
Ⓐ ইলিয়াস শাহ Ⓑ নাদির শাহ
Ⓒ নাসির শাহ Ⓓ ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ Ans Ⓓ

04. সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্য সম্রাট আকবর সম্রাজ্যকে কতটি প্রদেশে ভাগ করেন?
Ⓐ ১৮টি Ⓑ ২০টি Ⓒ ১৫টি Ⓓ ১২টি Ans Ⓒ

05. ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম কারা ভারতে আসে?
Ⓐ পর্তুগিজ Ⓑ ব্রিটিশ
Ⓒ ফরাসি Ⓓ ওলন্দাজ Ans Ⓐ

06. বাংলা সনের প্রবর্তক কে?
Ⓐ বল্লাল সেন Ⓑ সম্রাট আকবর
Ⓒ আবুল ফজল Ⓓ বখতিয়ার খলজি Ans Ⓑ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

07. মুসলিম শাসনামলে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা ছিল–
Ⓐ আরবি Ⓑ ফারসি
Ⓒ উর্দু Ⓓ হিন্দি
Ans Ⓑ

08. হিজরি সন চালু করেন কে?
Ⓐ হযরত আলী (রা.) Ⓑ হযরত আবুবকর (রা.)
Ⓒ হযরত ওমর (রা.) Ⓓ হযরত মুহম্মদ (সা.)
Ans Ⓒ

09. কত খ্রিষ্টাব্দে হিজরি সন চালু হয়?
Ⓐ ৬২২ Ⓑ ৫৭০
Ⓒ ৬১০ Ⓓ ৬৩৯
Ans Ⓓ

10. গৌড়ের নাম জান্নাতাবাদ কে রাখেন?
Ⓐ শেরশাহ Ⓑ হুমায়ুন Ⓒ জাহাঙ্গীর Ⓓ আকবর
Ans Ⓑ

11. ভারতবর্ষে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
Ⓐ সুলতান মাহমুদ Ⓑ মুহম্মদ ঘোরী
Ⓒ কুতুব উদ্দিন আইবেক Ⓓ ইলতুতমিশ
Ans Ⓒ

উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনাপর্ব

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম ভারতবর্ষে আসে - পর্তুগিজরা।
- বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করে - ফরাসিরা।
- ইউরোপ থেকে আফ্রিকার 'উত্তমাশা অন্তরীপ' হয়ে সমুদ্রপথে পূর্বদিকে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয় - ১৪৮৭ সালে (বার্থলোমিউ দিয়াজ কর্তৃক)।
- 'ভাস্কো-দা-গামা' ভারতবর্ষে প্রথম আসেন - ১৪৯৮ সালে (কালিকট বন্দরে)।
- পর্তুগিজরা বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করে - ১৫৮০ সাল থেকে।
- ভারতবর্ষে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসা বণিকদের শাসন করেছিল - ইংরেজরা।
- ইংরেজরা প্রথম উপমহাদেশে কুঠি স্থাপন করে - সুরাটে (১৬১২ সালে)।
- মুঘল সম্রাটের সাথে ইংরেজদের সন্ধি হয় - ১৬৬০ সালে।
- বাংলায় ইংরেজদের সাথে মুঘলদের সংঘর্ষ বাঁধে - ১৬৮৬ সালে।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব - নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা।
- সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন - ১৭৫৬ সালে।
- সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতার নাম পরিবর্তন করে রাখেন - আলীনগর।
- নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করেন - ১৭৫৬ সালের ২০ জুন।
- পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ২৩ জুন ১৭৫৭।
- বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ১৭৬৪ সালে (ইংরেজ ও মীর কাশিমের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়)।
- বাংলায় 'বর্গী' নামে পরিচিত ছিল - মারাঠারা।
- ব্রিটিশ ভারতে দাস প্রথা বন্ধ করতে অবদান সবচেয়ে বেশি - লর্ড এডেনবরোর।
- ভারতে পর্তুগিজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন - আল বুকার্ক।
- ভারতে সর্বশেষ পর্তুগিজ ভাইসরয় - ফ্রান্সিসকো আলমিডা।
- অন্ধকূপ হত্যা কল্পকাহিনিটি রচিত হয় - ১৭৫৬ সালে (কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে)।
- ইংরেজরা কলকাতা অধিকার করে - ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারি।
- ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন - সম্রাট শাহজাহানের আমলে।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলা সনের প্রবর্তন কে? [NU-Business : 10-11]
Ⓐ সম্রাট শেরশাহ Ⓑ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
Ⓒ সম্রাট আকবর Ⓓ সম্রাট জাহাঙ্গীর
Ans Ⓒ

02. ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- [NU-Business : 09-10]
Ⓐ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Ⓑ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Ⓒ রাজা রামমোহন রায় Ⓓ রামচন্দ্র বিদ্যা বাগিস
Ans Ⓒ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. 'স্বত্ব-বিলোপ নীতি' কোন গভর্নর জেনারেলের আমলে প্রণীত হয়? [GST-B : 23-24]
Ⓐ লর্ড ক্যানিং Ⓑ লর্ড ক্লাইভ
Ⓒ লর্ড ডালহৌসি Ⓓ লর্ড রিপন
Ans Ⓒ

02. ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে সর্বপ্রথম সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় [SUST-A : 19-20]
Ⓐ ঝাঁসি সেনানিবাসে Ⓑ ব্যারাকপুর সেনানিবাসে
Ⓒ গোরখপুর সেনানিবাসে Ⓓ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে
Ans Ⓑ

03. ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত স্থান কোনটি? [CoU-C : 19-20]
Ⓐ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান Ⓑ লালবাগ কেল্লা
Ⓒ বাহাদুর শাহ পার্ক Ⓓ রায়েরবাগ বধ্যভূমি
Ans Ⓒ

04. সতীদাহ প্রথা কত সালে রহিত করা হয়? [NSTU-E : 18-19]
Ⓐ ১৮১৯ Ⓑ ১৮২৯
Ⓒ ১৮৩৯ Ⓓ ১৮৪৯
Ans Ⓑ

05. কোনটি ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ছিল না? [SUST-A : 18-19]
Ⓐ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ Ⓑ পলাশীর যুদ্ধ
Ⓒ ফরায়েজি আন্দোলন Ⓓ সিপাহি বিদ্রোহ
Ans Ⓒ

06. ঢাকায় সর্বপ্রথম কবে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়? [NSTU-D : 18-19]
Ⓐ ১২০৬ সালে Ⓑ ১৩১০ সালে
Ⓒ ১৫২৬ সালে Ⓓ ১৬১০ সালে
Ans Ⓓ

07. বাংলায় দ্বৈতশাসন (Diarchy) কে প্রবর্তন করেন? [NSTU-D : 18-19]
Ⓐ লর্ড কর্নওয়ালিস Ⓑ লর্ড ক্লাইভ
Ⓒ নবাব মীর কাশেম Ⓓ ওয়ারেন হেস্টিংস
Ans Ⓑ

08. সতিদাহ প্রথা রহিতকরণে কোন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য? [BSMRSTU-G : 18-19]
Ⓐ সরজিনী নাইডু Ⓑ রাজা রামমোহন রায়
Ⓒ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর Ⓓ দাদা ভাই নওরোজী
Ans Ⓑ

09. ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় কত সালে? [NSTU-D : 18-19]
Ⓐ ১৮৫৭ Ⓑ ১৮৫৮
Ⓒ ১৮৫৯ Ⓓ ১৮৬০
Ans Ⓑ

10. কোন আন্দোলনটি ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী ছিল না? [NSTU-D : 18-19]
Ⓐ অসহযোগ Ⓑ খেলাফত
Ⓒ ফরায়েজি Ⓓ আলীগড়
Ans Ⓓ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তিত হয় কত সালে?
Ⓐ ১৭৫৭ Ⓑ ১৭৯৩
Ⓒ ১৮৫৭ Ⓓ ১৮৯৩
Ans Ⓑ

02. ঢাকায় বাংলার প্রথম রাজধানী কবে স্থাপিত হয়?
Ⓐ ১৫১০ সালে Ⓑ ১৫৯০ সালে
Ⓒ ১৬০০ সালে Ⓓ ১৬১০ সালে
Ans Ⓓ

03. 'সতীদাহ প্রথা' রহিত হয় কোন সালে?
Ⓐ ১৮২০ Ⓑ ১৮২১
Ⓒ ১৮২৯ Ⓓ ১৮৩০
Ans Ⓒ

04. বাংলার প্রথম গভর্নর-জেনারেল কে ছিলেন?
Ⓐ ওয়ারেন হেস্টিং Ⓑ লর্ড কর্নওয়ালিস
Ⓒ ক্যাম্পেন লুইন Ⓓ রবার্ট ক্লাইভ
Ans Ⓐ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

05. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল–
Ⓐ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে Ⓑ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে
Ⓒ ১৮৭৬ বঙ্গাব্দে Ⓓ ১০৭৬ বঙ্গাব্দে
Ans Ⓑ

06. তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ...
Ⓐ সুমিত্রা দেবী Ⓑ তারামন বিবি
Ⓒ ইলা মিত্র Ⓓ মহাশ্বেতা দেবী
Ans Ⓒ

07. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার জড়িত ছিলেন..
Ⓐ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন Ⓑ তেভাগা আন্দোলনে
Ⓒ খেলাফত আন্দোলনে Ⓓ ভারত ছাড় আন্দোলনে
Ans Ⓐ

08. ভারতের কোন গর্ভনর জেনারেল দাসপ্রথার অবসান ঘটান?
Ⓐ ওয়ারেন হেস্টিংস Ⓑ লর্ড বেন্টিঙ্ক
Ⓒ লর্ড ওয়েলেসলি Ⓓ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন
Ans Ⓐ

ব্রিটিশ শাসনামলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন

- ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮৭৬ সালে (সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রতিষ্ঠা করেন)।
- যে আইনের মাধ্যমে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল - ইলবার্ট বিলের মাধ্যমে।

কংগ্রেস

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় - ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫।
- কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা - অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।
- কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে - ২৮-৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৫, মুম্বাইয়ে (সভাপতিত্ব করেন বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়/ব্যানার্জি)।
- কংগ্রেস যে নীতিতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করেছিল - অখণ্ড ভারত নীতি।

বঙ্গভঙ্গ

- বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে ভেঙে দুইটি আলাদা প্রদেশ সৃষ্টি করা হয় - ১৬ অক্টোবর ১৯০৫।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও আসামকে নিয়ে সৃষ্টি করা প্রদেশ - পূর্ববঙ্গ ও আসাম।
- 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী করা হয় – ঢাকাকে।
- পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে সৃষ্টি করা হয় - বাংলা প্রদেশ। এই প্রদেশের রাজধানী কলকাতা।
- বঙ্গভঙ্গ করেন – লর্ড কার্জন।
- বঙ্গভঙ্গ রদে 'রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠান পরিকল্পনার পরামর্শ দেন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে - সন্ধ্যা, নবশক্তি, যুগান্তর পত্রিকা।
- 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় – মুসলিম।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট বাংলার গভর্নর হন - স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার।
- উপমহাদেশের নারীরা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে - স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।
- বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে গড়ে ওঠে - স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৬ সালে)।

মুসলিম লীগ

- মুসলিম লীগ গঠিত হয় – ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬।
- মুসলিম লীগের প্রকৃত নাম – নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা – নবাব সলিমুল্লাহ।
- মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন – নবাব ভিখার-উল-মূলক।
- মুসলিম লীগ গঠিত হয় – ঢাকায়।
- সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন - আগা খান।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল - পাঞ্জাবের অমৃতসরে (১৩ এপ্রিল ১৯১৯)।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল - জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে।
- 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খিলাফত আন্দোলন

- খিলাফত আন্দোলনের সময়সীমা - ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। এটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে উদ্ভূত একটি প্যান ইসলামি আন্দোলন।
- তুরস্কের সমর্থনে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছিল - খিলাফত আন্দোলন।
- মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন - খিলাফত আন্দোলন।
- খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন - মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।
- 'খিলাফত দিবস' পালিত হয় - ১৭ অক্টোবর।

অসহযোগ আন্দোলন

- অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক - মহাত্মা গান্ধী (প্রকৃত নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী)।
- দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন - মহাত্মা গান্ধী।
- ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী প্রবেশ করেন - ১৯১৭ সালে।
- অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল ছিল - ১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল।
- অসহযোগ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল - অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে জনসাধারণের অধিকার আদায় করা।
- অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেন - মহাত্মা গান্ধী।
- বিশ্ব অহিংসা দিবস - ২ অক্টোবর (মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন)।

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ/পঞ্চাশের মন্বন্তর

- পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত - ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ।
- পঞ্চাশের এই মন্বন্তর সংঘটিত হয় বাংলা - ১৩৫০ সালে।
- ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ছিল - ৩৫ থেকে ৩৮ লক্ষ লোক।
- পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্যতম কারণ ছিল - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ফলশ্রুতিতে চাল আমদানি বন্ধ।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বিখ্যাত চিত্রকর্ম - ম্যাডোনা-৪৩।

ভারত বিভাগপূর্ব রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল - কিংস ফোর্ডকে হত্যা প্রচেষ্টার জন্য(১৯০৮ সালে)।
- ১৯০৯ সালের ভারত সংস্কার আইন পরিচিত ছিল - মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন নামে। এই আইন দ্বারা মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বীকৃত হয়।
- বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা - চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০ সালে)।
- গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় - লন্ডনে (১৯৩১)।
- নিখিল ভারত মুসলিম কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করেন - নবাব সলিমুল্লাহ (১৯০৬ সালে)।
- হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় - লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে।
- লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১৯১৬ সালে।
- লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে মুসলমানদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন - এ কে ফজলুল হক।
- ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন পরিচিত ছিল - মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন নামে।

CamScanner

- ব্রিটিশ সরকার রাওলাট আইন পাশ করে - ১৯১৯ সালে। এই আইনের প্রতিবাদে ভারতের সর্বস্তরের জনগণ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
- চট্টগ্রাম পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ হয়েছিল - প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে।
- সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় - ১৯৩০ সালে (১৯২৭ সালে গঠিত এই কমিশনের সদস্য ছিলেন ৮ জন)।
- ভারতবর্ষে অফিস আদালত ও শিক্ষায় ইংরেজি চালু হয় - ১৮৩৫ সালে।
- ভারত শাসন আইন পাশ হয় - ১৯৩৫ সালে।
- ভারত শাসন আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য - প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান।
- ব্রিটিশ ভারতে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৩৭ সালে।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের নির্বাচনি প্রতীক ছিল - হুক্কা।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় - কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা - ৪০টি।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন - এ কে ফজলুল হক।
- এ কে ফজলুল হক নেতা ছিলেন - কৃষক প্রজা পার্টির।
- কৃষক প্রজা পার্টির মূল দাবি ছিল - বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার অবসান।
- এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সদস্য সদস্য ছিল - ১১ জন (৬ জন মুসলিম ও ৫ জন হিন্দু)।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন– [NU-Science : 10-11]
Ⓐ আমীর আলী Ⓑ নবাব আবদুল লতিফ
Ⓒ স্যার সৈয়দ আহমদ খান Ⓓ খাজা আবদুল গণি **Ans B**

02. হাজী শরিয়তউল্লাহ কোন আন্দোলনের নেতা ছিলেন? [NU-Science : 09-10]
Ⓐ ফরায়েজী আন্দোলন Ⓑ ফকির সন্ন্যাসীদের আন্দোলন
Ⓒ ওহাবী আন্দোলন Ⓓ আলীগড় আন্দোলন **Ans A**

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোন ঘটনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন? [GST-B : 22-23]
Ⓐ বিবিঘর হত্যাকাণ্ড Ⓑ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড
Ⓒ জম্মু হত্যাকাণ্ড Ⓓ বিহার হত্যাকাণ্ড **Ans B**

02. 'ভারত শাসন আইন' কবে রাজকীয় সম্মতি লাভ করে? [GST-B : 22-23]
Ⓐ ২ আগস্ট ১৯৩৫ Ⓑ ২৫ আগস্ট ১৯৩৫
Ⓒ ৭ নভেম্বর ১৯৩১ Ⓓ ১২ নভেম্বর ১৯৩১ **Ans A**

03. বঙ্গভঙ্গ-এর প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা আন্দোলনের নাম কী? [GST-B : 21-22]
Ⓐ খেলাফত আন্দোলন Ⓑ অসহযোগ আন্দোলন
Ⓒ ওয়াহাবি আন্দোলন Ⓓ স্বদেশী আন্দোলন **Ans D**

04. বেঙ্গল প্যাক্ট কী? [GST-B : 21-22]
Ⓐ একটি চুক্তি Ⓑ রাজনৈতিক দল
Ⓒ কারখানার নাম Ⓓ একটি বিশ্ববিদ্যালয় **Ans A**

05. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? [SHUBD-B : 19-20]
Ⓐ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ Ⓑ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
Ⓒ শহীদ সোহরাওয়ার্দী Ⓓ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **Ans B**

06. বঙ্গভঙ্গ রদ করেন কে? [BSMRSTU-E : 18-19]
Ⓐ লর্ড কার্জন Ⓑ লর্ড হার্ডিঞ্জ
Ⓒ লর্ড ডালহৌসি Ⓓ লর্ড ওয়েলেসলি **Ans B**

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ছিলেন–
Ⓐ রানী ভবানী Ⓑ ফকির মজনু শাহ
Ⓒ ফকির লালন শাহ Ⓓ ফকির আলমগীর **Ans B**

02. মাস্টার দা সূর্য সেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন–
Ⓐ ১৮ই জুন ১৯৩০ Ⓑ ১২ই জানুয়ারি ১৯৩৪
Ⓒ ১৮ই এপ্রিল ১৯৩৪ Ⓓ ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ **Ans D**

03. মাস্টার দা সূর্য সেনকে ফাঁসি দেয়া হয়–
Ⓐ ১৮ই জুন ১৯৩০ Ⓑ ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০
Ⓒ ১২ই জানুয়ারি ১৯৩৪ Ⓓ ১৮ই জানুয়ারি ১৯৩৪ **Ans C**

04. ইংরেজি ভারতে রাষ্ট্রভাষা করা হয় কত সালে?
Ⓐ ১৮৩৫ Ⓑ ১৭৫৭ Ⓒ ১৮৫৭ Ⓓ ১৯২১ **Ans A**

05. মাস্টার দা সূর্য সেনের নেতৃত্বে গঠিত বিপ্লবী সংগঠনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল–
Ⓐ চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী Ⓑ নির্যাতনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
Ⓒ হিন্দু মুসলমানের ঐক্য দৃঢ়করণ Ⓓ আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন **Ans A**

06. ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের চিত্রকর্ম কে এঁকেছেন?
Ⓐ মুর্তজা বশীর Ⓑ কামরুল হাসান
Ⓒ এস.এম. সুলতান Ⓓ জয়নুল আবেদিন **Ans D**

07. কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর হয়–
Ⓐ ১৯১২ সালে Ⓑ ১৯১১ সালে
Ⓒ ১৯০৫ সালে Ⓓ ১৯০৯ সালে **Ans B**

08. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করেননি কে?
Ⓐ উইলিয়াম কেরি Ⓑ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
Ⓒ রামমোহন রায় Ⓓ রামরাম বসু **Ans C**

09. ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় কত সালে?
Ⓐ ১৬৫৭ Ⓑ ১৭৫৭ Ⓒ ১৮৫৭ Ⓓ ১৯৫৭ **Ans C**

10. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
Ⓐ ১৭৫০ Ⓑ ১৮০০ Ⓒ ১৮৫০ Ⓓ ১৯০০ **Ans B**

পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক শাসন

- আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় - ২৩ জুন ১৯৪৯ (ঢাকার রোজগার্ডেনে এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে)।
- আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক – মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শামসুল হক।
- পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট - ইস্কান্দার মির্জা।
- পাকিস্তান শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন - চৌধুরী রহমত আলী।
- খাজা নাজিমউদ্দীনের পর পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী – নূরুল আমীন (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮-৩ এপ্রিল ১৯৫৪ পর্যন্ত)।
- যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন থাকাকালীন পূর্ব বঙ্গের গভর্নর ছিলেন – চৌধুরী খালিকুজ্জামান।
- পাকিস্তানের শেষ গভর্নর জেনারেল – কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মির্জা।
- এ কে ফজলুল হকের পর পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন – আবু হোসেন সরকার।
- আইয়ুব খানের সহচর ও পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘকালীন গভর্নর ছিলেন – মোনায়েম খান।
- পূর্ব বাংলার প্রথম চিফ সেক্রেটারি ছিলেন – আজিজ আহমদ।

CamScanner

গণপরিষদ ও শাসনতন্ত্র

- পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে – করাচিতে (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮)।
- পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব আনেন – ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
- পাকিস্তান গণপরিষদ বাতিল করা হয় – ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪।
- গণপরিষদ বাতিল করার সময় গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন – তমিজউদ্দীন খান।
- মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে– ১১ আগস্ট ১৯৫৫।
- সাংবিধানিকভাবে পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান করা হয় – ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ।
- ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন – ১৯৫৬ সালে।
- ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে – ২১৪ নং অনুচ্ছেদে।
- দ্বিতীয় গণপরিষদের উল্লেখযোগ্য কাজ – পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।
- পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় – ঢাকায়।
- পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রকে বাতিল করেন – ইস্কান্দার মির্জা (৭ অক্টোবর ১৯৫৮)।
- পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রের ঘোষণা দেন – প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান (মার্চ ১৯৬২)।
- পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী ছিল – করাচি।
- গণপরিষদ বাতিল করেছিলেন – গোলাম মুহাম্মদ।
- পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয় – ১৯৫০ সালে।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় – ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় – ৮- ১২ মার্চ ১৯৫৪।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতাহার – ঐতিহাসিক ২১ দফা।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক ছিল – নৌকা।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল – মুসলিম লীগ।
- যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে – মুসলিম লীগের।
- যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হয় – শেরে বাংলার নেতৃত্বে।
- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয় - ৩ এপ্রিল ১৯৫৪।
- পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি করেন - ৩০ মে ১৯৫৪।
- ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে পরিলক্ষিত হয় – মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির প্রভাব।
- যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন - শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।
- বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমি করার প্রস্তাব অনুমোদন করে – যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা।
- যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন - শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

- গণপরিষদে 'পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিল' উত্থাপিত হয় – ৮ জানুয়ারি ১৯৫৬ (তৎকালীন আইনমন্ত্রী আই আই চন্দ্রীগড় কর্তৃক)।
- পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিলটি গণপরিষদে পাশ হয় – ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।
- পাকিস্তানের প্রথম এ শাসনতন্ত্রটির নাম – ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংবিধান।
- ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংবিধান কার্যকর হয় – ২৩ মার্চ ১৯৫৬।
- ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংবিধান বাতিল হয় – ৭ অক্টোবর ১৯৫৮।
- পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান হয় - ১৯৫৬ সালে।
- পাকিস্তান 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' নাম ধারণ করে - ১৯৫৬ সালে।

ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬)

- ছয় দফা রচিত – ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে।
- ছয় দফার নায়ক – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা উত্থাপিত হয় - ২৩ মার্চ ১৯৬৬।
- ছয় দফা দাবিকে শেখ মুজিবুর রহমান অভিহিত করেছেন - 'আমাদের বাঁচার দাবি' বলে।
- বাঙালির মুক্তির সনদ/ 'ম্যাগনাকার্টা' – ৬ দফা।
- ছয় দফা দিবস পালিত হয় – ৭ জুন।
- ছয় দফা অন্দোলনে প্রথম শহিদ হন - শ্রমিক নেতা মনু মিয়া।
- লাহোরে অনুষ্ঠিত 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলনে' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা পেশ করেন – ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি।
- ঐতিহাসিক ছয় দফায় প্রতিফলিত হয় – জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (১৯৬৮)

- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় – ৩ জানুয়ারি ১৯৬৮।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি ছিলেন – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিল – বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জন।
- অভিযোগ আনা হয় - পাকিস্তান দণ্ডবিধি-১২১-ক ও ১৩১ ধারায়।
- মামলার শুনানি শুরু হয় – ১৯ জুন ১৯৬৮, কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে।
- সাক্ষীর সংখ্যা ছিল – সরকারের পক্ষে ১১ জন, রাজসাক্ষীসহ ২২৭ জন।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতের নেতৃত্ব দেন - পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস এ রহমান। অপর দুজন বিচারপতি হলেন মজিবুর রহমান খান ও মকসুদুল হাকিম (বাঙালি)।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী ছিলেন – ব্রিটেনের এমপি স্যার টমাস উইলিয়াম।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার (১৭নং ও অন্যতম) আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয় – ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় – ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান জহুরুল হক হলের পূর্বনাম ছিল – ইকবাল হল।

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

- গণঅভ্যুত্থান দিবস – ২৪ জানুয়ারি।
- ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র আসাদ।
- বর্তমান আসাদ গেটের পূর্ব নাম – আইয়ুব গেট।
- ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন – ঢাকার বকশিবাজারের নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমান।
- ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেন - জুলফিকার আলী ভুট্টো।
- ❖ সর্বদলীয় 'ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' গঠন – ৪ জানুয়ারি ১৯৬৯।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয় - ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (স্বাধীনতাপূর্ব প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী)।
- ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান হয় – ৬ দফা, ৮ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে।
- শেখ মুজিবসহ জেলে আটক রাজবন্দিরা মুক্তি লাভ করেন - ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন – ২৫ মার্চ ১৯৬৯।
- আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন – ২৫ মার্চ ১৯৬৯।
- পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি হয় – ২৫ মার্চ ১৯৬৯ (আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক)।
- পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামকরণ করা হয়- ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯।

'৭০-এর সাধারণ নির্বাচন

- ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - সতেরো দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে (৬ দফা + ১১ দফা)।
- ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় – ৭ ডিসেম্বর।
- পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট আসন ছিল – ৩১৩টি (এর মধ্যে সংরক্ষিত ছিল ১৩টি)।
- পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের আসন ছিল – ১৬৯টি (এর মধ্যে সংরক্ষিত ৭টি)।
- পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের আসন ছিল - ১৪৪টি (এর মধ্যে ৬টি সংরক্ষিত)।
- জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লাভ করে - ১৬৭টি আসন।
- পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় – ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০।
- পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে আসন সংখ্যা ছিল – ৩১০টি (সংরক্ষিত আসন ১০টি)।
- পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লাভ করে - ২৯৮টি আসন (সংরক্ষিত ১০টি আসনসহ)
- যে দুটি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করতে পারেনি – পার্বত্য রাঙ্গামাটির চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় জয় এবং ময়মনসিংহের নুরুল ইসলাম।

CamScanner

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. কোন সালে ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়? [NU-Science : 14-15]
Ⓐ ১৯৫৪ সালে Ⓑ ১৯৬৫ সালে Ⓒ ১৯৬৬ সালে Ⓓ ১৯৭০ সালে Ans Ⓒ

02. কোন সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পায়? [NU-Science : 14-15]
Ⓐ ১৯৫২ সালে Ⓑ ১৯৯৬ সালে Ⓒ ১৯৯৭ সালে Ⓓ ১৯৯৯ সালে Ans Ⓓ

03. "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" আসামিদের মধ্যে প্রথম কাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়? [NU-Science : 09-10]
Ⓐ আমজাদ খাঁ Ⓑ সার্জেন্ট জহুরুল হক
Ⓒ মকবুল ভূইয়া Ⓓ কৃষ্ণ দুগার Ans Ⓑ

04. শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন কোন সালে? [NU-Science : 11-12]
Ⓐ ১৯৪৮ Ⓑ ১৯৬২ Ⓒ ১৯৭২ Ⓓ ১৯৬৯ Ans Ⓓ

05. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন– [NU-Science : 09-10]
Ⓐ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী Ⓑ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
Ⓒ শেখ মুজিবুর রহমান Ⓓ মাওলানা ভাসানী Ans Ⓓ

06. শেখ মুজিব তাঁর ছয়-দফা দাবি উত্থাপন করেন– [NU-Science : 09-10]
Ⓐ কলিকাতায় Ⓑ লাহোরে Ⓒ ঢাকায় Ⓓ চট্টগ্রামে Ans Ⓑ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ বঙ্গবন্ধু কোন্ কারাগারে ছিলেন? [BSFMSTU-C : 19-20]
Ⓐ ঢাকা Ⓑ রাজশাহী
Ⓒ ফরিদপুর Ⓓ নারায়ণগঞ্জ Ans Ⓒ

02. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কত সালে? [BSFMSTU-C : 19-20]
Ⓐ ১৯৬৯ Ⓑ ১৯৬৬ Ⓒ ১৯৬১ Ⓓ ১৯৬৮ Ans Ⓓ

03. বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করা হয়– [BSFMSTU-C : 19-20]
Ⓐ ঢাকা বিমানবন্দর Ⓑ ধানমন্ডিতে
Ⓒ রেসকোর্স ময়দানে Ⓓ পল্টনে Ans Ⓒ

04. কোনটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী– [BSFMSTU-C : 19-20]
Ⓐ আমার জীবনী Ⓑ আমার জীবনস্মৃতি
Ⓒ আমার একাত্তর Ⓓ অসমাপ্ত আত্মজীবনী Ans Ⓓ

05. আগরতলা মামলায় (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) কতজনকে আসামি করা হয়? [BSMRSTU-G : 19-20]
Ⓐ ৩৫ Ⓑ ৩৬ Ⓒ ৩৭ Ⓓ ৩২ Ans Ⓐ

06. যুক্তফ্রন্টের '২১ দফার' এক নম্বর দফা কী ছিল? [BSMRSTU-E : 19-20]
Ⓐ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন Ⓑ শহিদ মিনার নির্মাণ
Ⓒ অবাধ নির্বাচন Ⓓ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা Ans Ⓓ

07. বাংলা ভাষাকে দেশের দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছে কোন দেশ? [BSMRSTU-E : 19-20]
Ⓐ ভারত Ⓑ সিয়েরা লিওন
Ⓒ অস্ট্রেলিয়া Ⓓ ব্রিটেন Ans Ⓑ

08. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম তারিখ কোনটি? [JUST-E : 19-20]
Ⓐ ১৭ মার্চ Ⓑ ১৭ এপ্রিল Ⓒ ১৭ মে Ⓓ ১৭ জুন Ans Ⓐ

09. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ শে ফেব্রুয়ারি-এর রচয়িতা কে? [JUST-E : 19-20]
Ⓐ শামসুর রাহমান Ⓑ কাজী নজরুল ইসলাম
Ⓒ আলতাফ মাহমুদ Ⓓ আব্দুল গাফফার চৌধুরী Ans Ⓓ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. কোন সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পাকিস্তানের সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে?
Ⓐ ১৯৪৭ Ⓑ ১৯৫২
Ⓒ ১৯৫৬ Ⓓ ১৯৬৬ Ans Ⓒ

02. ভাষা আন্দোলনের নেতা ছিলেন..
Ⓐ হাবিবুর রহমান শেলী Ⓑ নুরুল আমিন
Ⓒ খাজা নাজিম উদ্দিন Ⓓ মোহাম্মদ আকরম খাঁ Ans Ⓐ

03. শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়–
Ⓐ ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ Ⓑ ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
Ⓒ ২৬শে মার্চ ১৯৬৯ Ⓓ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ Ans Ⓑ

04. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি..।' গানের প্রথম সুরকার কে?
Ⓐ আলতাফ মাহমুদ Ⓑ আবদুল লতিফ
Ⓒ আবদুল গাফফার চৌধুরী Ⓓ খান আতাউর রহমান Ans Ⓑ

05. বঙ্গবন্ধুর লেখা দ্বিতীয় বইয়ের নাম কী?
Ⓐ আমার কিছু কথা Ⓑ রক্তাক্ত বাংলা
Ⓒ কারাগারের রোজনামচা Ⓓ অসমাপ্ত আত্মজীবনী Ans Ⓒ

06. বাংলাদেশে প্রথম সামরিক আইন জারি হয় কত সালে?
Ⓐ ১৯৭২ Ⓑ ১৯৭৫
Ⓒ ১৯৭৪ Ⓓ ১৯৭৩ Ans Ⓑ

07. পাকিস্তানের গণপরিষদের কার্যবিবরণীতে বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেছিলেন কে?
Ⓐ আবুল হাশিম Ⓑ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
Ⓒ শেখ মুজিবুর রহমান Ⓓ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত Ans Ⓓ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

স্বাধীনতার ঘোষণা

- চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয় - ২৬ মার্চ ১৯৭১, (এম.এ হান্নান কর্তৃক)।
- আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন - মেজর জিয়াউর রহমান।
- ২৬ মার্চকে 'জাতীয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবস' ঘোষণা করা হয় - ১৯৮০ সালে।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র

- 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারকেন্দ্র' স্থাপন করা হয় - ২৬ মার্চ ১৯৭১।
- 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' বন্ধ হয়ে যায় - ৩০ মার্চ ১৯৭১।
- পরবর্তীতে ২৫ মে ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্প্রচার শুরু হয় - কলকাতার বালিগঞ্জ থেকে।
- কলকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন - শামসুল হুদা চৌধুরী।
- স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের প্রচারিত প্রধান দুটি অনুষ্ঠান ছিল - 'চরমপত্র' এবং 'জল্লাদের দরবার'। এই দুটির পাঠক ছিলেন এম আর আখতার মুকুল।
- 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি ছিলেন - কামাল লোহানী

মুজিবনগর সরকার

- মুজিবনগরে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল - ১০ এপ্রিল ১৯৭১, বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সরকার গঠনের মাধ্যমে। এই দিন বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়।
- মুজিবনগর সরকার শপথ নেয় - ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।

CamScanner

- বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাজধানী এবং এর পুরাতন নাম ছিল - মেহেরপুরের মুজিবনগর। এর পুরাতন নাম ছিল ভবেরপাড়া বৈদ্যনাথতলা। বৈদ্যনাথতলার নাম মুজিবনগর রাখেন তাজউদ্দীন আহমদ।
- মুজিবনগর পূর্বে ছিল - কুষ্টিয়ার অধীনে।
- অস্থায়ী সরকারের সদস্য সংখ্যা ছিল - ৬ জন।
- মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান - অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন - জনাব আব্দুল মান্নান, এমএনএ।
- মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন - শেখ মুজিবুর রহমান।
- মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনারে নেতৃত্ব দেন - ঝিনাইদহের তৎকালীন সাব ডিভিশন পুলিশ অফিসার মাহবুব উদ্দিন বীর বিক্রম।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ী সরকারের সচিবালয় ছিল - ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা।
- মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ছিল - ১২টি।
- মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি - মওলানা ভাসানী।
- মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয় - ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
- মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল - ৮জন।
- জেনারেল ওসমানী সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন - ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

- বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রধান পরিকল্পনাকারী ছিলেন - মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী।
- বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় - ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে।
- বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয় - রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে।

পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও চূড়ান্ত বিজয়

- পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিলে যৌথবাহিনী ও পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- যৌথবাহিনীর পক্ষে জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানের পক্ষে আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী (এ.কে নিয়াজী)।
- পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের সময়- বিকাল ৪টা ৩১ মিনিট (রেসকোর্স ময়দানে)।
- আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন - এয়ার কমোডর আব্দুল করিম (এ.কে) খন্দকার।
- পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিল তৈরি করেন - লে. জেনারেল রাফায়েল জ্যাকব (পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ)।
- যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে - ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য।
- নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে 'জাতীয় শোক দিবস' পালিত হয় - ১৬ জানুয়ারি ১৯৭২।
- 'অপারেশন ক্লোজডোর' - ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর সকল প্রকার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য পরিচালিত বিশেষ অভিযান।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান

- মুক্তিযুদ্ধের সময় যে দুটি দেশ বিরোধিতা করেছিল – চীন ও যুক্তরাষ্ট্র।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় যে দুটি দেশ বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল – ভারত ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র যে নৌবহর প্রেরণ করেছিল – সপ্তম নৌবহর।
- সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল – ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগর থেকে।

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের খেতাব

- সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের নামে সাতটি পুকুর খনন করা হয়েছে - সুন্দরবনে।
- সাহিত্যিক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' খেতাব লাভ করেন - আব্দুস সাত্তার।
- মুক্তিযুদ্ধে প্রথম বীরউত্তম খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি - লে. কর্নেল আবদুর রব (চিফ অব স্টাফ)।
- মুক্তিযুদ্ধে প্রথম বীরবিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি - মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা।
- মুক্তিযুদ্ধে প্রথম বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি - মোহাম্মদ আবদুল মতিন।
- বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার নাম - শহীদুল ইসলাম ... মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত হন।
- মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি নাগরিক - ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড।
- মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী থেকে একমাত্র খেতাবপ্রাপ্ত (বীরবিক্রম) মুক্তিযোদ্ধা - ইউ কে চিং মারমা (৬নং সেক্টর)।
- বর্তমানে বীরউত্তম খেতাবপ্রাপ্ত মোট সদস্য - ৬৮ জন।
- বর্তমানে বীরঙ্গনা খেতাবপ্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা - ৪৪৮ জন।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থা

- স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বগ্রহণ করেন - ১২ জানুয়ারি ১৯৭২।
- বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান কার্যকর হয় - ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।
- সংসদে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিব দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন - ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫।
- খালেদ মোশাররফ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন - ৩ নভেম্বর ১৯৭৫।
- জাতীয় চার নেতাদের (তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান) জেলহাজতে হত্যা করা হয় - ৩ নভেম্বর ১৯৭৫।
- কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে - ৭ নভেম্বর ১৯৭৫।
- কর্নেল তাহেরের সামরিক অভ্যুত্থানের পর দেশের সামরিক শাসক হন - মেজর জিয়াউর রহমান।
- মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন - ৩ জুন ১৯৭৮।
- মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)' প্রতিষ্ঠিত হয় - ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।
- প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নিহত হন - ৩০ মে ১৯৮১।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকৃতি

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী	দেশ
প্রথম দেশ	ভুটান (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)
দ্বিতীয় দেশ	ভারত (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)
প্রথম আরব/প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের দেশ	ইরাক (৮ জুলাই ১৯৭২)
প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ	মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া
প্রথম আফ্রিকান দেশ/প্রথম মুসলিম/অ-আরব মুসলিম	সেনেগাল (১ ফেব্রু. ১৯৭২)
প্রথম ইউরোপের দেশ/ প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ	পূর্ব জার্মানি (১১ জানু. ১৯৭২)
প্রথম উত্তর আমেরিকান দেশ	বার্বাডোস
প্রথম ওশেনিয়া মহাদেশের দেশ	টোঙ্গা
পঞ্চশক্তির দেশগুলোর মধ্যে স্বীকৃতি দানকারী	সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (২৪ জানুয়ারি ১৯৭২)
উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী	কুয়েত
যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয়	৪ এপ্রিল ১৯৭২ সালে
যুক্তরাজ্য স্বীকৃতি দেয়	৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে
পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়	২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালে

১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান এবং গণতন্ত্রের মুক্তি

- এরশাদ সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়- ১০ নভেম্বর ১৯৮৭।
- 'গণতন্ত্র মুক্তিপাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' স্লোগান লিখে পুলিশের গুলিতে নিহত হন- নূর হোসেন।
- এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ড. শামসুল আলম মিলন নিহত হন- ২৭ নভেম্বর ১৯৯০।
- স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতন ঘটে- ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০।

CamScanner

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. 'জুলিও কুরি' পদক বাংলাদেশের কাকে দেয়া হয়? [NU-Science : 14-15]
Ⓐ তাজউদ্দীন আহমদ Ⓑ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
Ⓒ মাদার টেরেসা Ⓓ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Ans D

02. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার কখন গঠিত হয়েছিল? [NU-Science : 03-04]
Ⓐ ১৭ এপ্রিল,৭১ Ⓑ ২২ এপ্রিল,৭১
Ⓒ ১৭ এপ্রিল,৭২ Ⓓ ১৭ এপ্রিল,৭২ Ans A

03. বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বল্প সময়ের প্রেসিডেন্ট কে? [NU-Science : 09-10]
Ⓐ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী Ⓑ মোহাম্মদ উল্লাহ
Ⓒ বিচারপতি আব্দুস সাত্তার Ⓓ উপরের কোনটিই নয় Ans A

04. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল? [NU-Science : 09-10; NU-Science : 10-11]
Ⓐ দশ Ⓑ এগারো Ⓒ বারো Ⓓ তের Ans B

05. কোন আরবদেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল– [NU-Science : 10-11]
Ⓐ সৌদি আরব Ⓑ সিরিয়া Ⓒ জর্ডান Ⓓ ইরাক Ans D

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে কোন জাতীয়তাবাদ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল? [GST-B : 21-22]
Ⓐ বাংলাদেশী Ⓑ বাঙালি
Ⓒ ধর্মীয় Ⓓ সাংস্কৃতিক Ans B

02. চরমপত্র কী? [GST-B ; 21-22]
Ⓐ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান
Ⓑ বিবিসি থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান
Ⓒ বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান
Ⓓ রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান Ans A

03. মুজিবনগর সরকারের শপথবাক্য পাঠ করান– [BSFMSTU-C : 19-20]
Ⓐ এম মনসুর আলী Ⓑ তাজউদ্দীন আহমদ
Ⓒ অধ্যাপক ইউসুফ আলী Ⓓ শেখ মুজিবুর রহমান Ans C

04. 'অপারেশন সার্চলাইটের' পরিকল্পনাকারী ছিল-[BSMRSTU- E : 19-20]
Ⓐ ইয়াহিয়া খান Ⓑ জেনারেল নিয়াজী
Ⓒ রাওফরমান আলী Ⓓ ইস্কান্দার মির্জা Ans C

05. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো কোন তারিখে *বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য* হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে? [BSMRSTU-D : 19-20]
Ⓐ ৩০ জুলাই Ⓑ ৩০ আগস্ট
Ⓒ ৩০ সেপ্টেম্বর Ⓓ ৩০ অক্টোবর Ans D

06. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কী? [JUST-E : 19-20]
Ⓐ সৈয়দ নজরুল ইসলাম Ⓑ তাজউদ্দীন আহমদ
Ⓒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Ⓓ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী Ans C

07. স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কতটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? [JUST-E : 19-20]
Ⓐ ৯টি Ⓑ ১০টি Ⓒ ১১টি Ⓓ ১২টি Ans C

08. September on Jessore Road কবিতাটির রচয়িতা এ্যালেন গিন্সবার্গ কোন্ দেশের নাগরিক [JUST-D : 19-20]
Ⓐ কানাডা Ⓑ ফ্রান্স
Ⓒ যুক্তরাষ্ট্র Ⓓ যুক্তরাজ্য Ans C

09. বাংলা কত সনে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে? [JUST-D : 19-20]
Ⓐ ১৩৭০ Ⓑ ১৩৭৮ Ⓒ ১৪৭৮ Ⓓ ১৩৭৯ Ans B

10. কোন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে? [NSTU-D : 19-20]
Ⓐ আলজাজিরা Ⓑ বি.বি.সি
Ⓒ সি.এন.এন Ⓓ ইউ.টি.আর Ans B

11. স্বাধীনতাযুদ্ধে অবদানের জন্য কতজন নারীকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়? [NSTU-D : 19-20]
Ⓐ ৫ জন Ⓑ ৭ জন
Ⓒ ৪ জন Ⓓ ২ জন Ans D

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?
Ⓐ কামরুল হাসান Ⓑ তানবীর কবির
Ⓒ শামীম শিকদার Ⓓ নিতুন কুণ্ডু Ans B

02. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যার উপর নির্মিত স্টপ জেনোসাইড প্রামাণ্যচিত্রের পরিচালক কে?
Ⓐ আলমগীর কবির Ⓑ জহির রায়হান
Ⓒ মোরশেদুল ইসলাম Ⓓ চাষী নজরুল ইসলাম Ans B

03. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন–
Ⓐ ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট Ⓑ হেনরি কিসিঞ্জার
Ⓒ রিচার্ড নিক্সন Ⓓ জর্জ ডব্লিউ বুশ Ans C

04. 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর উদ্যোক্তা কে?
Ⓐ জর্জ হ্যারিসন ও জর্জ উইলিয়ামসন
Ⓑ জর্জ হ্যারিসন ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর
Ⓒ গুন্টার গ্রাস ও জর্জ হ্যারিসন
Ⓓ পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জর্জ উইলিয়ামসন. Ans B

05. কে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান?
Ⓐ আবু সাঈদ চৌধুরী Ⓑ অধ্যাপক ইউসুফ আলী
Ⓒ মনোরঞ্জন ধর Ⓓ কোনোটিই নয় Ans B

06. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মর্যাদা অনুসারে বীরত্বসূচক খেতাবের ক্ষেত্রে তৃতীয় খেতাব–
Ⓐ বীরপ্রতীক Ⓑ বীরবিক্রম
Ⓒ বীরশ্রেষ্ঠ Ⓓ বীরউত্তম Ans B

07. কোন বিখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'রাজনীতির কবি' আখ্যা দিয়েছিল?
Ⓐ টাইম Ⓑ ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি
Ⓒ দি ইকোনমিস্ট Ⓓ নিউজউইক Ans D

08. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের শিরোনাম কী ছিল?
Ⓐ The Proclamation of Bangladesh
Ⓑ The Proclamation of Independence
Ⓒ The Declaration of Independence
Ⓓ The Independence of Bangladesh Ans B

09. বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী কখন স্বাধীন বাংলাদেশ ত্যাগ করে?
Ⓐ ১২ই মার্চ ১৯৭২ Ⓑ ১৭ই এপ্রিল ১৯৭২
Ⓒ ৭ই নভেম্বর ১৯৭২ Ⓓ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ Ans A

10. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কতজনকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
Ⓐ ২৫৭ Ⓑ ১৬৩
Ⓒ ৪৪ Ⓓ ৬৮ Ans D

CS CamScanner

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

জাতীয় বিষয়	তথ্য
জাতীয় প্রতীক	উভয় পার্শ্বে ধানের শীষ বেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা, তার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পর যুক্ত পাতা, তার উভয় পার্শ্বে দুটি করে তারকা।
জাতীয় মনোগ্রাম	লাল রঙের বৃত্তের মধ্যে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। বৃত্তের দুপাশে দুটিকরে মোট ৪টি তারকা। জাতীয় মনোগ্রামের ডিজাইনার এ.এন. সাহা।
জাতীয় বৃক্ষ	আম
জাতীয় ফুল	শাপলা
জাতীয় ফল	কাঁঠাল
জাতীয় পাখি	দোয়েল
জাতীয় মাছ	ইলিশ
জাতীয় পশু	রয়েল বেঙ্গল টাইগার
জাতীয় বন	সুন্দরবন
জাতীয় উদ্যান	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
জাতীয় শিশু পার্ক	ঢাকা শিশু পার্ক
জাতীয় জাদুঘর	জাতীয় জাদুঘর (শাহবাগ)
জাতীয় মসজিদ	বায়তুল মোকাররম মসজিদ
জাতীয় মন্দির	ঢাকেশ্বরী মন্দির
জাতীয় বিমানবন্দর	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
জাতীয় খেলা	হা-ডু-ডু/ কাবাডি
জাতীয় কবি	কাজী নজরুল ইসলাম
জাতীয় ধর্ম	ইসলাম
জাতীয় দিবস	২৬ মার্চ (স্বাধীনতা দিবস)
জাতীয় গ্রন্থাগার	আগারগাঁও
জাতীয় উৎসব	বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসব (পহেলা বৈশাখ)
জাতীয় স্টেডিয়াম	বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সম্মিলিত প্রয়াস

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত

- **জাতীয় সংগীত সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়–** বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১৩১২ বাংলা ও ইংরেজি ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়)।
- **'আমার সোনার বাংলা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের–** স্বরবিতান-৪৬ এর গীতিবিতান কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।
- **বাংলাদেশ জাতীয় সংগীতের সুরকার ও গীতিকার–** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- **আমার সোনার বাংলা রচিত হয়–** বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গকে একত্র করার উদ্দেশ্য। ১৯০৫ সালে এটি রচিত হয়।
- **জাতীয় সংগীতের কথা সংবিধানে বর্ণিত আছে–** ৪(১) অনুচ্ছেদে।
- **'আমার সোনার বাংলা' কবিতার চরণ–** ২৫টি (জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে ১০ লাইন)।
- **'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়–** ৩ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহারে পল্টন ময়দানে।
- **আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়–** ৭ মার্চ ১৯৭১।

বাংলাদেশের রণসংগীত

- **বাংলাদেশের রণসংগীত "চল্ চল্ চল্"–** কাজী নজরুল ইসলামের 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- **বাংলাদেশ রণসংগীতের গীতিকার ও সুরকার–** জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
- **বাংলাদেশ রণসংগীতটি প্রথম প্রকাশিত হয়–** শিখা পত্রিকায় (ইংরেজি ১৯২৮ সালে, বাংলা ১৩৩৫)।
- **যেকোনো অনুষ্ঠানে রণসংগীতের–** ২১ লাইন বাজানো হয়।
- **প্রথম প্রকাশের সময় বাংলাদেশ রণসংগীতের নাম ছিল–** নতুনের গান।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

- **বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস–** ২ মার্চ।
- **বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অনুপাত–** ১০ : ৬ / ৫ : ৩ (৪ ভাগ গাঢ় সবুজ ও এর মাঝে ১ ভাগ লাল বৃত্ত)।
- **জাতীয় পতাকার কথা বর্ণিত রয়েছে–** সংবিধানের ৪নং অনুচ্ছেদে।
- **বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার মিল রয়েছে–** জাপান ও পালাউ-এর জাতীয় পতাকার।
- **বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়–** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক ছাত্রসভায়, ২ মার্চ ১৯৭১। আ স ম আব্দুর রব কর্তৃক।
- **বাংলাদেশের পতাকা জাতীয় সংগীত গাওয়ার সাথে সাথে প্রথম উত্তোলন করা হয়–** ৩ মার্চ ১৯৭১। পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে শাহজাহান সিরাজ কর্তৃক।
- **বাংলাদেশের বাইরে সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে–** ১৮ এপ্রিল ১৯৭১; কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনের প্রধান জনাব এম. হোসেন আলী।
- **মানচিত্রখচিত বাংলাদেশের প্রথম পতাকার ডিজাইনার–** শিব নারায়ণ দাস।
- **জাতীয় পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দেয়া সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারি হয়–** ৪ জানুয়ারি ১৯৭২।
- **বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় পতাকা গৃহীত হয়–** ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২।

জাতীয় কবি

- **বাংলাদেশের জাতীয় কবি–** কাজী নজরুল ইসলাম।
- **কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম গ্রহণ করেন–** পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে ২৪ মে ১৮৯৯ (বাংলা ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)।
- **কাজী নজরুল ইসলামের ডাকনাম ছিল–** দুখু মিয়া এবং ছদ্মনাম ছিল ধূমকেতু।
- **সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন–** ১৯১৭ সালে।
- **সৈনিক জীবন ত্যাগ করেন–** ১৯২০ সালে।
- **কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়–** ২২ আগস্ট ১৯২২।
- **কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম ঢাকায় আসেন–** ১৯২৬ সালের জুন মাসে।
- **নজরুল ইসলামকে স্থায়ীভাবে ঢাকায় আনা হয়–** ২৪ মে ১৯৭২।
- **নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়–** ১৯৭৪ সালে।
- **নজরুল ইসলামকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিনী উপাধি দেওয়া হয়–** ১৯৪৫ সালে।
- **নজরুল ইসলামকে ভারত সরকার পদ্মভূষণ পদক প্রদান করে–** ১৯৬০ সালে।
- **নজরুল ইসলামকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট উপাধি প্রদান করে–** ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪।
- **কবি একুশে পদক লাভ করেন–** ১৯৭৬ সালে।
- **নজরুল ইসলামকে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে–** ১৯৬৯ সালে।
- **কাজী নজরুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করেন–** ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ (বাংলা ১২ ভাদ্র ১৩৮৩), ঢাকায়।
- **কাজী নজরুল ইসলামকে সমাহিত করা হয়–** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে।

CS CamScanner

বাংলাদেশের জাতীয় দিবসসমূহ

তারিখ	দিবস	তারিখ	দিবস
১ জানুয়ারি	জাতীয় গ্রন্থ দিবস	১ জুলাই	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস
১ জানুয়ারি	জাতীয় সমাজকল্যাণ দিবস	৩ জুলাই	জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস
২ জানুয়ারি	জাতীয় সমাজসেবা দিবস	১১ আগস্ট	ডেঙ্গু প্রতিরোধ দিবস
১০ জানুয়ারি	বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস	১৫ আগস্ট	ইসলামি শিক্ষা দিবস
১৯ জানুয়ারি	জাতীয় শিক্ষক দিবস	১ সেপ্টেম্বর	বিএনপি'র প্রতিষ্ঠা দিবস
২০ জানুয়ারি	শহিদ আসাদ দিবস	৬ সেপ্টেম্বর	ডায়াবেটিস সেবা দিবস
২৪ জানুয়ারি	গণঅভ্যুত্থান দিবস	১৭ সেপ্টেম্বর	ঐতিহাসিক শিক্ষা দিবস
২৮ জানুয়ারি	সলঙ্গা দিবস	২৪ সেপ্টেম্বর	মীনা দিবস
১ ফেব্রুয়ারি	জাতীয় কবিতা দিবস	৩০ সেপ্টেম্বর	কন্যা শিশু দিবস
২ ফেব্রুয়ারি	জাতীয় জনসংখ্যা দিবস	২ অক্টোবর	পথ শিশু দিবস
১৪ ফেব্রুয়ারি	সুন্দরবন দিবস	০৬ অক্টোবর	জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	১৬ অক্টোবর	বঙ্গভঙ্গ দিবস
২৫ ফেব্রুয়ারি	পিলখানা হত্যা দিবস	২২ অক্টোবর	জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস
২৮ ফেব্রুয়ারি	ডায়াবেটিস দিবস	২ নভেম্বর	জাতীয় চক্ষু ও রক্তদান দিবস
১ মার্চ	জাতীয় বিমা দিবস	৩ নভেম্বর	জেল হত্যা দিবস
২ মার্চ	জাতীয় পতাকা ও জাতীয় ভোটার দিবস	১০ নভেম্বর	শহিদ নূর হোসেন দিবস
৪ মার্চ	টাকা দিবস	১২ নভেম্বর	দুর্যোগ দিবস
৬ মার্চ	জাতীয় পাট দিবস	১৫ নভেম্বর	জাতীয় কৃষি দিবস
১১ মার্চ	রাষ্ট্রভাষা দিবস	২১ নভেম্বর	সশস্ত্র বাহিনী দিবস
১৯ মার্চ	স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস	৩০ নভেম্বর	জাতীয় আয়কর দিবস
২৫ মার্চ	গণহত্যা দিবস	১ ডিসেম্বর	মুক্তিযোদ্ধা দিবস
২৬ মার্চ	স্বাধীনতা দিবস (জাতীয় দিবস)	৩ ডিসেম্বর	বাংলা একাডেমি দিবস
১৭ এপ্রিল	মুজিবনগর দিবস	৬ ডিসেম্বর	স্বৈরাচার পতন দিবস
৭ মে	ইঞ্জিনিয়ার্স ডে	৭ ডিসেম্বর	বেসামরিক বিমান চলাচল দিবস
১১ মে	কুরআন শরিফ দিবস	৮ ডিসেম্বর	জাতীয় টিকা দিবস
১৬ মে	ফারাক্কা লং মার্চ দিবস	৮ ডিসেম্বর	জাতীয় যুব দিবস
২৮ মে	নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস	৯ ডিসেম্বর	বেগম রোকেয়া দিবস
৩০ মে	জিয়াউর রহমানের শাহাদত দিবস	১৪ ডিসেম্বর	শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
১৬ জুন	সংবাদপত্রের কালো দিবস	১৬ ডিসেম্বর	বিজয় দিবস
২৩ জুন	পলাশি দিবস	১ অগ্রহায়ণ	জাতীয় কৃষি দিবস
২৩ জুন	আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা দিবস	১ বৈশাখ	বই উপহার দিবস
৭ জুন	ছয় দফা দিবস		

বি.দ্র.: বাংলাদেশের ২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়– ৩ অক্টোবর ১৯৮০।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. জাতীয় শিশু দিবস কোনটি? [NU-Science : 12-13]
Ⓐ ১৫ আগস্ট Ⓑ ২১ ফেব্রুয়ারি
Ⓒ ১৭ মার্চ Ⓓ ২৩ সেপ্টেম্বর Ans Ⓒ
Note : অক্টোবর ২০২৪ জাতীয় শিশু দিবসসহ ৮টি দিবস বাতিল করা হয়।

02. বাংলাদেশের কোন স্থানটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির সাথে জড়িত? [NU-Science : 11-12]
Ⓐ চুরুলিয়া Ⓑ দরিরামপুর Ⓒ শান্তিডাঙ্গা Ⓓ কালিগঞ্জ Ans Ⓑ

03. বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিস্থল কোথায় অবস্থিত? [NU-Science : 02-03]
Ⓐ চুরুলিয়া পারিবারিক গোরস্থানে Ⓑ আজিমপুর গোরস্থানে
Ⓒ সংসদ ভবন চত্বরে Ⓓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় Ans Ⓓ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. জাতীয় পতাকা দিবস– [BSFMSTU-C : 19-20]
Ⓐ ১৬ ডিসেম্বর Ⓑ ২ মার্চ Ⓒ ২৪ মার্চ Ⓓ ২৬ মার্চ Ans Ⓑ

02. বাংলাদেশের কৃষি দিবস পালিত হয় যে তারিখে- [BSMRSTU-G : 19-20]
Ⓐ ১লা আষাঢ় Ⓑ ১লা অগ্রহায়ণ Ⓒ ১লা বৈশাখ Ⓓ ১লা শ্রাবণ Ans Ⓑ

03. জেল হত্যা দিবস কোনটি? [JUST-E : 19-20]
Ⓐ ৩ নভেম্বর Ⓑ ৪ নভেম্বর
Ⓒ ১৪ নভেম্বর Ⓓ ১৪ ডিসেম্বর Ans Ⓐ

04. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক কে? [KU-B : 19-20]
Ⓐ কবীর চৌধুরী Ⓑ সৈয়দ আলী আহসান
Ⓒ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী Ⓓ সৈয়দ শামসুল হক Ans Ⓑ

05. কন্যা শিশু দিবস কবে? [BRUR-A : 19-20]
Ⓐ ৩০ সেপ্টেম্বর Ⓑ ৩০ আগস্ট Ⓒ ৩ মে ১৯ জুন Ans Ⓐ

06. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত রবীন্দ্র-সংগীতটির রচনা স্থান– [RUB : 19-20]
Ⓐ পাবনা Ⓑ জোড়াসাঁকো Ⓒ শান্তিনিকেতন Ⓓ শিলাইদহ Ans Ⓓ

07. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জরুরি সেবা নম্বর হলো– [RUB : 19-20]
Ⓐ ১০৯ Ⓑ ৩৩৩ Ⓒ ৫৬৬ Ⓓ ১১১ Ans Ⓐ

08. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস হলো– [RUB : 19-20]
Ⓐ ২৫ মার্চ Ⓑ ১৭ এপ্রিল
Ⓒ ১৫ আগস্ট Ⓓ ১৪ ডিসেম্বর Ans Ⓓ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকেটে কিসের ছবি ছিল?
Ⓐ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার Ⓑ দোয়েল পাখি
Ⓒ শাপলা ফুল Ⓓ ষাট গম্বুজ মসজিদ Ans Ⓐ

02. বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে নিচের যেগুলো রয়েছে–
Ⓐ ধান, পান, শাপলা Ⓑ ধান, পাট, শাপলা
Ⓒ ধান, পান, পাট Ⓓ পাট, পান, শাপলা Ans Ⓑ

03. নিচের কোনটি বাংলাদেশের 'জাতীয় জরুরি সেবা' প্রদান করে থাকে?
Ⓐ ৯১১ Ⓑ ২২২ Ⓒ ৯৯৯ Ⓓ ১১১ Ans Ⓒ

04. বাংলাদেশে "গণঅভ্যুত্থান দিবস" পালিত হয় কোন তারিখে?
Ⓐ ১৯ জানুয়ারি Ⓑ ১৭ মার্চ
Ⓒ ১৪ ফেব্রুয়ারি Ⓓ ২৪ জানুয়ারি Ans Ⓓ

05. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রূপকার কে?
Ⓐ জয়নুল আবেদিন Ⓑ কামরুল হাসান
Ⓒ হাশেম খান Ⓓ এস. এম. সুলতান Ans Ⓑ

06. বাংলাদেশের রণসংগীতের রচয়িতা কে?
Ⓐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Ⓑ কাজী নজরুল ইসলাম
Ⓒ জসীম উদ্‌দীন Ⓓ শামসুর রাহমান Ans Ⓑ

07. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদ কে করেন?
Ⓐ সৈয়দ আলী আহসান Ⓑ কবির চৌধুরী
Ⓒ শামসুর রাহমান Ⓓ সৈয়দ শামসুল হক Ans Ⓐ

08. বাংলাদশের জাতীয় পতাকার নকশা কে প্রণয়ন করেছেন?
Ⓐ কামরুল হাসান Ⓑ জয়নুল আবেদিন
Ⓒ শাহাবুদ্দীন আহমেদ Ⓓ এস. এম. সুলতান Ans Ⓐ

CamScanner

বাংলাদেশের জনসংখ্যা, শিক্ষা ও নৃ-গোষ্ঠী

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে - অষ্টম।
- জনসংখ্যায় এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান - পঞ্চম।
- জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান - চতুর্থ।
- জনসংখ্যায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় - তৃতীয়।
- জনসংখ্যায় সার্কভুক্ত দেশে বাংলাদেশের অবস্থান - তৃতীয়।
- উপমহাদেশের প্রথম আদমশুমারি হয় - ১৮৭২ সালে।
- বাংলাদেশে এযাবৎ আদমশুমারি হয় - ৬টি। যথা- ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ এবং ২০২২ সালে।
- বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা হয় - ২০২২ সালে (প্রতি দশ বছর পরপর জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়)।
- বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৭৪ সালে।
- বাংলায় প্রথম দশ বছরভিত্তিক আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় - ১৮৭২ সালে।
- মেটাসিটি - ২ কোটি বা ২০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা।
- মেগাসিটি - যেখানকার মোট জনসংখ্যা এক কোটি বা তার ওপরে।
- ঢাকা বর্তমান বিশ্বের - নবম মেগাসিটি।
- জনসংখ্যার আধিক্য রোধকল্পে বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয় - ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়সসীমা - ৭ থেকে ১৬ বছর।
- বাংলাদেশের নাগরিকদের ভোটার হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন বয়স - ১৮ বছর।
- ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বাড়ে - জ্যামিতিক হারে, যেমন- ১,২,৪,৮,১৬।
- জনসংখ্যাবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান National Institute of Population Research and Training (NIPORT)-এর অবস্থান - আজিমপুর, ঢাকা (১৯৭৭)।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে কম দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে - নারায়ণগঞ্জ জেলার লোক।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে - কুড়িগ্রাম জেলার লোক।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রধান উৎসব - বৈসাবি।
- পাঙন উপজাতিদের ধর্ম - ইসলাম।
- রাখাইনরা সবচেয়ে বেশি বাস করে - পটুয়াখালীতে।
- বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র - উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি; বিরিশিরি।
- বিরিশিরি- ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নেত্রকোণা জেলায়। এটি সোমেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা - ১১টি মতান্তরে ১৩টি।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে শিক্ষিত এবং বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী - চাকমা।
- মণিপুরিদের পূর্বপুরুষের নাম - মাইতে।
- মণিপুরি নৃত্য - সিলেট অঞ্চলের।
- বাংলাদেশে বাস করে না - মাউরি, মুর (মুসলিম উপজাতি), জুলু, নিগ্রো, দ্রাবিড়, নাগা, পিগমি, কুলু, কুর্দি, আফ্রিদি, টোডা, শেরপা প্রভৃতি উপজাতি।
- ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে নৃগোষ্ঠী নেতা বিদ্রোহ করেছিলেন - জোয়ান বক্স খাঁ।
- উপজাতিদের জীবনধারা নিয়ে সর্বাধিক বই লেখেন - আবদুস সাত্তার; আরণ্য জনপদে ও আরণ্য সংস্কৃতি।
- জুম চাষের বিকল্প পদ্ধতি - সল্ট।
- সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় - ১৮৫৫-৫৬ সালে (ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ভগনাডিহি গ্রামে সাঁওতাল বীর সিধু-কানুর নেতৃত্বে)।
- আরাং চ্যাং বা রাজ উৎসব - খুমিদের সবচেয়ে বড় উৎসব।
- শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা - মানবেন্দ্র লারমা।
- দেশের একমাত্র উপজাতি খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা - ইউ কে চিং মারমা। বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্কেল ৩টি - চাকমা, মং, বোমাং সার্কেল।
- শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানের - ১৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয় - ১৯৯০ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয় - ১ জানুয়ারি ১৯৯২।
- দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বয়সসীমা - ৬ - ১১+ বছর।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সারাদেশে চালু হয় - ১ জানুয়ারি ১৯৯৩।
- বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা - মাগুরা।
- বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম - কেষ্টপুর, ঠাকুরগাঁও।
- মাধ্যমিক শ্রেণির ফল প্রকাশের জন্য গ্রেডিং পদ্ধতির অবলম্বন করা হয় - ২০০১ সাল থেকে।
- বাংলাদেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৯২ সালে।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত হয় - ২ জানুয়ারি ২০০৩।
- দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দান করেন - নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।
- বাংলাদেশ নগর গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- সমুদ্র বিদ্যা ইনস্টিটিউট - চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তক - জার্মানির ফ্রোয়েবেল।
- বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি অবস্থিত - চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে (১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত)।
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি অবস্থিত - চট্টগ্রামের জলদিয়াতে (১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত)।
- বাংলাদেশের নেভাল একাডেমি অবস্থিত - পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত)।
- বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি অবস্থিত - সারদা, রাজশাহী (১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত)।
- বাংলাদেশ এয়ারফোর্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা হয় - ১৯৭৪ সালে।
- প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট পাশ হয় - ১৩ মার্চ ১৯২০।
- একসময় সংসদ কার্যক্রম চলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের - জগন্নাথ হলে।
- মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ অবস্থিত - নীলক্ষেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শোক দিবস পালিত হয় - ১৫ অক্টোবর।
- বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ - ১৩টি।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ ছিল - ১২টি (বর্তমানে ৮৩টি)।
- বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট - ১৩টি।
- বঙ্গবন্ধু ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের - আইন বিভাগের ছাত্র।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় - ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩।
- প্রথম ভিসি- পি জে হার্টগ।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন - বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি পদ সৃষ্টি করা হয় - ১৯৭৬ সালে।
- প্রথম নারী প্রো-ভিসি- অধ্যাপক নাসরিন আহমাদ।
- প্রথম মহিলা শিক্ষক- করুণাকণা গুপ্ত (ইতিহাস বিভাগ)।
- প্রথম ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি লাভকারী- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- প্রথম ডক্টর অব লজ ডিগ্রি লাভকারী- লর্ড ডানডাস।
- প্রথম সমাবর্তন- ১৯২৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।
- সর্বশেষ ৫৪তম সমাবর্তন- ২৬ অক্টোবর, ২০২৩।
- প্রথম মুসলিম ছাত্রী- ফজিলাতুন্নেসা জোহা।
- প্রথম চ্যান্সেলর- লর্ড ডানডাস।
- প্রথম প্রো-ভিসি- প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবির।
- ডাকসু প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২৩ সালে।
- প্রথম মহিলা ডিন- বেগম আজিজুন্নেসা।
- প্রথম ডাকসু নির্বাচন- ১৯২৪ সাল।
- প্রথম ছাত্রী- লীলা নাগ

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. সাঁওতাল সমাজের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বাস করে- [NU-Science : 02-03]
Ⓐ সিলেট জেলায় Ⓑ চট্টগ্রাম জেলায়
Ⓒ কক্সবাজার জেলায় Ⓓ রাজশাহী জেলায়
Ans Ⓓ

CamScanner

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. রাখাইন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোন নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে? [GST-B : 22-23]
Ⓐ ককেশয়েড Ⓑ মঙ্গোলয়েড
Ⓒ নিগ্রোয়েড Ⓓ দ্রাবিড়ীয় **Ans B**

02. প্রথম মহিলা জাতীয় অধ্যাপকের নাম- [BSMRSTU-G : 19-20]
Ⓐ ড. নীলিমা ইব্রাহীম Ⓑ ড. সুফিয়া কামাল
Ⓒ ড. শায়লা হাসান Ⓓ ড. খালেদা খানম **Ans B**

03. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কবে গঠিত হয়? [JUST-D : 19-20]
Ⓐ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ Ⓑ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৫
Ⓒ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ Ⓓ ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ **Ans A**

04. 'বিহু' বাংলাদেশের কোন নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব? [NSTU-D : 19-20]
Ⓐ গারো Ⓑ চাকমা
Ⓒ সাঁওতাল Ⓓ মারমা **Ans B**

05. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী প্রথম ছাত্রীর নাম কী? [HSTU-C : 19-20]
Ⓐ বেগম সুফিয়া কামাল Ⓑ জাহানারা ইমাম
Ⓒ লীলা নাগ Ⓓ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার **Ans C**

06. কোন বিভাগে সাক্ষরতার হার সর্বাধিক? [HSTU-C : 19-20]
Ⓐ ঢাকা বিভাগ Ⓑ রাজশাহী বিভাগ
Ⓒ বরিশাল বিভাগ Ⓓ খুলনা বিভাগ **Ans A**

07. বাংলাদেশের যে নৃগোষ্ঠী পাহাড়ে বাস করে না- [RUB : 19-20]
Ⓐ মারমা Ⓑ তঞ্চাঙ্গ্যা
Ⓒ মুরং Ⓓ সাঁওতাল **Ans D**

08. বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাবিস্তার কার্যক্রম শুরু হয় কত সালে? [BRUR-A : 19-20]
Ⓐ ১৯৭৬ Ⓑ ১৯৭৯
Ⓒ ১৯৯০ Ⓓ ১৯৯১ **Ans D**

09. 'ওয়ানগালা' কাদের উৎসব? [BRUR-A : 19-20]
Ⓐ কুকিদের Ⓑ গারোদের
Ⓒ চাকমাদের Ⓓ মারমাদের **Ans B**

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. কোন জেলায় 'ওরাঁও'দের জনসংখ্যা বেশি?
Ⓐ বান্দরবান Ⓑ চট্টগ্রাম
Ⓒ নওগাঁ Ⓓ সিলেট **Ans C**

02. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলর কে ছিলেন?
Ⓐ এম আর খান Ⓑ মুহাম্মদ আবদুল হাই
Ⓒ স্যার হাসান আবদুল করিম Ⓓ স্যার এ এফ রহমান **Ans D**

03. কোন বিখ্যাত বিজ্ঞানী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন?
Ⓐ মাকসুদ আলম Ⓑ জাফর ইকবাল
Ⓒ জামাল নজরুল ইসলাম Ⓓ আবদুস সালাম **Ans C**

04. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস কোনটি?
Ⓐ ২১ নভেম্বর Ⓑ ১৭ নভেম্বর
Ⓒ ১৮ নভেম্বর Ⓓ ১৭ ডিসেম্বর **Ans C**

05. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে?
Ⓐ অধ্যাপক আবুল ফজল Ⓑ ড. এ.আর. মল্লিক
Ⓒ ড. আবদুল করিম Ⓓ ড. আবদুল আজিজ খান **Ans B**

06. রাখাইন সম্প্রদায় প্রধানত কোন জেলায় বাস করে?
Ⓐ কক্সবাজার Ⓑ রাঙ্গামাটি
Ⓒ সিলেট Ⓓ ময়মনসিংহ **Ans A**

07. গারো উপজাতি কোন জেলায় বাস করে?
Ⓐ পার্বত্য চট্টগ্রাম Ⓑ সিলেট
Ⓒ ময়মনসিংহ Ⓓ রাজশাহী **Ans C**

08. বাংলাদেশে বাস করে না এরূপ উপজাতি কোনটি?
Ⓐ সাঁওতাল Ⓑ মাউরি
Ⓒ মুরং Ⓓ গারো **Ans B**

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সড়ক ও জনপথ (সওজ) -এর বর্তমান নাম - সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ।
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণে নিয়োজিত সরকারি সংস্থার নাম - বিআরটিসি (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন)। বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে।
- পানাম সেতু অবস্থিত - নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের পঙ্খী খালের ওপর (১৭ শতকে মোগল আমলে নির্মিত)।
- ঢাকা-কলকাতা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাস চলাচল শুরু হয় - ৯ জুলাই ১৯৯৯; (সৌহার্দ্য ও শ্যামলী পরিবহণ)।
- বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল যানবাহন চলাচল চুক্তি (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement (MVA) স্বাক্ষরিত হয়- ১৫ জুন ২০১৫।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু সড়ক - বান্দরবানে নির্মিত থানচি-আলীকদম সড়ক (সমুদ্র সমতল থেকে ২৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত)।

পদ্মা সেতু

- পদ্মা সেতু - দেশের সবচেয়ে বড় সেতু (দৈর্ঘ্য– ৬.১৫ কি.মি. প্রস্থ– ১৮.১০ মি.)।
- পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন করেছে - বাংলাদেশ সরকার।
- এ সেতু - দ্বিতল বিশিষ্ট (ওপরে সড়ক ও নিচে রেল)
- সেতুটি নির্মিত হয়েছে - শরীয়তপুরের জাজিরা ও মুন্সিগঞ্জের মাওয়া পয়েন্টে।
- পদ্মা সেতু নির্মাণের দায়িত্ব লাভ করে- চীনের মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি।
- পদ্মা সেতু নির্মাণে নদী শাসনের কাজ করেছে - চীনের সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন।
- পদ্মা সেতু আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় - ২৫ জুন ২০২২।

বঙ্গবন্ধু সেতু

- বাংলাদেশের ২য় দীর্ঘতম সড়ক সেতু - বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু।
- বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্বনাম - যমুনা বহুমুখী সেতু।
- বঙ্গবন্ধু সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় - ১০ এপ্রিল ১৯৯৪।
- বঙ্গবন্ধু সেতুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে - ৪.৮ কিলোমিটার ও ১৮.৫০ মিটার।

গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি সেতু

- হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (দেশের একমাত্র একক বৃহত্তম রেল সেতু) অবস্থিত - পাবনা জেলায় পদ্মা নদীর ওপর। ১৯১৫ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক নির্মিত (যুক্ত করেছে পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলাকে)।
- ফকির মজনু শাহ্ সেতু অবস্থিত - গাজীপুরের কাপাসিয়ার শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর।
- খান জাহান আলী সেতু অবস্থিত - খুলনার রূপসা নদীর ওপর; দৈর্ঘ্য ১.৩৬ কিলোমিটার।
- দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মিত হবে - পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর ওপর।
- লালন শাহ্ সেতুর অবস্থান - পদ্মা নদীর ওপর (পাবনা-কুষ্টিয়া)।
- কর্ণফুলি নদীর ওপর নির্মিত সেতুর নাম - শাহ আমানত সেতু।
- হার্ডিঞ্জ ব্রিজের দৈর্ঘ্য - ১.৮ কিলোমিটার বা ৫,৮৯৪ ফুট।

CamScanner

রেলপথ

- উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেলগাড়ি চালু করেন - লর্ড ডালহৌসি (১৮৫৩ সালে)।
- দেশে প্রথম রেললাইন স্থাপিত হয় - ১৮৬২ সালে (দর্শনা হতে কুষ্টিয়া পর্যন্ত)।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন - ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন (স্থপতি বব বুই)।
- রেলওয়ের সার্বিক সদর দপ্তর অবস্থিত - রমনা, ঢাকা।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে বিভক্ত - পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল।
- রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর - চট্টগ্রাম।
- রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের সদর দপ্তর - রাজশাহী।
- কমলাপুর রেল স্টেশনের স্থপতি- বব বুই।
- বাংলাদেশে রেলপথ নেই - বরিশাল বিভাগে।
- সর্বশেষ রেলপথ সংযোজিত- কক্সবাজার জেলায়।
- বাংলাদেশে রেলওয়ের সর্ববৃহৎ কারখানা- সৈয়দপুর, নীলফামারী (১৮৭০)।
- বাংলাদেশে রেলপথ রয়েছে - ৪৮টি জেলায় (নেই ১৬টি জেলায়)।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেলরুট - ঢাকা থেকে পঞ্চগড় (৬৩৯ কিলোমিটার)।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম রেলসেতু - ভৈরব ব্রিজ (১৯৩৭ সালে মেঘনা নদীর ওপর নির্মিত হয়)।
- বাংলাদেশে রেল পথ আছে - ৩ প্রকার: ব্রডগেজ, মিটার গেজ এবং ডুয়েল গেজ।
- বাংলাদেশে রেলওয়ে কারখানা আছে - ৬টি। সৈয়দপুরে ১টি, পাহাড়তলীতে ২টি, পার্বতীপুরে ২টি এবং ঢাকাতে ১টি।

মেট্রোরেল

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) : শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) কর্তৃক ঢাকা মহানগরীর ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে ২০৩০ সালের মধ্যে ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল নির্মাণের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তরা থেকে কমলাপুর স্টেশন পর্যন্ত নির্মাণাধীন মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য ২১.২৬ কিলোমিটার এবং স্টেশন সংখ্যা ১৭টি। প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা। উল্লেখ্য উত্তরা থেকে আগারগাঁও (১১.৭৩ কি.মি.) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ২৮ ডিসেম্বর ২০২২।

নৌপথ

- নদীপথে ঢাকার সাথে সরাসরি সংযুক্ত নয় - রাঙ্গামাটি জেলা।
- বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্য জাহাজ - বাংলার দূত।
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৬২ সালে।
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি অবস্থিত- জলদিয়া, চট্টগ্রাম।
- বাংলাদেশে নির্মিত বৃহত্তম জাহাজ - এনজিয়ান।
- দেশের প্রথম ইনল্যান্ড নৌ টার্মিনাল অবস্থিত - পানগাঁও, কেরানিগঞ্জ।

আকাশ পথ

- বাংলাদেশ বিমান সংস্থার নাম - বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (গঠিত হয় ৪ জানুয়ারি ১৯৭২)।
- স্বাধীন বাংলাদেশে 'বেসামরিক সামরিক বিমান চলাচল অধিদপ্তর' কার্যক্রম শুরু করে - ডিসেম্বর ১৯৭১ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন)।
- বাংলাদেশ বিমানের স্লোগান - Your home in the sky (আকাশে শান্তির নীড়)।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রতীক - উদীয়মান সূর্যের মাঝে উড়ন্ত বলাকা।
- বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর - ৩টি (যথা- হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা; শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট। এছাড়া অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে ৮টি জেলায়)।
- বাংলাদেশের প্রধান বিমানবন্দর- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (১৯৮০)।
- হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের স্থপতি- লারোস।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয় - ৪ মার্চ ১৯৭২ (ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা রুটে)।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রথম অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চালু হয় - ৫ মার্চ ১৯৭২ (ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে)।
- সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর করা হয় - ১৫ মে ১৯৯৯।
- চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে সরাসরি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয় - ২৭ অক্টোবর ১৯৯৯।
- বিমানের সম্মুখভাগে বিমান চালকদের বসার স্থানকে বলা হয় - ককপিট।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রথম মহিলা পাইলট - কানিজ ফাতেমা রোকসানা।
- বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ট্রেনিং সেন্টার অবস্থিত - যশোর।
- বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সদর দপ্তর অবস্থিত - বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রতীক 'বলাকা'-এর ডিজাইনার - কামরুল হাসান।
- বাংলাদেশ বিমানের বহরে সংযোজিত হয়েছে - ৬টি ড্রিমলাইনার। এর মধ্যে আকাশবীণা, হংসবলাকা, গাঙচিল ও রাজহংস বোয়িং ৭৮৭-৮ মডেলের এবং সোনারতরী ও অচিন পাখি বোয়িং ৭৮৭-৯ মডেলের।
- বাংলাদেশ বিমান বহরে যুক্ত হওয়া সর্বশেষ বিমান - ধ্রুবতারা, আকাশ তরী ও শ্বেত বলাকা (কানাডার তৈরি ড্যাশ ৮-৪০০ মডেলের)।

বাংলাদেশের বন্দরসমূহ

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ গঠিত হয় - ১৪ জুন ২০০১।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান দপ্তর অবস্থিত - ঢাকায়।
- বাংলাদেশে বর্তমানে স্থলবন্দরের সংখ্যা - ২৫টি।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর - বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর (২০০২)।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর - হিলি, দিনাজপুর।
- সর্বাধিক স্থলবন্দর- সিলেট জেলায় (৩টি)।
- মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের একমাত্র স্থলবন্দর- টেকনাফ।
- সর্বশেষ স্থলবন্দর (২৫তম) - মুজিবনগর স্থলবন্দর, মেহেরপুর।
- বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর - ৩টি।
- বাংলাদেশের ৩টি সমুদ্রবন্দর যথাক্রমে - প্রথম চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, দ্বিতীয় মোংলা সমুদ্রবন্দর (বাগেরহাট) এবং তৃতীয় পায়রা সমুদ্রবন্দর (পটুয়াখালী)।
- চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর অবস্থিত - কর্ণফুলি নদীর তীরে (২৫ এপ্রিল ১৮৮৭)।
- মোংলা সমুদ্রবন্দর অবস্থিত - পশুর নদীর তীরে (১ ডিসেম্বর ১৯৫০)।
- স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম সমুদ্র বন্দর - পায়রা সমুদ্রবন্দর।
- বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার - চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর।
- চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে - ৯২% কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।
- গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন করা হচ্ছে - কক্সবাজার জেলার মহেশখালীর মাতারবাড়িতে।
- বাংলাদেশের বর্তমান নদীবন্দরের সংখ্যা - ৫৪টি।
- বাংলাদেশের প্রধান ও বৃহত্তম নদীবন্দর - নারায়ণগঞ্জ (শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত)।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

- বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন (টিএন্ডটি) আত্মপ্রকাশ করে - ১৯৭১ সালে।
- বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন (টিএন্ডটি) বোর্ডের সদর দপ্তর অবস্থিত - ঢাকাতে।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কার্ডফোন ব্যবস্থা চালু হয় - ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২।
- 'ভি স্যাট' *Very Small Aperture Terminal (VSAT)* - বহির্বিশ্বের সাথে ডেটা আদান-প্রদানের মাধ্যম।
- বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হয় - ৪ জুন ১৯৯৬।
- বাংলাদেশের প্রথম সেল্যুলার ফোন - সিটিসেল (১৯৯৩ সালে এটি প্রথম চালু হয়)।
- বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেই - ইসরায়েলের সাথে (ইসরায়েলের সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই)।
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৬ এপ্রিল ২০০১।
- বাংলাদেশে ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তি চালু হয় - ২১ জুলাই ২০০৯।
- প্রথম ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয় - রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায়।
- টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি বোর্ড গঠিত হয় - ২০০১ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ চালু হয় - ১৯৮১ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন চালু হয় - ৪ জানুয়ারি ১৯৯০।

CamScanner

- বিশ্বে প্রথম সেল ফোন চালু হয় - নিউইয়র্কে ।
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত - ১৯৬৭ সালে (এটি গাজীপুরের টঙ্গিতে অবস্থিত)।
- বাংলাদেশের বর্তমান মোবাইল অপারেটর কোম্পানি - ৪টি। যথা- গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক, টেলিটক।
- একমাত্র সরকারি মোবাইল অপারেটর- টেলিটক।
- দেশের প্রথম একীভূত মোবাইল অপারেটর কোম্পানি - রবি ও এয়ারটেল।
- বাংলাদেশে থ্রি-জি প্রযুক্তি চালু হয় - ১৪ অক্টোবর ২০১২।
- বাংলাদেশে ফোর-জি প্রযুক্তি চালু হয় - ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।
- বাংলাদেশে ফাইভ-জি প্রযুক্তি চালু হয়- ১২ ডিসেম্বর, ২০২১।
- বাংলাদেশের প্রথম সার্চ ইঞ্জিন- পিপীলিকা ডটকম।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় সার্চ ইঞ্জিন- চরকি ডটকম।
- বাংলাদেশের প্রথম ব্রাউজার- তর্জনী।

বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন

- ১৯৩৯ সালে কার্যক্রম শুরু করার সময় বাংলাদেশ বেতারের নাম ছিল - অল ইন্ডিয়া রেডিও।
- বাংলাদেশ বেতার প্রথম উদ্বোধন করা হয়- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯।
- বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত প্রথম নাটক- বুদ্ধদেব বসুর কাঠঠোকরা ।
- বর্তমান বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর অবস্থিত - আগারগাঁও, ঢাকা।
- বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি কমিউনিটি রেডিও- কৃষি রেডিও।
- বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্র - ১২টি।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি FM রেডিও - রেডিও Today (২০০৬)।
- বাংলাদেশে প্রথম কমিউনিটি রেডিও চালু হয় - রেডিও পদ্মা (২৭ মে ২০১১)।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশ রেডিও-এর কার্যক্রম শুরু হয় - ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন চালু হয় - ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪ (প্রতিষ্ঠার সময় ডিআইটি/বর্তমান রাজউক ভবনে ছিল)।
- বাংলাদেশে রঙিন টেলিভিশন চালু হয় - ১ ডিসেম্বর ১৯৮০।
- বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল - এটিএন বাংলা।
- BTV World চালু হয় - ১১ এপ্রিল ২০০৪।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ভারতে সম্প্রচার শুরু করে- ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন বিবিসি-এর অনুষ্ঠান সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে - ১ এপ্রিল ১৯৯৩।
- বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল - ATN বাংলা (১৯৯৭ সালে)।
- বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র - ২টি। যথা- ঢাকা ও চট্টগ্রাম টেলিভিশন কেন্দ্র।
- বাংলাদেশে ডিশ অ্যান্টেনা চালু হয় - ১৯৯২।

বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা

- সর্বপ্রথম ডাকটিকিট চালু করে - ব্রিটেন (এই ডাকটিকিটের নাম ছিল পেনিব্ল্যাক। ১৮৪০ সালে স্যার রোনাল্ড হিল এটির উদ্ভাবন করেন)।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের স্লোগান - সেবাই আদর্শ।
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ডাকঘর স্থাপন করা হয় - চুয়াডাঙ্গায় (১৪ এপ্রিল ১৯৭১, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কর্তৃক)।
- বাংলাদেশ পোস্টাল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮৬ সালে, রাজশাহীতে।
- বাংলাদেশে পোস্টকোড চালু হয় - ১৯৮৬ সালে।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে বাংলাদেশের ডাকটিকিটের ডিজাইন করেন - বিমান মল্লিক।
- 'ফিলাটেলি' - ডাকটিকিট সংগ্রহ ও অধ্যয়ন সম্পর্কিত বিদ্যা।

ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

- ভূ-উপগ্রহ - আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের মাধ্যম।
- বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র রয়েছে - ৪টি।
- বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রগুলি অবস্থিত - রাঙামাটির বেতবুনিয়া (১৯৭৫), গাজীপুরের তালিবাবাদ (১৯৮২), ঢাকার মহাখালী (১৯৯৫) এবং সিলেটে (১৯৯৭)।
- প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র - বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১

- 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' বহনকারী রকেটের নাম - ফ্যালকন-৯।
- 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এর মেয়াদকাল - ১৫ বছর।
- 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' নিজস্ব কক্ষপথে পৌঁছে - ২১ মে ২০১৮।
- মহাকাশে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এর অবস্থান - ১১৯.১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।
- 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মূল অবকাঠামো তৈরি করে - ফ্রান্সের মহাকা... 'থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস'।
- বাংলাদেশ ১১৯.১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ কক্ষপথটি ক্রয় করে - রাশিয়ার ইন্টার স্পুটনিকের কাছ থেকে।
- 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এর ট্রান্সপন্ডার রয়েছে - ৪০টি (২৬টি কিউ-ব্যান্ড ও ১৪টি সি-ব্যান্ডের)।
- বাংলাদেশ ব্যবহার করবে - ২০টি ট্রান্সপন্ডার।
- বাংলাদেশের প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট- ব্র্যাক অন্বেষা।
- ন্যানো স্যাটেলাইট 'ব্র্যাক অন্বেষা' উৎক্ষেপণ করা হয়- কেনেডি স্পেস সেন্টার (৪ জুন ২০১৭)।
- ন্যানো স্যাটেলাইটটি তৈরি করেছেন- ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষার্থী।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মনোগ্রামে কি লেখা থাকে? [NU-Science : 01-02]
Ⓐ সেবাই কর্ম Ⓑ সেবাই ধর্ম Ⓒ সেবাই আদর্শ Ⓓ সেবাই লক্ষ্য
Ans C

02. বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রস্থল- [NU-Science : 08-09]
Ⓐ কাপ্তাই Ⓑ চন্দ্রঘোনা Ⓒ বান্দরবান Ⓓ রামু
Ans A

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী 'কুকি' কোন অঞ্চলে বসবাস করে? [GST-B : 23-24]
Ⓐ মৌলভীবাজার Ⓑ সিলেট Ⓒ কক্সবাজার Ⓓ পঞ্চগড়
Ans C

02. যে নদীর তলদেশ দিয়ে 'বঙ্গবন্ধু টানেল' নির্মাণ করা হচ্ছে- [RUB : 19-20]
Ⓐ পদ্মা Ⓑ কর্ণফুলি Ⓒ নাফ Ⓓ সাঙ্গু
Ans B

03. পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত? [GST-B : 21-22]
Ⓐ ৫.১০ কিমি Ⓑ ৬.১৫ কিমি Ⓒ ৭.০৯ কিমি Ⓓ ৮.১১ কিমি
Ans B

04. ময়ূরপঙ্খী ও মেঘদূত কী? [BSFMSTU-C : 19-20]
Ⓐ বিমান বাংলাদেশের উড়োজাহাজ Ⓑ মহাকাব্য Ⓒ ট্রেন Ⓓ পাখি
Ans A

05. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বহনকারী রকেটের নাম কী? [BSMRSTU-E : 19-20]
Ⓐ ফ্যালকন-৯ Ⓑ ফ্যালকন-৮ Ⓒ ফ্যালকন-৭ Ⓓ ফ্যালকন-৬
Ans A

06. নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর মোট স্প্যানের সংখ্যা কত? [JUST-D : 19-20]
Ⓐ ৪২টি Ⓑ ৪১টি Ⓒ ৪৩টি Ⓓ ৪০টি
Ans B

07. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কোন দেশের প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে? [JUST-E : 19-20]
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ যুক্তরাজ্য Ⓒ বাংলাদেশ Ⓓ ফ্রান্স
Ans D

08. বাংলাদেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দরের নাম ——। [NSTU-D : 19-20]
Ⓐ পায়রা Ⓑ কুতুবদিয়া Ⓒ কক্সবাজার Ⓓ সোনাদিয়া
Ans A

CamScanner

09. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণ করা হয় --- । [NSTU-D : 19-20]
Ⓐ ১২ মে ২০১৮ Ⓑ ১১ মে ২০১৮
Ⓒ ১৫ জুন ২০১৮ Ⓓ ১১ জুন ২০১৮ Ans Ⓑ

10. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নদী বন্দর কোনটি? [HSTU-D : 19-20]
Ⓐ ভৈরব Ⓑ গোয়ালন্দ
Ⓒ বরিশাল Ⓓ নারায়ণগঞ্জ Ans Ⓓ

11. স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মিত দেশের প্রথম সমুদ্র বন্দরের নাম কী? [HSTU-D : 19-20]
Ⓐ পতেঙ্গা সমুদ্র বন্দর Ⓑ মংলা সমুদ্র বন্দর
Ⓒ কুয়াকাটা সমুদ্র বন্দর Ⓓ পায়রা সমুদ্র বন্দর Ans Ⓓ

12. ঢাকা-কলকাতা সরাসরি যাতায়াতকারী ট্রেন হলো- এক্সপ্রেস। [RUB : 19-20]
Ⓐ বন্ধন Ⓑ সম্প্রীতি Ⓒ মৈত্রী Ⓓ দ্রুতি Ans Ⓒ

13. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স'-এর লোগো 'বলাকা'-এর ডিজাইনার কে? [KU-B : 19-20]
Ⓐ হাশেম খান Ⓑ নিতুন কুণ্ডু
Ⓒ কামরুল হাসান Ⓓ মুর্তজা বশীর Ans Ⓒ

14. 'বঙ্গবন্ধু-১' উপগ্রহটি কোন মহাকাশযানে উৎক্ষেপণ করা হয়? [KU-B : 19-20]
Ⓐ ফ্যালকন-৫ Ⓑ ফ্যালকন-৯
Ⓒ নভোতরী-৫ Ⓓ নভোতরী-১০ Ans Ⓑ

15. ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে যুক্ত হওয়া চতুর্থ বোয়িং ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজের নাম কী? [CoU-C : 19-20]
Ⓐ গাঙচিল Ⓑ রাজহংস
Ⓒ আকাশবীণা Ⓓ হংসবলাকা Ans Ⓑ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. বাংলাদেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর (মাতারবাড়ি) বন্দরটি কোথায় নির্মিত হচ্ছে?
Ⓐ কক্সবাজার Ⓑ পটুয়াখালী Ⓒ চট্টগ্রাম Ⓓ ভোলা Ans Ⓐ

02. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কোন দেশের সহায়তায় নির্মিত হয়েছে?
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ যুক্তরাজ্য Ⓒ ফ্রান্স Ⓓ চীন Ans Ⓒ

03. কোনটি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ওয়েব পোর্টাল?
Ⓐ www.bangladesh.gov.net Ⓑ www.bangladesh.gov.bd
Ⓒ www.bangladesh.com Ⓓ www.bikroy.com Ans Ⓑ

04. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-র গ্রাউন্ড স্টেশন কোথায় স্থাপন করা হয়েছে?
Ⓐ গাজীপুর ও বেতবুনিয়া Ⓑ ঢাকা ও গাজীপুর
Ⓒ চট্টগ্রাম ও খুলনা Ⓓ মানিকগঞ্জ ও কেরাণীগঞ্জ Ans Ⓐ

05. বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথম টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
Ⓐ ১৯৬৪ Ⓑ ১৯৬০ Ⓒ ১৯৭০ Ⓓ ১৯৭২ Ans Ⓐ

06. কক্সবাজার রেল স্টেশনের আকৃতি কোন ধরনের?
Ⓐ মুক্তার মতো Ⓑ ঝিনুকের মতো
Ⓒ কাঁকড়ার মতো Ⓓ ঈগলের মতো Ans Ⓑ

07. পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত কি.মি.?
Ⓐ ৬.১৫ Ⓑ ৪.১৫ Ⓒ ৫.১৫ Ⓓ ৭.১৫ Ans Ⓐ

08. কর্ণফুলী নদীর তলদেশে সদ্য স্থাপিত বঙ্গবন্ধু টানেলের মূল দৈর্ঘ্য (শুধু টানেল অংশ) কত কি. মি.?
Ⓐ ৯.৩৯ Ⓑ ৩.৩২ Ⓒ ৩.৫০ Ⓓ ২.১৩ Ans Ⓑ

09. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো স্থলবন্দর কোনটি?
Ⓐ হিলি Ⓑ সোনা মসজিদ Ⓒ আখাউড়া Ⓓ বেনাপোল Ans Ⓓ

10. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কয়টি পর্যায় ছিল?
Ⓐ ২টি Ⓑ ৩টি Ⓒ ৪টি Ⓓ ৫টি Ans Ⓐ

বাংলাদেশের নদ-নদী, বাঁধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

নদ-নদী

- বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী প্রণালি - সুরমা-মেঘনা নদী প্রণালি (দৈর্ঘ্য ৬৬৯ কিলোমিটার)।
- বাংলাদেশের নদ-নদীর মোট দৈর্ঘ্য - ২৪,১৪০ কিলোমিটার (প্রায়)।
- বাংলাদেশে নদ-নদীর সংখ্যা - ১০০৮টি (জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন)।
- 'প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র' বলা হয় - হালদা নদীকে।
- বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি ও সমাপ্ত নদী - হালদা।
- চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে - আত্রাই নদী।
- নদ-নদীর বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা - Potomology.

আন্তঃসীমান্ত নদী

- ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন নদী - যৌথ নদী কমিশনের তথ্য অনুসারে ৫৪টি।
- মিয়ানমার হতে বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদী - ৩টি (নাফ, মাতামুহুরী ও সাঙ্গু)।
- বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশকারী নদী - ১টি (কুলিখ নদী)।
- মিয়ানমার-বাংলাদেশকে বিভক্তকারী নদী - নাফ নদী (দৈর্ঘ্য ৫৬ কিমি)।
- বাংলাদেশ, ভারত, ও চীনের তিব্বতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী - ব্রহ্মপুত্র নদ।

পদ্মা নদী

- বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী - পদ্মা নদী (৩৪১ কি.মি)।
- পদ্মা নদীর ভারতীয় অংশের নাম - গঙ্গা নদী।
- গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে - হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে।
- গঙ্গা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে - পদ্মা নামে।
- পদ্মা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে - চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ দিয়ে।
- ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশ থেকে - ১৬.৫ কিলোমিটার/ ১১ মাইল দূরে অবস্থিত।
- পদ্মা নদীর অপর নাম - কীর্তিনাশা

মেঘনা নদী

- বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী - মেঘনা (১৩,০০০ মিটার)।
- বাংলাদেশের নাব্যতম নদী - মেঘনা (২৭ মিটার)।
- আসামের বরাক নদী নাগা ও মণিপুর অঞ্চল থেকে উৎপত্তি লাভ করে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে - সিলেট জেলা দিয়ে।
- মেঘনা নদী পতিত হয়েছে - বঙ্গোপসাগরে (ভোলার চরফ্যাশনে)।
- মেঘনা নদীর প্রধান উপনদী - তিতাস, গোমতী, মনু, বাউলাই প্রভৃতি।

যমুনা নদী

- ১৭৮৭ সালে ভূমিকম্পের কারণে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যমুনা নাম ধারণ করে - জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে।
- যমুনা নদীর পূর্বনাম - জোনাই নদী।
- অধিক চরবেষ্টিত নদী - যমুনা নদী।
- যমুনা নদীর উৎসমুখ - ব্রহ্মপুত্র নদ।
- যমুনা নদী পতিত হয়েছে - রাজবাড়ির গোয়ালন্দ ও মানিকগঞ্জের শিবালয়ের পদ্মা নদীতে।
- যমুনা নদীর প্রধান উপনদী - আত্রাই, করতোয়া, বাঙালি, তিস্তা প্রভৃতি।

ব্রহ্মপুত্র নদ

- বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রমকারী নদী - ব্রহ্মপুত্র নদ।
- ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি - হিমালয় পর্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর থেকে।
- ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধান শাখার নাম - যমুনা।
- ব্রহ্মপুত্র নদের প্রাচীন নাম - লৌহিত্য।
- ব্রহ্মপুত্র নদের বাংলাদেশে প্রবেশ মুখ - কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীতে।

CamScanner

বুড়িগঙ্গা নদী

- বুড়িগঙ্গা নদী - ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী।
- ঢাকা শহর অবস্থিত - বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে।
- ঢাকা শহরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে বুড়িগঙ্গার তীরে বাকল্যান্ড বাঁধ দেওয়া হয় - ১৮৬৪ সালে।
- ঢাকার দুঃখ বলা হয় - বুড়িগঙ্গা নদীকে।
- বুড়িগঙ্গা নদীর পূর্বনাম - দোলাই নদী।

কর্ণফুলি নদী

- বাংলাদেশের একমাত্র খরস্রোতা নদী - কর্ণফুলি।
- কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তি - মিজোরামের লুসাই পাহাড় থেকে।
- কর্ণফুলি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে - রাঙামাটি জেলা দিয়ে।
- কর্ণফুলি নদী পতিত হয়েছে - বঙ্গোপসাগরে।
- বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত - কর্ণফুলি নদীর ওপর।
- কর্ণফুলি নদীর প্রধান উপনদী - চেঙ্গি, মাইনী, হালদা, কাসালং প্রভৃতি।

নদীবিষয়ক বিবিধ তথ্য

- জোয়ার ভাটা হয় না - গোমতী নদীতে।
- 'পশ্চিমাঞ্চলের লাইফ লাইন' বলা হয় - গড়াই নদীকে।
- নদীর নামানুসারে নামকরণকৃত জেলা - ফেনী।
- উত্তরাঞ্চলের লাইফলাইন বলা হয় - তিস্তা নদীকে।
- নদী সিকস্তি ও নদী পয়স্তি - নদী সিকস্তি হলো নদীর ভাঙনে সর্বস্বান্ত জনগণ এবং নদী পয়স্তি হলো নদীর চর জাগলে যারা চাষাবাদ করতে যায়।
- তিস্তা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে - নীলফামারী জেলার মধ্য দিয়ে।
- মাওয়া/শিমুলিয়া ফেরিঘাট অবস্থিত - মুন্সিগঞ্জ জেলায়।
- দৌলতদিয়া ফেরিঘাট - রাজবাড়ি জেলায় অবস্থিত।
- পাটুরিয়া ও আরিচা ফেরিঘাট - মানিকগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।
- জগন্নাথগঞ্জ ঘাট - জামালপুর জেল্যর সরিষাবাড়িতে অবস্থিত ।
- বাংলার সুয়েজ খাল বলা হয় - ঝালকাঠির গাবখান নদীকে।
- পশ্চিমা বাহিনীর নদী বলা হয় - বিল ডাকাতিয়াকে।

বিখ্যাত বাঁধ

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প - তিস্তা সেচ প্রকল্প।
- তিস্তা সেচ প্রকল্প অবস্থিত - লালমনিরহাট জেলায়
- ঢাকা শহরকে রক্ষার জন্য বাকল্যান্ড বাঁধ দেওয়া হয় - বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে (১৮৬৪)।
- FAP -এর কার্যক্রম বন্ধ করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয় - ১ জানুয়ারি ১৯৯৬।
- দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প - গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা)। এটি দেশের প্রথম সেচ প্রকল্প।
- টিপাইমুখ বাঁধ অবস্থিত - ভারতের মণিপুর রাজ্যে।
- ভারত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করছে - বরাক নদীর ওপর। তুইভাঁই ও তুইরয় নদীদ্বয়ের মিলিত স্রোতধারায় সৃষ্টি হয়েছে বরাক নদী। টিপাইমুখ বাঁধটি সিলেট জেলা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বাঁধটির নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল ২০০৫ সালে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

- 'সাইক্লোন' শব্দটি এসেছে - গ্রিক শব্দ 'কাইক্লস' থেকে। যার অর্থ সাপের কুণ্ডলী।
- ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে - ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়।
- এ প্রলয়ংকরী ঝড়ের ত্রাণ তৎপরতার নাম ছিল - অপারেশন মান্না।
- এ ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশে আসা মার্কিন টাস্কফোর্সের নাম - অপারেশন সি-অ্যাঞ্জেল।
- ভারত মহাসাগরে ভয়াবহ সুনামি হয় - ২০০৪ সালে।
- সুনামি (TSUNAMI) - জাপানি ভাষার শব্দ।
- সুনামি অর্থ - বন্দরের বা পোতাশ্রয়ের ঢেউ।
- সিডরে আক্রান্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা - শরণখোলা, বাগেরহাট।
- সিডর - সিংহলি ভাষার শব্দ। যার অর্থ চোখ।
- সিডরে আক্রান্ত এলাকায় পরিচালিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানের নাম - অপারেশন সি অ্যাঞ্জেল-২।
- বাংলাদেশে আঘাতহানা সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় - রেমাল (আঘাত হানে ২৬ মে, ২০২৪)।
- সিসমোগ্রাফ - ভূমিকম্প পরিমাপ করার যন্ত্র
- রিখটার স্কেল - ভূমিকম্পের মাত্রা/তীব্রতা পরিমাপের যন্ত্র

পরিবেশদূষণ ও বাংলাদেশ

- বাংলাদেশে প্রথম পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয় - ১৯৯২ সালে।
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন জারি হয় - ১৯৯৫ সালে।
- বাংলাদেশ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮৯ সালে।
- বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয় - ঢাকায় ১ জানুয়ারি ২০০২ এবং সারাদেশে ৩ মার্চ ২০০২।
- বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের নাম - বাপা (বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন)।
- পরিবেশ আন্দোলনের সূচনাকারী - হেনরি ডেভিড থ্যারো (ইংল্যান্ড)।
- SMOG হচ্ছে- দূষিত বাতাস।
- লা নিনা স্পেনীয় ভাষার শব্দ এবং এর দ্বারা বোঝায় - দুরন্ত বালিকা প্রকৃত অর্থে প্রবল বৃষ্টিপাত ও বন্যা।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর মিলিত স্রোতের নাম – [NU-Science : 13-14]
Ⓐ বোরাক Ⓑ যমুনা Ⓒ বুড়িগঙ্গা Ⓓ মেঘনা **Ans D**

02. ভারতের কোন নদীর ওপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে? [NU-Science : 13-14]
Ⓐ সুরমা Ⓑ বোরাক Ⓒ কুশিয়ারা Ⓓ গঙ্গা **Ans B**

03. যমুনা নদী পদ্মা নদীর সাথে কোন স্থানে মিলিত হয়েছে? [NU-Business : 11-12]
Ⓐ গোয়ালন্দ Ⓑ গাইবান্ধা
Ⓒ ভৈরব বাজার Ⓓ চাঁদপুর **Ans A**

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. হালদা নদীর উৎপত্তিস্থল কোন জেলায়? [GST-B : 22-23]
Ⓐ রাঙামাটি Ⓑ বান্দরবান
Ⓒ চট্টগ্রাম Ⓓ খাগড়াছড়ি **Ans D**

02. তিস্তা নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়? [GST-B : 21-22]
Ⓐ লুসাই পর্বত Ⓑ মানোস সরোবর
Ⓒ খাগড়াছড়ি পর্বত Ⓓ সিকিম পর্বত **Ans D**

03. 'হালদা নদী' কী জন্য বিখ্যাত? [BSMRSTU-E : 19-20]
Ⓐ প্রচুর ইলিশ Ⓑ খরস্রোতা
Ⓒ নদী বন্দর Ⓓ মৎস্য প্রজনন **Ans D**

04. ভুটান, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আন্তসীমান্ত নদী- [BSMRSTU-E : 19-20]
Ⓐ গঙ্গা Ⓑ মাতা মুহুরি
Ⓒ ব্রহ্মপুত্র Ⓓ দুধকুমার **Ans D**

05. বাংলাদেশ ও মিয়ানমার কোন নদী দ্বারা বিভক্ত? [JUST-E : 19-20; NU-Business : 02-03]
Ⓐ নাফ Ⓑ সাঙ্গু
Ⓒ নবগঙ্গা Ⓓ মাথা ভাঙ্গা **Ans A**

CamScanner

06. ধানসিঁড়ি নদী কোন জেলায় অবস্থিত? [HSTU-D : 19-20]
Ⓐ ঝালকাঠি Ⓑ নাটোর
Ⓒ মৌলভীবাজার Ⓓ হবিগঞ্জ **Ans Ⓐ**

07. পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী নিচের কোথায় মিলিত হয়? [CoU-C : 19-20]
Ⓐ বরিশাল Ⓑ চাঁদপুর
Ⓒ শরীয়তপুর Ⓓ পটুয়াখালী **Ans Ⓑ**

08. বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী কোনটি? [CoU-C : 19-20]
Ⓐ যমুনা Ⓑ মেঘনা
Ⓒ সুরমা Ⓓ পদ্মা **Ans Ⓓ**

09. উয়ারী বটেশ্বর কোন নদীর তীরে অবস্থিত? [BRUR-A : 19-20]
Ⓐ কয়রা Ⓑ ঘাঘট
Ⓒ টাঙ্গন Ⓓ বেগবতি **Ans Ⓐ**

10. বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প কোনটি? [JKKNIU-D : 19-20]
Ⓐ কাপ্তাই সেচ প্রকল্প Ⓑ তিস্তা সেচ প্রকল্প
Ⓒ কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প Ⓓ বুড়িগঙ্গা সেচ প্রকল্প **Ans Ⓑ**

11. তেতুলিয়া নদীটি কোন জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে? [SHUBD-B : 19-20]
Ⓐ কক্সবাজার Ⓑ ভোলা
Ⓒ পঞ্চগড় Ⓓ নারায়ণগঞ্জ **Ans Ⓑ**

12. বাংলাদেশ হতে ভারত গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে কোন নদী? [JKKNIU-D : 18-19]
Ⓐ কুলিখ Ⓑ রুপসা Ⓒ আত্রাই Ⓓ ব্রহ্মপুত্র **Ans Ⓐ**

13. উল্লিখিত নদীসমূহের কোনটি মায়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমানা তৈরি করেছে? [SHUBD-A : 18-19]
Ⓐ কপোতাক্ষ Ⓑ ধরলা Ⓒ মুহুরি Ⓓ নাফ **Ans Ⓓ**

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. বাংলাদেশের কোন নদী প্রাকৃতিক মৎস প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত?
Ⓐ মেঘনা Ⓑ কর্ণফুলী
Ⓒ হালদা Ⓓ বুড়িগঙ্গা **Ans Ⓒ**

02. ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে কত দূরে অবস্থিত?
Ⓐ ১৯.৪ কিলোমিটার Ⓑ ২১.৩ কিলোমিটার
Ⓒ ২৪.৭কিলোমিটার Ⓓ ১৬.৫ কিলোমিটার **Ans Ⓓ**

03. কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তিস্থল কোনটি?
Ⓐ আসামের লুসাই পাহাড় Ⓑ ত্রিপুরা পাহাড়
Ⓒ নাগ মণিপুর পাহাড় Ⓓ লামার মইভার পর্বত **Ans Ⓐ**

04. গঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থল কোনটি?
Ⓐ তিব্বত Ⓑ মানস সরোবর
Ⓒ কৈলাস Ⓓ গঙ্গোত্রি **Ans Ⓓ**

05. জয়নুলের মনপুরা-৭০ চিত্রটি কোন বিষয় ভিত্তিক?
Ⓐ দুর্ভিক্ষ Ⓑ মুক্তিযুদ্ধ
Ⓒ ঘূর্ণিঝড় Ⓓ সংগ্রাম **Ans Ⓒ**

06. পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী কোথায় মিলিত হয়েছে?
Ⓐ দৌলতদিয়া Ⓑ চাঁদপুর
Ⓒ যশোর Ⓓ কুষ্টিয়া **Ans Ⓑ**

07. সাদৃশ্য বিবেচনা করে সঠিক উত্তরটি বাছাই কর।
বরাক : ——— : : গঙ্গা : পদ্মা : ——
Ⓐ কর্ণফুলী Ⓑ যমুনা
Ⓒ মেঘনা Ⓓ কুশিয়ারা **Ans Ⓒ**

বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

- বাংলাদেশের অর্থনীতি - প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষি নির্ভর।
- বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ - ১,৪৫,৭৭,৭৭১ হেক্টর (আবাদযোগ্য জমি ৮৭,৫১,৯৩৭ হেক্টর)।
- কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত মাটি - দোঁআশ মাটি।
- শীতকালীন শস্যকে বলা হয় - রবিশস্য।
- গ্রীষ্মকালীন শস্যকে বলা হয় - খরিপ শস্য।
- বাংলার শস্যভাণ্ডার নামে পরিচিত - বরিশাল জেলা।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি উদ্যানটি অবস্থিত - কাশিমপুর, গাজীপুর।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি খামার অবস্থিত - ঝিনাইদহের মহেশপুরের দত্তনগর (১৯৬২ সালে কার্যক্রম শুরু হয়)।
- বাংলাদেশে ফসল তোলার ঋতু - ৩টি। যথা- ভাদোই, হৈমন্তিক ও রবি।
- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল - ৮০ ভাগ লোক।
- বাংলাদেশের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল - যথাক্রমে পাট ও চা।
- ∴ বাংলাদেশের প্রথম কৃষিমন্ত্রী - এ এইচ এম কামারুজ্জামান।
- কৃষি জমিতে চুন ব্যবহার করা হয় - মাটির অম্লতা হ্রাসের জন্য।
- IRDP বলতে বোঝায় - সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি।
- কৃষি উন্নয়নে "রাষ্ট্রপতি পুরস্কার" প্রদান করা হয় - ১৯৭৩ সাল থেকে (১৯৯৭ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত এ পুরস্কারের নাম ছিল বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার)।
- ইউরিয়া তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় - মিথেন গ্যাস।
- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর - রাজশাহী।
- জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত - গাজীপুর।
- বাংলাদেশের একমাত্র আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত - ঈশ্বরদী, পাবনা।
- BADC-র কাজ - কৃষি উন্নয়ন। এটি গাজীপুরের জয়দেবপুরে অবস্থিত।
- বাংলাদেশে প্রথম নীল চাষ শুরু হয় - ১৭৭৭ সালে (ফরাসি বণিক লুই বড আমেরিকা থেকে নীল এনে চাষ শুরু করেন)।
- বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য - ধান।
- ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান - তৃতীয়।
- পাখি ছাড়া 'ময়না' - একটি উন্নত জাতের ধান।
- ধান - একবীজপত্রী উদ্ভিদ।
- বাংলাদেশে ধান প্রধানত - ৩ শ্রেণির। যথা- ১. আমন ২. আউশ ৩. বোরো।
- মঙ্গা এলাকার জন্য বিখ্যাত ধান - বিআর-৩৩।
- বন্য প্রবণ এলাকার জন্য উপযুক্ত ধান - ব্রি ধান-৪৬।
- 'নারিকা-১' হলো - খরা সহিষ্ণু ধান (আফ্রিকান ধান)।
- বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল (Cash Crop) - পাট (দ্বিতীয় চা)।
- বাংলাদেশের পাট বলয় বলা হয়- ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা জেলাকে।
- পাট চাষের জন্য সহায়ক - পলি দো-আঁশ যুক্ত মাটি।
- 'সোনালি আঁশ' বলা হয় - পাটকে।
- পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে - দ্বিতীয় (উৎপাদনে প্রথম ভারত এবং রপ্তানিতে প্রথম বাংলাদেশ)।
- পাটের জিনরহস্য (Genome Sequence) উদ্‌ঘাটন করেন - ড. মাকসুদুল [illegible]।
- পাটকে ভাগ করা হয় - ৩ শ্রেণিতে। যথা- ১. হোয়াইট, ২. তোষা ও ৩. মেস্তা।
- উন্নত জাতের আঁশ পাওয়া যায় - তোষা পাট গাছ থেকে।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পাটকল স্থাপন করা হয় - নারায়ণগঞ্জের আদমজী ১৯৫১ সালে।
- আদমজি পাটকল বন্ধ হয় - ৩০ জুন ২০০২।
- জুটন আবিষ্কার করেন - ড. মো. সিদ্দিকুল্লাহ। জুটনে পাটের ভাগ ৭০% এবং তুলা ৩০%।

CamScanner

- ভারতবর্ষে চা শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন - রবার্ট ব্রুস (১৮৩৪ সালে)।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় - ১৮৪০ সালে (চট্টগ্রাম ক্লাব এলাকায়)।
- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম চা চাষ শুরু হয় - ১৮৫৭ সালে (সিলেটের মালনিছড়ায়)।
- চা উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান - ১২তম।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল - চা।
- বাংলাদেশে মোট চা বাগান - ১৬৯টি (সর্বশেষ খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়িতে)।
- বাংলাদেশের অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয় - পঞ্চগড়ে (২০০১ সালে)।
- চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি - ১৭০ টাকা।
- টি মিউজিয়াম/চা জাদুঘর অবস্থিত - মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে (২০০১ সালে)।
- জাতীয় চা দিবস - ৪ জুন।
- দেশের প্রথম চা নিলাম কেন্দ্র অবস্থিত - চট্টগ্রাম।
- দেশের দ্বিতীয় চা নিলাম কেন্দ্র অবস্থিত - শ্রীমঙ্গল।
- বাংলায় আলু চাষের বিস্তার লাভ করে - ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে।
- বাংলাদেশে চাষকৃত আলু আনা হয়েছে - নেদারল্যান্ডস থেকে।
- বর্তমানে আলু উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান - ৭ম।
- বিশ্বের প্রধান কন্দাল ফসল - আলু।
- রেশম চাষ হয় - রাজশাহীতে।
- সিল্ক সিটি বলা হয় - রাজশাহীকে।
- রেশম চাষকে বলা হয় - সেরিকালচার (Sericulture)।
- সর্বপ্রথম রেশম উদ্ভাবিত হয় - চীনে।
- ২০১৮ সালে তৃতীয় জি আই পণ্য নির্বাচিত হয়েছে - ক্ষীরশাপাতি আম।
- ২০২৪ সালে ৩২তম জি আই পণ্য নির্বাচিত হয়েছে - নরসিংদীর লটকন।
- সার প্রধানত দুই প্রকার যথা - জৈব সার ও অজৈব সার।
- কৃষি জমির প্রাণ বলা হয় - জৈব সারকে।
- মাটিতে বারবার ফসল উৎপাদনের জন্য ঘাটতি পড়ে - নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ ও সালফারের।

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

- বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ - ২.৫২ মিলিয়ন হেক্টর বা ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন - ২৫% বনভূমি।
- সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে বনভূমি রয়েছে - মোট ভূমির ১৭.৬২% (প্রায়)।
- FAO-এর মতে বাংলাদেশে বনভূমি রয়েছে - মোট ভূমির ১৪.১% (প্রায়)।
- বিভাগ অনুসারে সবচেয়ে কম বনভূমি রয়েছে - রংপুর বিভাগে।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি আছে - ৩৬টি জেলায় (রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই ২৮টি জেলায়)।
- বাংলাদেশ বন গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত - চট্টগ্রাম।
- বাংলাদেশের একক জেলাভিত্তিক সর্বাপেক্ষা বেশি বনভূমি অবস্থিত - বাগেরহাট জেলায়। আয়তন ২,৭০৫.৯৫ বর্গকিলোমিটার।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী 'বনাঞ্চল' তৈরি করা হয়েছে - ১০টি জেলায়।
- 'সূর্য কন্যা' বলা হয় - তুলা গাছকে।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ বনভূমি আছে - ৭টি জেলায়। যথা- বাগেরহাট, রাঙামাটি, সাতক্ষীরা, খুলনা, চট্টগ্রাম, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায়।
- পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক গাছ - ইউক্যালিপটাস।
- ফরেস্ট একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - চট্টগ্রামে, ১৯৬৪ সালে।
- দেশে বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য কাজ করে থাকে - বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থা।
- সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম কার্যকর হয় - ১৯৮১ সালে।
- 'জাতীয় বন নীতি' কার্যকর হয় - ১৯৯৪ সালে (গৃহীত হয় ১৯৭২ সালে)।
- বৃক্ষরোপণে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার - প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৩ সালে প্রবর্তিত)।
- বাংলাদেশে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হয় - ১৯৭২ সাল থেকে।
- দেশব্যাপী জাতীয় বৃক্ষ মেলার প্রবর্তন করা হয় - ১৯৯৪ সাল থেকে।
- সিলেটের মণ্ড কারখানার কাঁচামাল - নলখাগড়া।
- বাংলাদেশের সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সর্বপ্রথম শুরু হয় - চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়ায়।
- কর্ণফুলি পেপার মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় - পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঁশ।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘাস - বাঁশ।
- বাংলাদেশে পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয় - ১৯৯২ সালে।
- বন সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয় - বন আইন ১৯৯০ সালে এবং বন আইন ২০০২।

সুন্দরবন

- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন - সুন্দরবন।
- 'ম্যানগ্রোভ' গাছ বলতে বোঝায় - লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মতো এক ধরনের শ্বাস গ্রহণকারী শিকড়বিশিষ্ট গাছকে।
- বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর বৃহত্তম টাইডাল বন - সুন্দরবন।
- সুন্দরবনের অপর নাম - গরান বনভূমি/বাদাবন।
- বাংলাদেশের জাতীয় এবং একক বৃহত্তম বনভূমি - সুন্দরবন।
- সুন্দরবনের মোট আয়তন - প্রায় ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার।
- সুন্দরবন বাংলাদেশে পরিক্রম করেছে - ৫টি জেলাকে। যথা- খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও বরগুনা।
- প্রাকৃতিক আশ্চর্যের তালিকায় সুন্দরবনের অবস্থান - ১৪তম।
- সুন্দরবন যে দুটি দেশে বিস্তৃত - বাংলাদেশ ও ভারত।
- সুন্দরবন বাংলাদেশে পড়েছে - প্রায় ৬২ শতাংশ (৬০১৭ বর্গ কি.মি)।
- সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ - সুন্দরী (এ গাছ ৪০-৬০ ফুট উঁচু হয়)।
- সুন্দরবন দিবস - ১৪ ফেব্রুয়ারি।
- সুন্দরবনের পূর্বে এবং পশ্চিমে অবস্থিত - পূর্বে বলেশ্বর নদী ও পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী।
- সুন্দরবনের বাঘ গণনায় ব্যবহৃত পদ্ধতি - পাগমার্ক পদ্ধতি; এছাড়াও রয়েছে ডিজিটাল ক্যামেরা পদ্ধতি।
- সমগ্র সুন্দরবন এলাকাকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় - ১৮৭৫ সালে।
- সবচেয়ে বেশি নদী প্রবাহিত হয়েছে - সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে।
- বাংলাদেশের যে বনাঞ্চলে প্রচুর গোলপাতা জন্মায় - সুন্দরবন।
- সুন্দরবনের মৌয়ালীদের পেশা - মধু সংগ্রহ।
- 'সুন্দরবনের অভয়ারণ্য' বলা হয় - হিরণ পয়েন্ট, কটকা ও আলকি দ্বীপকে।
- সুন্দরবনের নামকরণ করা হয়েছে - সুন্দরী বৃক্ষ থেকে।

বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ

- বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার অবস্থিত - সাভার, ঢাকা।
- বাংলাদেশে গো-চারণের জন্য বাথান রয়েছে - পাবনা-সিরাজগঞ্জে।
- Black Bengal - কালো জাতের ছাগল।
- বিশ্বে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া পরিচিত- কুষ্টিয়া গ্রেড নামে।
- রাজ কাকড়া - বাংলাদেশের একটি জীবন্ত জীবাশ্ম।
- Black Quarter - গবাদিপশুর রোগ।
- 'গো বসন্ত' - গবাদিপশুর রোগ।
- সবচেয়ে বেশি দুগ্ধ প্রদানকারী গাভি - ফ্রিজিয়ান।
- ভারতের হরিয়ানা, লোহানি, পাকিস্তানের সিন্ধি, শাহীওয়াল এবং বিদেশি জারসি, ফ্রিজিয়ান, আয়েরশায়ার হচ্ছে - উন্নত জাতের গরু।
- ভারতের বিহার রাজ্যের যমুনা ছাগলের বংশধর বাংলাদেশে পরিচিত - রাম ছাগল নামে।
- কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন কেন্দ্র বা খামার অবস্থিত- হাজিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (১৯৮৬)।
- বাংলাদেশের গবাদি পশুর প্রথম ভ্রূণ বদল করা হয় - ৫ মে ১৯৯৫।
- 'ডাক প্লেগ' ও 'রোপা' - হাঁসের রোগ।
- 'গট প্লেগ'- ছাগলের রোগ।
- বাংলাদেশে অতিথি পাখি আসে - সাইবেরিয়া থেকে।
- বাংলাদেশে বন্যপ্রাণি প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয় - কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরায়।
- বাংলাদেশে কুমির পাওয়া যায় - সুন্দরবনের নদীসমূহে।

CamScanner

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক কবে আত্মপ্রকাশ করে? [NU-Business : 10-11]
Ⓐ ২ অক্টোবর, ১৯৮৩ Ⓑ ৩ অক্টোবর, ১৯৮৩
Ⓒ ২ অক্টোবর, ১৯৮৪ Ⓓ ৩ অক্টোবর, ১৯৮৪ Ans A

02. বাংলাদেশে নোট ছাপানোর সিকিউরিটি প্রেসটি কোথায় অবস্থিত? [NU-Business : 11-12]
Ⓐ নারায়ণগঞ্জ Ⓑ গাজীপুর
Ⓒ ঢাকা Ⓓ চট্টগ্রাম Ans B

03. কোন সংস্থা নিকাশ ঘরের দায়িত্ব পালন করে? [NU-Business : 06-07]
Ⓐ স্টক একচেঞ্জ Ⓑ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
Ⓒ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন Ⓓ বাণিজ্যিক ব্যাংক Ans B

04. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে কতজন সদস্য আছেন? [NU-Business : 06-07]
Ⓐ ১৭ জন Ⓑ ১১ জন
Ⓒ ৯ জন Ⓓ ৬ জন Ans B

05. বাংলাদেশের বর্তমান কোম্পানি আইন কোন সনে প্রবর্তিত হয়? [NU-Business : 06-07]
Ⓐ ১৯১৩ Ⓑ ১৯২১
Ⓒ ১৯৭১ Ⓓ ১৯৯৪ Ans D

06. ব্যাংক তহবিলের প্রধান উৎস- [NU-Business : 06-07]
Ⓐ সুদ Ⓑ কমিশন
Ⓒ ব্যাংক চার্জ Ⓓ আমানত Ans D

07. বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংকে হার কত? [NU-Business : 06-07]
Ⓐ ৫% Ⓑ ৭%
Ⓒ ৯% Ⓓ ১২% Ans A

Note : বর্তমান ব্যাংক রেট 8%।

08. কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়? [NU-Business : 06-07]
Ⓐ আমানত গ্রহণ Ⓑ ঋণদান
Ⓒ ঋণ নিয়ন্ত্রণ Ⓓ বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসংস্থান Ans C

09. বিশ্বের প্রথম ব্যাংকের নাম ছিল- [NU-Business : 06-07]
Ⓐ শাম্মী ব্যাংক Ⓑ ব্যাংক অব ভেনিস
Ⓒ ব্যাংক অব ইংল্যান্ড Ⓓ রেইখ ব্যাংক Ans A

10. যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম - [NU-Business : 06-07]
Ⓐ দি স্টেট ব্যাংক অব আমেরিকা
Ⓑ ব্যাংক অব আমেরিকা
Ⓒ ফেডারেল রিজার্ভ সিসটেম
Ⓓ দি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইউ এস এ Ans C

11. নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক নয়? [NU-Business : 05-06]
Ⓐ স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান Ⓑ স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
Ⓒ ব্যাংক অব জাপান Ⓓ ব্যাংক অব ইংল্যান্ড Ans B

12. বাংলাদেশের ইন্স্যুরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়- [NU-Business : 04-05]
Ⓐ ১৯৭২ Ⓑ ১৯৭৩
Ⓒ ১৯৭৪ Ⓓ ১৯৮১ Ans B

13. বর্তমানে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে- [NU-Business : 04-05]
Ⓐ সোনালী ব্যাংক Ⓑ অগ্রণী ব্যাংক
Ⓒ রূপালী ব্যাংক Ⓓ জনতা ব্যাংক Ans C

14. নিম্নের কোনটি ব্যাংক নয়? [NU-Business : 04-05]
Ⓐ BKB Ⓑ BSRS
Ⓒ BSB Ⓓ RAKUB Ans B

15. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক- [NU-Business : 04-05]
Ⓐ সোনালী ব্যাংক Ⓑ অগ্রণী ব্যাংক
Ⓒ জনতা ব্যাংক Ⓓ রূপালী ব্যাংক Ans A

16. নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক? [NU-Business : 03-04]
Ⓐ State Bank of India Ⓑ State Bank of Pakistan
Ⓒ National Bank Ltd Ⓓ সবগুলোই Ans B

17. নিচের কোনটি বিশেষায়িত ব্যাংক? [NU-Business : 03-04]
Ⓐ সোনালী ব্যাংক Ⓑ সিটি ব্যাংক
Ⓒ অগ্রণী ব্যাংক Ⓓ শিল্প ব্যাংক Ans D

18. বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রধানত কোন ধরনের ঋণদান করে? [NU-Business : 03-04]
Ⓐ স্বল্পমেয়াদি Ⓑ দীর্ঘমেয়াদি
Ⓒ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি Ⓓ মধ্যম মেয়াদি Ans A

19. কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নয়? [NU-Business : 03-04]
Ⓐ আমানত গ্রহণ Ⓑ খোলাবাজার কার্যক্রম
Ⓒ অর্থবাজারে শৃংখলা রক্ষা করা Ⓓ ঋণ নিয়ন্ত্রণ Ans A

20. সম্প্রতি আল বারাকা ব্যাংকের রূপান্তরিত নাম- [NU-Business : 03-04]
Ⓐ প্রিমিয়ার ব্যাংক Ⓑ ওরিয়েন্টাল ব্যাংক
Ⓒ যমুনা ব্যাংক Ⓓ ট্রাস্ট ব্যাংক Ans B

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. 'সবার জন্য শিক্ষা' শ্লোগানটি কোথায় মুদ্রিত আছে? [GST-B : 21-22]
Ⓐ এক টাকার নোটে Ⓑ দুই টাকার নোটে
Ⓒ পাঁচ টাকার মুদ্রায় Ⓓ দুই টাকার মুদ্রায় Ans D

02. বাংলাদেশের ২ টাকা ও ৫ টাকার নোট কে ইস্যু করেন? [CoU-C : 19-20]
Ⓐ গর্ভনর Ⓑ অর্থ সচিব
Ⓒ বাণিজ্য সচিব Ⓓ পরিকল্পনা সচিব Ans B

03. বাংলাদেশের কোন ব্যাংক দীর্ঘদিন মালদ্বীপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে? [CoU-C : 19-20]
Ⓐ আরব বাংলাদেশ ব্যাংক Ⓑ পূবালী ব্যাংক
Ⓒ চার্টার্ড ব্যাংক Ⓓ আইএফআইসি ব্যাংক Ans D

04. 'জুলু' কোন দেশের প্রধান আদিবাসী? [CoU-C : 19-20]
Ⓐ তিউনিশিয়া Ⓑ নরওয়ে
Ⓒ সুইডেন Ⓓ দক্ষিণ আফ্রিকা Ans D

05. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রার ডিজাইন করেন কে? [JKKNIU-E : 19-20]
Ⓐ কাইয়ুম চৌধুরী Ⓑ কামরুল হাসান
Ⓒ কে জি মুস্তাফা Ⓓ সমরজিৎ রায় চৌধুরী Ans C

06. ব্যাংক মূলত কী উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত? [IU-B : 18-19]
Ⓐ কৃষিদ্রব্য Ⓑ শিল্পদ্রব্য Ⓒ সেবাকর্ম Ⓓ অন্যান্য Ans C

CamScanner

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. মাইলস্টোন বাজেটিং হচ্ছে -
Ⓐ পরিকল্পনা কৌশল Ⓑ প্রেষণা কৌশল
Ⓒ নিয়ন্ত্রণ কৌশল Ⓓ সংগঠন কৌশল
Ans Ⓐ

02. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম সদস্য কত?
Ⓐ ২ জন Ⓑ ৫০ জন
Ⓒ ৬৫ জন Ⓓ ৭ জন
Ans Ⓓ

03. অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ কয়টি?
Ⓐ ৭ Ⓑ ২
Ⓒ ৩ Ⓓ কোনোটিই নয়
Ans Ⓑ

04. কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে-
Ⓐ বাণিজ্যিক ব্যাংক Ⓑ বিশেষায়িত ব্যাংক
Ⓒ সমবায় ব্যাংক Ⓓ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংক
Ans Ⓓ

05. বাংলাদেশের মুদ্রা হিসেবে 'টাকা' কোন তারিখে চালু হয়?
Ⓐ ২৬ মার্চ ১৯৭২ Ⓑ ৪ মার্চ ১৯৭২
Ⓒ ৫ মার্চ ১৯৭২ Ⓓ ৭ মার্চ ১৯৭২
Ans Ⓑ

06. ব্যবস্থাপনায় কয়টি স্তর রয়েছে?
Ⓐ ৮ টি Ⓑ ১০ টি
Ⓒ ২ টি Ⓓ ৩ টি
Ans Ⓓ

07. সর্বোত্তম কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা বলতে বোঝায়-
Ⓐ মতামত Ⓑ সিদ্ধান্ত
Ⓒ শিক্ষণ Ⓓ নৈতিকতা
Ans Ⓑ

08. মানুষের চাহিদাকে মাসলো কয়ভাগে বিভক্ত করেন?
Ⓐ ৬ ভাগে Ⓑ ১০ ভাগে
Ⓒ ৫ ভাগে Ⓓ ৩ ভাগে
Ans Ⓒ

09. দায় সীমিত হচ্ছে-
Ⓐ এক মালিকী প্রতিষ্ঠান Ⓑ অংশীদারি কারবার
Ⓒ যৌথ মূলধনি কারবার Ⓓ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
Ans Ⓒ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বাংলাদেশ সংবিধান রচনার সাথে সংশ্লিষ্ট তারিখ	
অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করা হয়	১১ জানুয়ারি
গণপরিষদ গঠিত হয়	২৩ মার্চ
গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয়	২৩ মার্চ
গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে	১০ এপ্রিল
ড.কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যের কমিটি করা হয়	১১ এপ্রিল
খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রথম বৈঠক হয়	১৭ এপ্রিল
বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপিত হয়	১২ অক্টোবর
বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়	৪ নভেম্বর (১৮ কার্তিক ১৩৭৯)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে প্রথম স্বাক্ষর করেন	১৪ ডিসেম্বর
গণপরিষদের সদস্যরা হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেন	১৫ ডিসেম্বর
বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়	১৬ ডিসেম্বর

- বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান - ভারতের (৩৯৫টি অনুচ্ছেদ)।
- বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সংবিধান - যুক্তরাষ্ট্রের (৭টি অনুচ্ছেদ)।
- বাংলাদেশের সংবিধানে রয়েছে - ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৭টি তফশিল।
- বাংলাদেশের মূল সংবিধান - ৯৩ পাতা (স্বাক্ষরসহ ১০৮ পাতা)।
- বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' সংযোজন করা হয় - ১৯৯৯ সালে।
- বিশ্বের যে দুইটি দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে - বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশ সংবিধানের তফসিলসমূহ

প্রথম তফসিল– অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন।
দ্বিতীয় তফসিল – রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বর্তমানে বিলুপ্ত)।
তৃতীয় তফসিল – শপথ ও ঘোষণা।
চতুর্থ তফসিল – ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি।
পঞ্চম তফসিল – ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ।
ষষ্ঠ তফসিল – ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণা।
সপ্তম তফসিল – ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের জন্য কোনটি আবশ্যক? [NU-Science : 11-12]
Ⓐ জাতীয় সংসদের মোট সদস্যের অর্ধেক ভোট
Ⓑ গণভোট
Ⓒ জাতীয় সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট
Ⓓ জাতীয় সংসদের মোট সদস্যের তিন-চতুর্থাংশ ভোট
Ans Ⓒ

02. ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি কয়টি? [NU-Science : 12-13]
Ⓐ ৬টি Ⓑ ৪টি
Ⓒ ১১টি Ⓓ ৩টি
Ans Ⓑ

03. দ্বাদশ সংশোধনীর প্রধান বিষয় কি? [NU-Science : 10-11]
Ⓐ রাষ্ট্রপতি শাসন Ⓑ সংসদীয় গণতন্ত্র
Ⓒ রাষ্ট্রধর্ম Ⓓ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন
Ans Ⓑ

04. এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীর সংখ্যা- [NU-Science : 08-09]
Ⓐ ১২ Ⓑ ১৩
Ⓒ ১৪ Ⓓ ১৭
Ans Ⓓ

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশ সংবিধানের কততম সংশোধনীতে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়? [GST-B : 22-23]
Ⓐ ১৩তম Ⓑ ১৪তম
Ⓒ ১৫তম Ⓓ ১৬তম
Ans Ⓒ

02. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসন নির্ধারণে কোন ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়? [GST-B : 22-23]
Ⓐ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক Ⓑ আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বমূলক
Ⓒ যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্বমূলক Ⓓ নৃগোষ্ঠীয় প্রতিনিধিত্বমূলক
Ans Ⓐ

03. বাংলাদেশে মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক হচ্ছে- [GST-B : 22-23]
Ⓐ আইন মন্ত্রণালয় Ⓑ জাতীয় সংসদ
Ⓒ সুপ্রিম কোর্ট Ⓓ এটর্নি জেনারেল
Ans Ⓒ

CamScanner

04. অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের প্রধান নিয়ামক কোনটি? [GST-B : 21-22]
Ⓐ ধর্ম ও বর্ণের নির্দিষ্টতার প্রয়োগ নেই Ⓑ সকল মানুষ সমান
Ⓒ মানুষ সামাজিক জীব Ⓓ আইনের শাসন **Ans Ⓐ**

05. বাংলাদেশের সংবিধানে কতটি অধ্যায় আছে? [BSFMSTU-C : 19-20]
Ⓐ ১১ Ⓑ ১২
Ⓒ ১৩ Ⓓ ১৪ **Ans Ⓐ**

06. নির্বাচন কমিশন সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত হয়? [BSMRSTU-G : 19-20]
Ⓐ ১১৫ Ⓑ ১১৬
Ⓒ ১১৭ Ⓓ ১১৮ **Ans Ⓓ**

07. সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে? [BSMRSTU-E : 19-20]
Ⓐ ২৭ Ⓑ ২৮
Ⓒ ৩০ Ⓓ ৪৭ **Ans Ⓐ**

08. বাংলাদেশ সংবিধানের যে ধারা অনুসারে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান- [JUST-D : 19-20]
Ⓐ ৩১ Ⓑ ২৭ Ⓒ ২৮ Ⓓ ৩০ **Ans Ⓑ**

09. "আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান"– সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে? [NSTU-D : 19-20]
Ⓐ ২৭ Ⓑ ২৮
Ⓒ ২৯ Ⓓ ৩০ **Ans Ⓐ**

10. বাংলাদেশের সংবিধানের কততম সংশোধনী অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত হয়? [NSTU-D : 19-20]
Ⓐ ষষ্ঠ সংশোধনী Ⓑ নবম সংশোধনী
Ⓒ দ্বাদশ সংশোধনী Ⓓ পঞ্চদশ সংশোধনী **Ans Ⓒ**

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন–
Ⓐ সৈয়দ নজরুল ইসলাম Ⓑ তাজউদ্দীন আহমদ
Ⓒ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী Ⓓ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **Ans Ⓓ**

02. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন তফসিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
Ⓐ চতুর্থ Ⓑ ষষ্ঠ
Ⓒ পঞ্চম Ⓓ সপ্তম **Ans Ⓒ**

03. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'সুযোগের সমতা'র কথা ঘোষণা করা হয়েছে?
Ⓐ ২৭ নং অনুচ্ছেদে Ⓑ ৪১ নং অনুচ্ছেদে
Ⓒ ৩৬ নং অনুচ্ছেদে Ⓓ ১৯ নং অনুচ্ছেদে **Ans Ⓓ**

04. বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন তারিখে স্বাক্ষর করেন?
Ⓐ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২ Ⓑ ৭ মার্চ, ১৯৭২
Ⓒ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ Ⓓ ২৬ মার্চ, ১৯৭২ **Ans Ⓐ**

05. বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক কে?
Ⓐ হাইকোর্ট Ⓑ মন্ত্রীসভা
Ⓒ সংসদ Ⓓ সুপ্রিম কোর্ট **Ans Ⓓ**

06. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হয় সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?
Ⓐ চতুর্দশ সংশোধনী Ⓑ পঞ্চদশ সংশোধনী
Ⓒ ষষ্ঠদশ সংশোধনী Ⓓ দ্বাদশ সংশোধনী **Ans Ⓑ**

07. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কত সালে হয়?
Ⓐ ১৯৭৪ Ⓑ ১৯৭৩
Ⓒ ১৯৭৫ Ⓓ ১৯৭২ **Ans Ⓑ**

সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ/ আইনসভা/ পার্লামেন্টের নাম - জাতীয় সংসদ।
- জাতীয় সংসদের প্রতীক - শাপলা।
- জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি - লুই আই কান (এস্তোনিয়া বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক)।
- জাতীয় সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন - আইয়ুব খান, ১৯৬২ সালে।
- জাতীয় সংসদ ভবন উদ্বোধন করা হয় - ২৮ জানুয়ারি ১৯৮২ (তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার কর্তৃক)।
- জাতীয় সংসদ ভবনে প্রথম অধিবেশন বসে - ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২।
- আইনসভার সদস্যদেরকে বলা হয় - সংসদ সদস্য।
- বাংলাদেশে প্রচলিত - সংসদীয় শাসন/মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা।
- জাতীয় সংসদ বা আইনসভার সভাপতি/ অভিভাবক/ প্রধান - স্পিকার।
- জাতীয় সংসদ বা আইনসভার নেতা - প্রধানমন্ত্রী।
- প্রথম জাতীয় সংসদ নেতা - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- সংসদের হুইপের কাজ - শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- সংসদ সদস্য হওয়ার ন্যূনতম বয়সসীমা - ২৫ বছর।
- জাতীয় সংসদ ভবন - ২১৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যে বিরতিকাল সর্বোচ্চ - ৬০ দিন।
- জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন - রাষ্ট্রপতি।
- জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল - ৫ বছর।
- জাতীয় সংসদে সংসদীয় মোট আসন সংখ্যা - ৩৫০টি (৩০০টি আসন জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত এবং ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন)।
- জাতীয় সংসদের আসন ১টি করে - ৩টি জেলায় (বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি)।
- জাতীয় সংসদের ১ নং আসন - পঞ্চগড়।
- জাতীয় সংসদের ৩০০ নং আসন - বান্দরবান।
- জাতীয় সংসদের সবচেয়ে বেশি আসন - ঢাকায় (২০টি)।
- জাতীয় সংসদ ভবনে অতিথিদের আসন - ৫৬টি।
- জাতীয় সংসদ ভবনে কর্মকর্তাদের আসন - ৪১টি।
- জাতীয় সংসদ ভবনে সাংবাদিকদের আসন - ৮০টি।
- জাতীয় সংসদ ভবনে দর্শকের আসন - ৪৩০টি।
- জাতীয় সংসদ ভবনের পাশের লেকটির নাম - ক্রিসেন্ট লেক।
- বাংলাদেশের সংসদে যে দুইজন বিদেশি রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেন - যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো (প্রথম) ও ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি ভি গিরি (দ্বিতীয়)।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান - রাষ্ট্রপতি।
- সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর বয়স হতে হবে - কমপক্ষে ৩৫ বছর।
- আদালতের কোনো এখতিয়ার নেই - রাষ্ট্রপতির ওপর।
- রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান - স্পিকার।
- রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন - স্পিকারের নিকট (সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী)।
- সাধারণ কোনো বিল রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করলে স্বাক্ষর করবেন – ১৫ দিনের মধ্যে।
- সংবিধান সংশোধন আইনে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করবেন – ৭ দিনের মধ্যে।
- রাষ্ট্রপতি সম্মতিদানে বিলম্ব করতে পারবেন না - অর্থবিলে।
- যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা একমাত্র – জাতীয় সংসদের অনুমতিক্রমে রাষ্ট্রপতির।
- রাষ্ট্রপতির বাসভবনের নাম - বঙ্গভবন।
- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

CamScanner

- প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদার স্থান - দ্বিতীয়।
- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে হলে বয়স হতে হবে - কমপক্ষে ২৫ বছর।
- প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন - রাষ্ট্রপতির নিকট।
- মন্ত্রিপরিষদের প্রধান - প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশ সরকারের প্রধান নির্বাহী/ সরকার প্রধান - প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী - তাজউদ্দীন আহমদ।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী - বেগম খালেদা জিয়া।
- বাংলাদেশ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান - প্রধানমন্ত্রী।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত হয় - ১৯৭২ সালে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আনুষ্ঠানিক প্রধান - মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
- বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিপরিষদ সচিব ছিলেন - এইচ টি ইমাম (হোসেন তৌফিক ইমাম)।
- আন্তমন্ত্রণালয় আলোচনা বিষয়ক সচিব পর্যায়ের কমিটির প্রধান - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ছিল - ১৯৭৫-৯১ সাল পর্যন্ত।
- মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকে - জাতীয় সংসদের কাছে।
- বাংলাদেশের সবগুলো মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত অফিস - বাংলাদেশ সচিবালয়।
- বাংলাদেশ চা বোর্ড - বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- সাবমেরিন কেব্‌ল- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ পুনর্গঠিত মন্ত্রণালয় - ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
- অস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান করে - স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর - স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন।
- গ্রামীণ পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তর - জেলা পরিষদ।
- দেশের সকল মহকুমা শহরকে জেলায় উন্নীত করার কাজ শুরু হয় - ১৯৮৪ সালে।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের জেলা ছিল - ১৯টি।
- জেলা পরিষদ গঠিত হয় - 'জেলা পরিষদ আইন ২০০০' অনুসারে।
- জেলা পরিষদের মেয়াদ - ৫ বছর।
- দেশে প্রথমবারের মতো জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬।
- উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তক - সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ।
- উপজেলা ব্যবস্থা চালু হয় - ১৯৮২ সালে।
- থানার পরিবর্তে উপজেলা নামকরণ করা হয় - ১৯৮৩ সালে।
- প্রথম উপজেলা নির্বাচন হয় - ১৯৮৫ সালে।
- উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করা হয় - ২৩ নভেম্বর ১৯৯১।
- উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয় - ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৮ (সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে)।
- উপজেলা পরিষদের প্রধান - উপজেলা চেয়ারম্যান।
- উপজেলার প্রধান নির্বাহী - উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
- উপজেলা পরিষদের সদস্য - ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস চেয়ারম্যান এবং ১ জন নারী ভাইস চেয়ারম্যান।
- ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ জারি হয় - ১৯৮৩ সালে।
- পল্লি অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখে - ইউনিয়ন পরিষদ।
- ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান - ইউপি চেয়ারম্যান।
- ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় - ১৩ জন সদস্য নিয়ে। যথা- ১ জন চেয়ারম্যান + ৯ জন সদস্য + ৩ জন নারী সদস্য।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মেয়াদ - ৫ বছর।
- ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা - ৪,৫৭৮টি (সূত্র- স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- দেশে বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা - ১২টি।
- সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলা হয় - মেয়র।
- সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের শপথ পড়ান - প্রধানমন্ত্রী।
- ঢাকা প্রথম পৌরসভার মর্যাদা লাভ করে - ১ আগস্ট ১৮৬৪।
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান - ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার স্কিনার।
- 'ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয় - ১৯৯০ সালে।
- জনগণের ভোটে নির্বাচিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র - মোহাম্মদ হানিফ।
- শহর এলাকায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নাম - পৌরসভা।
- পৌরসভা গঠিত - ১ জন মেয়র, নির্বাচিত কাউন্সিলর ও নারী কাউন্সিলরদের নিয়ে।
- পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলররা নির্বাচিত হন - জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে।
- পৌরসভার কার্যকাল - ৫ বছর।
- পৌর চেয়ারম্যানের বর্তমান পদবি - পৌর মেয়র।
- সংবিধানের ব্যাখ্যাকারক - সুপ্রিমকোর্ট।
- বাংলাদেশের বিচার বিভাগ - উচ্চতর ও অধস্তন আদালতে বিভক্ত।
- সুপ্রিমকোর্ট বিভক্ত - দুই ভাগে। যথা- আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ।
- সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন - ঢাকায়।
- বিচার বিভাগের প্রধান - প্রধান বিচারপতি।
- হাইকোর্টের বেঞ্চ গঠন করেন - প্রধান বিচারপতি।
- সুপ্রিমকোর্টকে বলা হয় - কোর্ট অব রেকর্ড।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন - আবু সাদাত মোহাম্মদ (এএসএম) সায়েম।
- বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতি - বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ (২৫তম)।
- বাংলাদেশের আপিল বিভাগের প্রথম মহিলা বিচারপতি - নাজমুন আরা সুলতানা।
- প্রধান বিচারপতির পরামর্শে অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ করেন - রাষ্ট্রপতি।
- বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা - বয়স ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বপদে আসীন থাকবেন।
- রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তাকে বলা হয় - অ্যাটর্নি জেনারেল।
- অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেওয়া হয় - অ্যাডহক ভিত্তিতে।
- বাংলাদেশের প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন - এম এইচ খন্দকার।
- বাংলাদেশের বর্তমান অ্যাটর্নি জেনারেল - মো: আসাদুজ্জামান (১৭তম)।
- আপিল বিভাগের বেঞ্চের সংখ্যা - ২টি।
- জেলা আদালতের প্রধান বিচারক - জেলা জজ। তিনি যখন জেলার ফৌজদারি মামলার বিচার করেন তখন তাকে সেশন জজ বা দায়রা জজ বলে।
- গ্রাম আদালতের সদস্য সংখ্যা - ৫ জন; চেয়ারম্যান ও বিবদমান দুই গ্রুপের ৪ জন।
- গ্রামীণ আদালতের প্রধানের নাম - ইউপি চেয়ারম্যান।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকেন কে? [NU-Science : 14-15]

Ⓐ স্পিকার Ⓑ রাষ্ট্রপতি
Ⓒ চীফ হুইপ Ⓓ প্রধানমন্ত্রী

Ans Ⓑ

02. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নারী আসন সংখ্যা কত? [NU-Science : 13-14]

Ⓐ ৩০ Ⓑ ৬০
Ⓒ ৫০ Ⓓ ৪৫

Ans Ⓒ

03. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশন শেষ হওয়ার পর কত দিনের মধ্যে পরবর্তী অধিবেশন আহবান করা বাধ্যতামূলক? [NU-Science : 10-11]

Ⓐ ৯০ দিন Ⓑ ৮০ দিন
Ⓒ ৬০ দিন Ⓓ ৪৫ দিন

Ans Ⓒ

04. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ন্যূনতম বয়স? [NU-Science : 03-04]

Ⓐ ১৮ বছর Ⓑ ২১ বছর
Ⓒ ২৫ বছর Ⓓ ৩৫ বছর

Ans Ⓒ

CamScanner

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বেসরকারি সংস্থা নয়- [NU-Humanities : 02-03]
Ⓐ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন
Ⓑ বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি
Ⓒ বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন
Ⓓ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি
Ans Ⓐ

02. What is the meaning of 'straw vote'? [BSMRSTU-G : 19-20]
Ⓐ unofficial poll of public opinion
Ⓑ poll based on representation
Ⓒ yes-no vote
Ⓓ manipulated elections
Ans Ⓐ

03. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কাস্টিং ভোট প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন কে? [BSMRSTU-E : 19-20]
Ⓐ স্পিকার Ⓑ প্রধানমন্ত্রী
Ⓒ রাষ্ট্রপতি Ⓓ প্রধান হুইপ
Ans Ⓐ

04. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কোরাম হয় কতজন সদস্যের উপস্থিতিতে? [BSMRSTU-D : 19-20]
Ⓐ 57 Ⓑ 60
Ⓒ 62 Ⓓ 65
Ans Ⓑ

05. NILG এর পূর্ণরূপ- [NSTU-D : 19-20]
Ⓐ National Information Legal Guide
Ⓑ National Institute of Local Government
Ⓒ National Identity License Guide
Ⓓ National Industrial League Group
Ans Ⓑ

06. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ইংরেজি নাম কী? [NSTU-D : 19-20]
Ⓐ Parliament of Bangladesh Ⓑ House of the Nation
Ⓒ National Parliament Ⓓ National House
Ans Ⓑ

07. বাংলাদেশের Smart Card কোন দেশে তৈরি হয়? [HSTU-C : 19-20]
Ⓐ ব্রিটেন Ⓑ ফ্রান্স
Ⓒ নিউজিল্যান্ড জার্মানি
Ans Ⓑ

08. বাংলাদেশে সাধারণত কত বয়সে অপরাধী শিশু কিশোরদেরকে কিশোর বলা হয়? [CoU-C : 19-20]
Ⓐ ৭-১২ বছর Ⓑ ৭-১৮ বছর
Ⓒ ৭-১৬ বছর Ⓓ ৭-২০ বছর
Ans Ⓒ

09. রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ কাকে বলা হয়? [JKKNIU-E : 19-20]
Ⓐ রাজনীতি Ⓑ যুবশক্তি
Ⓒ সংবাদপত্র Ⓓ বুদ্ধিজীবী
Ans Ⓒ

10. নিরাপদ সড়ক পরিবহন আইনের খসড়া কত সালে প্রস্তাবিত হয়? [SHUBD-B : 19-20]
Ⓐ ২০১৬ Ⓑ ২০১৭
Ⓒ ২০১৮ Ⓓ ২০১৯
Ans Ⓒ

11. ডাক বিভাগের লেনদেনের জন্য চালু টাকার নাম- [JKKNIU-D : 18-19]
Ⓐ টাকা Ⓑ ডাক টাকা
Ⓒ টিকেট টাকা Ⓓ ডাটাকা
Ans Ⓑ

12. বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারপতি হিসেবে কর্মরত নন কে? [JKKNIU-D : 18-19]
Ⓐ বিচারপতি জিনাত আরা Ⓑ বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা
Ⓒ বিচারপতি আবু বকর সিদ্দিকী Ⓓ বিচারপতি মোঃ নুরুজ্জামান
Ans Ⓑ

13. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্যে কয়টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়? [SHUBD-A : 18-19]
Ⓐ ৩০ Ⓑ ৪০
Ⓒ ৫০ Ⓓ ৬০
Ans Ⓒ

14. বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- [SHUBD-A : 18-19]
Ⓐ ১৯৭১ সালে Ⓑ ১৯৭২ সালে
Ⓒ ১৯৭৩ সালে Ⓓ ১৯৭৪ সালে
Ans Ⓒ

15. বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন কত সালে প্রণীত হয়? [KU-A : 18-19]
Ⓐ ২০১০ Ⓑ ২০১১
Ⓒ ২০১২ Ⓓ ২০১৩
Ans Ⓐ

16. কততম সংসদ নির্বাচনে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা ব্যবহৃত হয়? [BRUR-A : 18-19]
Ⓐ ৭ম Ⓑ ১০ম
Ⓒ ৮ম Ⓓ ৯ম
Ans Ⓓ

17. ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের আপিল বিভাগে কতজন বিচারক ছিলেন? [BRUR-A : 18-19]
Ⓐ ৯ Ⓑ ৩
Ⓒ ১১ Ⓓ ৪
Ans Ⓓ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. 'গ্রন্থাগার অধিদপ্তর' কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
Ⓐ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় Ⓑ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
Ⓒ তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় Ⓓ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Ans Ⓐ

02. বাংলাদেশের পদমর্যাদার মানক্রমে জাতীয় সংসদের স্পিকার-এর স্থান কোনটি?
Ⓐ প্রথম Ⓑ তৃতীয়
Ⓒ দ্বিতীয় Ⓓ চতুর্থ
Ans Ⓑ

03. জাতীয় সংসদের ১নং আসনটি বাংলাদেশের কোন জেলায়?
Ⓐ কক্সবাজার Ⓑ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
Ⓒ পঞ্চগড় গুনা
Ans Ⓒ

04. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি লুই আই কানের জন্ম কোন দেশে?
Ⓐ এস্তোনিয়া Ⓑ সার্বিয়া
Ⓒ বুলগেরিয়া Ⓓ লিথুয়ানিয়া
Ans Ⓐ

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

- বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বল্পমেয়াদি সংসদ - ৬ষ্ঠ সংসদ।
- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় - রাষ্ট্রপতির নামে।
- প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি - জিয়াউর রহমান।
- জাতীয় সংসদের স্পিকার পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন এ পর্যন্ত মোট - ৪ জন। যথা- মোহাম্মদ উল্লাহ, আবদুর রহমান বিশ্বাস, জমিরউদ্দিন সরকার ও অ্যাড. আবদুল হামিদ।
- নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না - চতুর্থ সংসদে।

CamScanner

- **অধ্যাদেশ** - রাষ্ট্রপতি নিজে যে আইন জারি করেন তাকে অধ্যাদেশ বলে।
- **মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত বৈঠক হয়** - প্রতি সপ্তাহের সোমবার।
- **বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স** - ১৮ বছর।
- **বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম পূর্ণমেয়াদকালীন সংসদ** - সপ্তম সংসদ।
- **সংসদের আসন বেশি** - ঢাকা জেলায় (২০টি)।
- **সংসদ আসন কম** - তিন পার্বত্য জেলায় (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে) ১টি করে আসন।
- **জাতীয় সংসদের প্রথম মহিলা হুইপ** - সেগুফতা ইয়াসমিন এমিলি।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. **তত্ত্বাবধায়ক সরকার কার কাছে দায়বদ্ধ?** [NU-Business : 09-10]

Ⓐ প্রধানমন্ত্রী Ⓑ রাষ্ট্রপতি
Ⓒ স্পিকার Ⓓ আইনমন্ত্রী
Ans B

Part 3 সম্ভাব্য MCQ

01. **কোন সালে নারীরা প্রথম ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়?**

Ⓐ ১৯৯৫ সালে Ⓑ ১৯৯৬ সালে
Ⓒ ১৯৯৭ সালে Ⓓ ১৯৯৮ সালে
Ans C

02. **২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কয়জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন?**

Ⓐ ৬৯ Ⓑ ৩০
Ⓒ ২১ Ⓓ ১০
Ans A

03. **বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন কোন সালে অনুষ্ঠিত হয়?**

Ⓐ ১৯৭১ Ⓑ ১৯৭২
Ⓒ ১৯৭৩ ১৯৭৪
Ans C

04. **বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-**

Ⓐ ৭ মার্চ ১৯৭৩ Ⓑ ৭ জুন ১৯৭২
Ⓒ ৭ জানুয়ারি ১৯৭৪ Ⓓ ৭ মে ১৯৭২
Ans A

বাংলাদেশের বিখ্যাত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের ফলক উন্মোচন করা হয়** - ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (শহিদ শফিউরের পিতা কর্তৃক)।
- **কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের স্থপতি** - হামিদুর রহমান।
- **কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার অবস্থিত** - ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ গেইটের সামনে।
- **কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়** - ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের অবস্থান** - নবীনগর, সাভার, ঢাকা।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফলক সংখ্যা** - ৭টি।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা** - ৪৫.৭২ মিটার/১৫০ ফুট।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি** - সৈয়দ মাইনুল হোসেন।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের অপর নাম** - সম্মিলিত প্রয়াস।
- **অপরাজেয় বাংলা অবস্থিত** - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে।
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের ৭টি ফলক সংখ্যা স্বাধীনতার আন্দোলনে সাতটি পর্যায়কে প্রতীকায়িত করে-** ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।
- **অপরাজেয় বাংলার স্থপতি** - সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ।
- **অপরাজেয় বাংলা যার প্রতীক** - কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার নারী ও পুরুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ও বিজয়ের।
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য** - অপরাজেয় বাংলা।
- **তিন নেতার স্মৃতিসৌধ অবস্থিত** - কার্জন হল সংলগ্ন দোয়েল চত্বরের উত্তর দিকে।
- **তিন নেতার স্মৃতিসৌধের স্থপতি** - মাসুদ আহমেদ।
- **তিন নেতার স্মৃতিসৌধে শায়িত তিনজন বিখ্যাত নেতা** - শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দীন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- **সংশপ্তক ভাস্কর্যটি অবস্থিত** - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে।
- **সংশপ্তকের স্থপতি** - হামিদুজ্জামান খান।
- **'সংশপ্তক' শব্দের অর্থ** - সাহসী যোদ্ধা, যে যুদ্ধে আহত হয়েও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে না।
- **শিখা চিরন্তন অবস্থিত** - ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- **শিখা চিরন্তন প্রতিষ্ঠা করা হয়** - ২৬ মার্চ ১৯৯৭ (স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে)।
- **সাবাশ বাংলাদেশ ভাস্কর্যের অবস্থান** - রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতিহার সবুজ চত্বরে প্রধান ফটকের বাঁয়ে মুক্তাঙ্গনের উত্তর পাশে।
- **স্থপতি** - নিতুন কুণ্ডু
- **ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করেন** - শহিদ জননী জাহানারা ইমাম।
- **ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করা হয়** - ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।
- **মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ অবস্থিত** - মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে।
- **স্থপতি** - তানভীর কবির।
- **স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়** - ১০ এপ্রিল ১৯৭১ গঠিত অস্থায়ী সরকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।
- **স্মৃতিসৌধে মোট ফলকের সংখ্যা** - ২৩টি।
- **স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন করা হয়** - ১৭ এপ্রিল ১৯৮৭।
- **অমর একুশে ভাস্কর্যটির অবস্থান** - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত ভাস্কর্যটির স্থপতি শিল্পী জাহানারা পারভীন।
- **গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার অবস্থিত** - রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর স্থপতি মৃণাল হক।
- **বাংলা একাডেমিতে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যের নাম** - মোদের গরব (শিল্পী অখিল পাল)। ভাস্কর্যের মডেল ভাষা শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিউর।
- **মধুস্মৃতি ভাস্কর্য অবস্থিত** - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু সংলগ্ন মধুর ক্যান্টিনের সামনে। এর স্থপতি তৌফিক হোসেন খান। ভাস্কর্যটি স্মৃতি বহন করছে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত রেস্তোরাঁর মালিক মধুসূদন (মধুদা) এর।
- **বঙ্গবন্ধু মন্যুমেন্ট ফোয়ারা অবস্থিত** - গুলিস্তান, ঢাকা। এর স্থপতি সিরাজুল ইসলাম। এতে পাপড়ির সংখ্যা ৭টি, যা ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠের স্মৃতি বহন করে।
- **জাগ্রত চৌরঙ্গী স্মৃতিসৌধ অবস্থিত** - গাজীপুর চৌরাস্তায়। এর স্থপতি আবদুর রাজ্জাক। ১৯৭৩ সালে নির্মিত এই ভাস্কর্যটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য।
- **দেশের বাইরে প্রথম ভাষা স্মৃতিসৌধ অবস্থিত** - সিডনি (অস্ট্রেলিয়া)। ভাষা স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন করা হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৬। স্মৃতিসৌধটির স্থপতি ড. ডেভিড নিভেন।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. **জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফলক কয়টি?** [NU-Science : 09-10]

Ⓐ ৫টি Ⓑ ৭টি
Ⓒ ৯টি Ⓓ ১০টি
Ans B

CamScanner

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. সিউল অলিম্পিক পার্কে স্থান পাওয়া 'স্টেপস' ভাস্কর্যটির স্থপতি কে? [BSMRSTU-D : 19-20]
Ⓐ নভেরা আহমেদ Ⓑ হামিদুজ্জামান খান
Ⓒ আবদুল্লাহ খালেদ Ⓓ সুলতানুল ইসলাম Ans Ⓑ

02. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে? [HSTU-D : 19-20]
Ⓐ মৃনাল হক Ⓑ তানভীর আহমেদ
Ⓒ নিতুন কুন্ডু Ⓓ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ Ans Ⓑ

03. 'সংশপ্তক' ভাস্কর্য অবস্থিত যে বিশ্ববিদ্যালয়ে– [RUB : 19-20]
Ⓐ জাহাঙ্গীরনগর Ⓑ রাজশাহী Ⓒ খুলনা Ⓓ জগন্নাথ Ans Ⓐ

04. 'পতাকা-৭১' কোথায়? [BRUR-A : 19-20]
Ⓐ নারায়ণগঞ্জে Ⓑ মুন্সিগঞ্জে
Ⓒ গোপালগঞ্জে Ⓓ টাঙ্গাইলে Ans Ⓑ

05. জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে? [JKKNIU-E : 19-20]
Ⓐ আবদুর রাজ্জাক Ⓑ তানভীর কবির
Ⓒ নিতুন কুণ্ডু Ⓓ মঈনুল হোসেন Ans Ⓓ

06. 'সাবাশ বাংলাদেশ' ভাস্কর্যটির অবস্থান - [KU-A : 18-19]
Ⓐ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় Ⓑ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
Ⓒ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় Ⓓ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় Ans Ⓐ

07. 'সংশপ্তক' ভাস্কর্যটির স্থপতি কে? [JKKNIU-AP : 18-19]
Ⓐ হামিদুজ্জামান খান Ⓑ মৃণাল হক
Ⓒ নিতুন কুণ্ডু Ⓓ জাহানারা পারভীন Ans Ⓐ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. কোনটি মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নয়?
Ⓐ অপারেজয় বাংলা Ⓑ বিজয় ৭১
Ⓒ সাবাস বাংলাদেশ Ⓓ রাজু ভাস্কর্য Ans Ⓓ

02. সাদৃশ্য বিবেচনা করে সঠিক উত্তরটি বাছাই কর।
ঘোপার্জিত স্বাধীনতা : — :: সাবাশ বাংলাদেশ : নিতুন কুণ্ডু
Ⓐ শামীম সিকদার Ⓑ সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ
Ⓒ নভেরা আহমেদ Ⓓ অলক রায় Ans Ⓐ

03. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্মিত 'সাবাস বাংলাদেশ' ভাস্কর্যটির শিল্পী কে?
Ⓐ নিতুন কুণ্ডু Ⓑ হামিদুজ্জামান
Ⓒ মৃণাল হক Ⓓ শামীম সিকদার Ans Ⓐ

04. নভেরা আহমেদ কোন ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন?
Ⓐ স্থাপত্য Ⓑ স্থাপচিত্র Ⓒ সাহিত্য Ⓓ ভাস্কর্য Ans Ⓓ

05. 'মুর্যাল'-এর অর্থ–
Ⓐ কোলাজ Ⓑ দেয়ালচিত্র Ⓒ পাতায় আঁকা চিত্র Ⓓ নকশা Ans Ⓑ

06. রাজু ভাস্কর্য-র স্থপতি কে?
Ⓐ শামীম সিকদার Ⓑ শ্যামল চৌধুরী
Ⓒ রাশা Ⓓ হামিদুর রহমান Ans Ⓑ

07. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে অবস্থিত অপরাজেয় বাংলা-র ভাস্কর কে?
Ⓐ সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ Ⓑ হামিদুর রহমান
Ⓒ নভেরা আহমদ Ⓓ শামীম সিকদার Ans Ⓐ

08. অপরাজেয় বাংলা-র ভাস্কর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন?
Ⓐ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় Ⓑ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
Ⓒ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় Ⓓ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় Ans Ⓒ

বাংলাদেশের বিখ্যাত স্থান ও স্থাপনা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বাংলাদেশের প্রাচীন বিহার

- **সীতাকোট বিহার :** দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন এই বৌদ্ধ বিহারটি খ্রিষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে নির্মিত।
- **মহামুনি বিহার :** চট্টগ্রামের রাউজানে অবস্থিত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিকট একটি ঐতিহ্যবাহী তীর্থস্থান।
- **সোমপুর মহাবিহার :** নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত। এটি বৌদ্ধ সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এর অপর নাম পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার। পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল ৮ম শতকে এই বিহারটি নির্মাণ করেন। পাহাড়পুর মহাবিহারকে প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি সংস্করণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিহার আবিষ্কার করেন। ১৯৮৫ সালে এটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যে স্থান পায়।
- **জগদ্দল বিহার :** নওগাঁয় অবস্থিত। রাজা রামপালের শাসনামলে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার।
- **শালবন বিহার :** কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অবস্থিত। দেব বংশের রাজা রাজাধিরাজ শ্রীভবদেব কর্তৃক ৮ম শতকে নির্মিত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। এর পূর্বনাম ভবদেব মহাবিহার।
- **আনন্দ বিহার :** কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অবস্থিত। এটি রাজা আনন্দদেব কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।
- **রাজবন বৌদ্ধ বিহার :** রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই হ্রদের তীরে অবস্থিত। এটি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী স্থান।
- **ভাসু বিহার :** বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার একটি বিখ্যাত স্থান।
- **বিক্রমপুর বৌদ্ধ বিহার :** মুন্সিগঞ্জের রামপাল ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামে সম্প্রতি এই বৌদ্ধ বিহারটি আবিষ্কৃত হয়।

বিখ্যাত মসজিদ, মন্দির ও রাজবাড়ী

বিনত বিবির মসজিদ
- প্রাক-মোগল আমলে নির্মিত ঢাকা শহরের প্রাচীনতম মসজিদ।
- নারিন্দা পুলের উত্তর দিকে অবস্থিত।
- এই মসজিদটি ১৪৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসনামলে মারহামাতের কন্যা মুসাম্মৎ বখত বিনত বিবি এটি নির্মাণ করেন।

মুসা খান মসজিদ
- ঢাকা শহরের প্রাক-মোগল আমলের একটি মসজিদ।
- এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের নিকটে কার্জন হলের পিছনে অবস্থিত।
- ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ এটি নির্মাণ করেন।

ছোট সোনা মসজিদ
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানায় অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ।
- সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি:) নির্মিত হয়।

বাঘা মসজিদ
- রাজশাহী জেলায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত মসজিদ।
- ১৫২৩ সালে সুলতান নুসরাত শাহ এটি নির্মাণ করেন।
- ৫০ টাকার নোটে এই মসজিদের ছবি আছে।

কুসুম্বা মসজিদ
- নওগাঁ জেলার মান্দা থানার কুসুম্বা গ্রামের একটি প্রাচীন মসজিদ।
- শূর বংশের শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের আমলে সুলাইমান নামের একব্যক্তি ১৫৫৮-১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন।

চকবাজার শাহী মসজিদ
- ঢাকা শহরের চকবাজারে অবস্থিত একটি মোগল আমলের মসজিদ।
- মোগল সুবেদার শায়েস্তা খান ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন।

CamScanner

সাত গম্বুজ মসজিদ

- সাত গম্বুজ ঢাকার জাফরাবাদ এলাকায় অবস্থিত।
- মসজিদে চারটি মিনার + তিনটি গম্বুজ = মোট সাত, এই কারণে মসজিদের নাম হয়েছে 'সাত গম্বুজ মসজিদ'।
- ১৬৮০ সালে মোগল সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে তার পুত্র উমিদ খাঁ মসজিদটি নির্মাণ করেন।

তারা মসজিদ

- তারা মসজিদ পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় আবুল খয়রাত রোডে অবস্থিত।
- এটি নির্মিত হয় ১৮ শতকের শেষের দিকে।
- মির্জা গোলাম পীর (অন্য নাম মির্জা আহমদ জান) এটি নির্মাণ করেন।
- ১৯২৬ সালে আলি জান ব্যাপারী মসজিদটি সংস্কার করেন।

বায়তুল মোকাররম

- ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ।
- ১৯৬০ সালে নির্মিত এই মসজিদটি বর্তমানে বিশ্বের দশম বৃহত্তম মসজিদ।
- মসজিদটির স্থপতি হলেন আবুল হোসেন মোহাম্মদ থারিয়ানী।

বিখ্যাত মন্দির

ঢাকেশ্বরী মন্দির

- ঢাকা শহরের পলাশি ব্যারাক এলাকায় অবস্থিত একটি সুপ্রাচীন মন্দির।
- ধারণা করা হয় সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন।

কান্তজিউ মন্দির

- কান্তজিউ মন্দির বা কান্তজির মন্দির বা কান্তনগর মন্দির দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার ঢেঁপা নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন মন্দির।
- এটি নবরত্ন মন্দির নামেও পরিচিত কারণ তিনতলা বিশিষ্ট এ মন্দিরে নয়টি চূড়া বা রত্ন ছিল।
- মহারাজা প্রাণনাথ রায় এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন।
- তাঁর পোষ্যপুত্র রামনাথ ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন।

গুরুদুয়ারা নানকশাহী

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত।

আদিনাথ মন্দির

- মহেশখালী, কক্সবাজার

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. ময়নামতি কোন সভ্যতার নিদর্শন? [NU-Science : 09-10]
Ⓐ বৌদ্ধ Ⓑ হিন্দু
Ⓒ মুসলিম Ⓓ খ্রিষ্টান **Ans A**

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. টেরাকোটা কী? [GST-B : 21-22]
Ⓐ মাটির ফলক Ⓑ পোড়ামাটির ফলক
Ⓒ লাল ইট Ⓓ প্লাস্টিক সামগ্রী **Ans B**

02. ভরতভায়না বিহার কোথায় অবস্থিত? [BSMRSTU-D : 19-20]
Ⓐ যশোর Ⓑ বগুড়া
Ⓒ রাজশাহী Ⓓ দিনাজপুর **Ans A**

03. 'হলুদ বিহার' কোথায় অবস্থিত? [BRUR-A : 19-20]
Ⓐ কুমিল্লা Ⓑ বগুড়া
Ⓒ নওগাঁ Ⓓ দিনাজপুর **Ans C**

04. 'পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার' -এর নির্মাতা কে? [JKKNIU-D : 19-20]
Ⓐ রামপাল Ⓑ ধর্মপাল
Ⓒ চন্দ্রপাল Ⓓ আদিশুর **Ans B**

05. উয়ারী বটেশ্বর কোন ধরনের নগর ছিল বলে মনে করা হয়? [NSTU-D : 18-19]
Ⓐ শিক্ষা নগর Ⓑ সাংস্কৃতিক নগর
Ⓒ শিল্প নগর Ⓓ বাণিজ্য নগর **Ans D**

06. কান্তজী মন্দির কোথায় অবস্থিত? [NSTU-D : 18-19]
Ⓐ বগুড়া Ⓑ রংপুর
Ⓒ নারায়ণগঞ্জ Ⓓ দিনাজপুর **Ans D**

07. রামসাগর কোথায় অবস্থিত? [NSTU-E : 18-19]
Ⓐ দিনাজপুরে Ⓑ অযোধ্যায়
Ⓒ কক্সবাজারে Ⓓ কুয়াকাটায় **Ans A**

08. 'আনন্দ বিহার' কোথায় অবস্থিত? [JUST-F : 18-19]
Ⓐ সিলেট Ⓑ চট্টগ্রাম
Ⓒ কুমিল্লা দিনাজপুর **Ans C**

09. সোনারগাঁয়ে নারিকেল দুর্গ কে নির্মাণ করেন? [BSMRSTU-D : 18-19]
Ⓐ ঈসা খাঁ Ⓑ তিতুমীর
Ⓒ তুঘরিল তুঘান Ⓓ মুসা খাঁ **Ans A**

10. নুসরাত শাহের 'আশরাফপুর শিলালিপি' কোন হরফে লেখা? [BSMRSTU-E : 18-19]
Ⓐ আরবি Ⓑ ফার্সি
Ⓒ তুঘরা Ⓓ হিন্দি **Ans A**

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. কোনটি পাল আমলের প্রত্ন নিদর্শন?
Ⓐ বান্দরবান বৌদ্ধ বিহার Ⓑ সোমপুর বিহার
Ⓒ কান্তজির মন্দির Ⓓ উয়ারী বটেশ্বর **Ans B**

02. সোমপুর বিহার বিখ্যাত হওয়ার কারণ এটি ছিল-
Ⓐ বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রস্থল Ⓑ শিল্প সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র
Ⓒ রাজধানীর সৌন্দর্য Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans A**

03. ঢাকায় অবস্থিত 'লালবাগ কেল্লা' নির্মাণ শুরু করেছিলেন কে?
Ⓐ শাহ সুজা Ⓑ আযম শাহ
Ⓒ টিপু সুলতান Ⓓ ইসলাম খান **Ans B**

04. বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রত্নস্থান কোনটি?
Ⓐ ময়নামতি Ⓑ মহাস্থানগড়
Ⓒ পাহাড়পুর Ⓓ উয়ারী-বটেশ্বর **Ans B**

05. মহাস্থানগড়ে কোন ঐতিহাসিক যুগের প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে—
Ⓐ পাল Ⓑ সেন
Ⓒ গুপ্ত Ⓓ মৌর্য **Ans D**

06. 'কান্তজীউ মন্দির' কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ দিনাজপুর Ⓑ চট্টগ্রাম
Ⓒ বগুড়া Ⓓ সিলেট **Ans A**

07. কুমিল্লার ময়নামতিতে নির্মিত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার কোন রাজবংশের পরিচায়ক?
Ⓐ দেব Ⓑ সেন
Ⓒ পাল Ⓓ গুপ্ত **Ans A**

CamScanner

বাংলাদেশের প্রথম, বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম দীর্ঘতম, শ্রেষ্ঠতম ও অন্যান্য

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

প্রথম নিয়োগ/নির্বাচিত প্রসঙ্গ

প্রথম রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	প্রথম নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস
প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল	এম এইচ খন্দকার
প্রথম প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ	সেনাবাহিনীর প্রথম প্রধান	এম এ জি ওসমানী
প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	এএইচএম কামারুজ্জামান	হাইকোর্টের প্রথম বিচারপতি	সৈয়দ মাহমুদ
প্রথম অর্থমন্ত্রী	ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী	প্রথম স্পিকার (গণ পরিষদের)	শাহ আবদুল হামিদ
প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ	প্রথম স্পিকার (জাতীয় সংসদের)	মোহাম্মদ উল্লাহ
প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ	ঢাবি'র প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর	স্যার পি জে হার্টগ
প্রথম প্রধান বিচারপতি	এএসএম সায়েম	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর	এএন হামিদুল্লাহ

প্রথম নারী প্রসঙ্গ

প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী	বেগম খালেদা জিয়া	প্রথম নারী হুইপ	সেগুফতা ইয়াসমিন এমিলি
প্রথম নারী বিরোধীদলীয় নেত্রী	শেখ হাসিনা	প্রথম নারী মেয়র	সেলিনা হায়াৎ আইভি
প্রথম নারী স্পিকার	শিরীন শারমিন চৌধুরী	প্রথম নারী উপাচার্য(জাবি)	অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম
প্রথম নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	সাহারা খাতুন	এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম নারী	নিশাত মজুমদার
প্রথম নারী ওসি	হোসনে আ । বেগম	সেভেন সামিট জয়ী প্রথম নারী	ওয়াজফিয়া নাজরিন

খেলাধুলা সংক্রান্ত প্রথম

টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক	নাঈমুর রহমান দূর্জয়	প্রথম ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ জয়	জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে
জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক	শামীম কবির	জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক	জাকারিয়া পিন্টু
বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম অংশগ্রহণ	১৯৯৯ সালে	মহিলা ক্রিকেট লীগে চ্যাম্পিয়ন দল	ভোলা জেলা
প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা	ভারতের বিপক্ষে	টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ডবল সেঞ্চুরি	মুশফিকুর রহিম

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রথম ইকোপার্ক	চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে	প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র	সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্র
প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন	কুদরত-ই-খুদা কমিশন	বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কনকারী	মেজর জেমস রেনেল
প্রথম শান্তিনিবাস	টেপাখোলা, ফরিদপুর	প্রথম সুপার কম্পিউটার	নয়ন
প্রথম ফ্লাইওভার	মহাখালী	প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন	২ মার্চ ১৯৭১	প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম	কচুবাড়ি, কৃষ্টপুর, ঠাকুরগাঁও
প্রথম পানিশোধন প্রকল্প	চাঁদনিঘাট, ঢাকা	প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা	মাগুরা
প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	প্রথম ট্যাবলয়েড পত্রিকা	দৈনিক মানবজমিন
প্রথম বাণিজ্য জাহাজ	বাংলার দূত	এভারেস্ট জয়ী প্রথম বাংলাদেশি	মুসা ইব্রাহিম

বাংলাদেশের বৃহত্তম

বৃহত্তম শহর	ঢাকা	বৃহত্তম স্টেডিয়াম	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা
বৃহত্তম জেলা	রাঙ্গামাটি (আয়তনে)	বৃহত্তম রেল স্টেশন	কমলাপুর রেল স্টেশন
বৃহত্তম জাদুঘর	জাতীয় জাদুঘর	বৃহত্তম পার্ক	রমনা পার্ক
বৃহত্তম দ্বীপ	ভোলা	বৃহত্তম কনটেইনার জাহাজ	বাংলার দূত
বৃহত্তম সিনেমা হল	মনিহার (যশোর)	বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র
বৃহত্তম হাসপাতাল	ঢা.মে. কলেজ হাসপাতাল	বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বৃহত্তম হোটেল	ইন্টার কন্টিনেন্টাল	বৃহত্তম গ্রন্থাগার	সুফিয়া কামাল লাইব্রেরি
বৃহত্তম বনভূমি (এককভাবে)	সুন্দরবন	বৃহত্তম মেডিক্যাল কলেজ	ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ
বৃহত্তম বাঁধ	কাপ্তাই বাঁধ	বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল	সুন্দরবন
বৃহত্তম হাওড়	হাকালুকি (মৌলভীবাজার)	বৃহত্তম স্মৃতিসৌধ	জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার
বৃহত্তম গ্রাম	বানিয়াচং (হবিগঞ্জ)	বৃহত্তম সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র	বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের দীর্ঘতম

দীর্ঘতম মানুষ	পরিমল বর্মন	দীর্ঘতম নদ	ব্রহ্মপুত্র
দীর্ঘতম সড়ক সেতু	পদ্মা সেতু (৬.১৫ কিলোমিটার)	দীর্ঘতম নদী	পদ্মা (৩৪১ কিলোমিটার)
দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত	কক্সবাজার (১২০ কিলোমিটার)	দীর্ঘতম রেল সেতু (এককভাবে)	হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (৫৮৯৪ ফুট)

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম

ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন	হাজীপুর, ভোলা	ক্ষুদ্রতম থানা (জনসংখ্যায়)	বিমানবন্দর (ঢাকা)
ক্ষুদ্রতম বিভাগ	ময়মনসিংহ	ক্ষুদ্রতম পাখি	হামিংবার্ড
ক্ষুদ্রতম জেলা (জনসংখ্যায়)	বান্দরবান	ক্ষুদ্রতম জেলা (আয়তনে)	নারায়ণগঞ্জ
ক্ষুদ্রতম থানা (আয়তনে)	কোতোয়ালী (ঢাকা)	ক্ষুদ্রতম উপজেলা (জনসংখ্যায়)	থানচি (বান্দরবান)

বাংলাদেশের উচ্চতম

উচ্চতম ভবন	সিটি সেন্টার ভবন (৩৭ তলা)	উচ্চতম পাহাড়	গারো পাহাড়
উচ্চতম বৃক্ষ	বৈলাম বৃক্ষ (প্রায় ২৪০ ফুট/ ৬১ মিটার)	উচ্চতম শৃঙ্গ	তাজিংডং/বিজয় (বান্দরবান)

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশের প্রথম কোন ব্যক্তি এভারেস্ট জয় করেন? [NU-Science : 11-12]

Ⓐ মুসা আকন্দ Ⓑ সানাউল হক
Ⓒ মুসা ইব্রাহিম Ⓓ খালিদ হোসেন
Ans C

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. প্রথম বাঙালি নারী কবি কে? [HSTU-D : 19-20]

Ⓐ সুফিয়া কামাল Ⓑ বেগম রোকেয়া
Ⓒ চন্দ্রাবতী Ⓓ মমতাজ বেগম
Ans C

CamScanner

02. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে? [JKKNIU-D : 19-20]
Ⓐ বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী
Ⓑ বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী
Ⓒ বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ
Ⓓ বিচারপতি আবু সা'দত মো: সায়েম
Ans Ⓓ

03. কোন বাংলাদেশি নারী অভিযাত্রী সর্বপ্রথম এভারেস্ট জয় করেন? [SHUBD-B : 19-20]
Ⓐ ওয়াসফিয়া নাজরীন Ⓑ অরুনিমা সিনহা
Ⓒ নিশাত মজুমদার Ⓓ নিমা হেমজি শেরপা
Ans Ⓒ

04. বাংলাদেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী ছিলেন - [IU-B : 18-19]
Ⓐ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Ⓑ তাজউদ্দীন আহমেদ
Ⓒ সৈয়দ নজরুল ইসলাম Ⓓ এম এ জি ওসমানী
Ans Ⓑ

05. বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা কোনটি? [BRUR-A : 18-19]
Ⓐ ঢাকা Ⓑ রাজশাহী Ⓒ যশোর Ⓓ সিলেট
Ans Ⓒ

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার-
Ⓐ বিচারপতি সাদেক Ⓑ এম ইদ্রিস
Ⓒ এটিএম মাসউদ Ⓓ বিচারপতি সাত্তার
Ans Ⓑ

02. বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি?
Ⓐ তাহমিনা বেগম Ⓑ নাজমুন আরা সুলতানা
Ⓒ জাকিয়া সুলতানা Ⓓ আনিসা হামিদ
Ans Ⓑ

03. বাংলাদেশ সোর্ড অব অনার পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম নারী-
Ⓐ রাজিয়া সুলতান Ⓑ তারমন বিবি
Ⓒ মারিয়া ইসলাম Ⓓ মারজিয়া ইসলাম
Ans Ⓓ

04. বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর–
Ⓐ চট্টগ্রাম Ⓑ বেনাপোল
Ⓒ হিলি Ⓓ সোনা মসজিদ
Ans Ⓑ

05. বাংলাদেশের প্রথম নারী নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন?
Ⓐ রোকেয়া হায়দার Ⓑ বেগম কবিতা খানম
Ⓒ মাহফুজা খানম Ⓓ সাদেকা হালিম
Ans Ⓑ

06. বাংলাদেশের প্রথম নারী মেয়র কে?
Ⓐ সেলিনা হায়াত আইভি Ⓑ মেহের আফরোজ চুমকি
Ⓒ পান্না কায়সার Ⓓ কবরী সারোয়ার
Ans Ⓐ

07. ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার দাপ্তরিক ভাষার সংখ্যা -
Ⓐ ১ টি Ⓑ ২টি
Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি
Ans Ⓒ

08. মহিলাদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী কে?
Ⓐ নিশাত মজুমদার Ⓑ ওয়াশফিয়া নাজরীন
Ⓒ আইরিন হক Ⓓ সাদিয়া শারমিন শম্পা
Ans Ⓐ

09. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?
Ⓐ আবদুর রউফ Ⓑ এ.এস.এম সায়েম
Ⓒ এ.বি.এম খায়রুল হক Ⓓ এদের কেউ নন
Ans Ⓑ

বাংলাদেশের জাদুঘর পরিচিতি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জাতীয় জাদুঘরের পূর্বনাম কী- ঢাকা জাদুঘর।
- 'গণহত্যা জাদুঘর' অবস্থিত- খুলনা।
- শিল্পী জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালাটি অবস্থিত- ময়মনসিংহে।
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার কোন এলাকায় অবস্থিত- আগারগাঁও।
- বরেন্দ্র জাদুঘর অবস্থিত- রাজশাহী।
- বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর অবস্থিত- সোনারগাঁও।
- বাংলাদেশে ডাক জাদুঘরটি অবস্থিত- ঢাকায়।
- লালন জাদুঘর কোথায় অবস্থিত- কুষ্টিয়া।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত? [NU-Science : 10-11]
Ⓐ শাহবাগে Ⓑ সোনার গাঁয়ে
Ⓒ চট্টগ্রামে Ⓓ কুষ্টিয়ায়
Ans Ⓑ

Part 3 সম্ভাব্য MCQ

01. ঢাকা সেনানিবাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার স্মৃতিবিজড়িত জাদুঘর?
Ⓐ বঙ্গবন্ধু জাদুঘর Ⓑ বিজয় কেতন জাদুঘর
Ⓒ বীরশ্রেষ্ঠ জাদুঘর Ⓓ ঢাকা সেনানিবাস জাদুঘর
Ans Ⓑ

02. ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত 'বজ্রসত্ত্ব' ভাস্কর্যটির উপকরণ কী?
Ⓐ কাঠ Ⓑ পাথর
Ⓒ পোড়ামাটি Ⓓ ধাতু
Ans Ⓓ

03. শিল্পী জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
Ⓐ ১৯৭৫ সালে Ⓑ ১৯৭৬ সালে
Ⓒ ১৯৭৭ সালে Ⓓ ১৯৭৬ সালে
Ans Ⓐ

04. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি কোন সালে স্থাপিত হয়?
Ⓐ ১৯৯৪ সালে Ⓑ ১৯৯৬ সালে
Ⓒ ১৯৯৫ সালে Ⓓ ১৯৯৩ সালে
Ans Ⓑ

05. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর কোনটি?
Ⓐ জাতীয় জাদুঘর Ⓑ ঢাকা নগর জাদুঘর
Ⓒ এশিয়াটিক সোসাইটি জাদুঘর Ⓓ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর
Ans Ⓓ

06. ঢাকা সেনানিবাসস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নাম কী?
Ⓐ বিজয় কেতন Ⓑ স্বাধীনতা কেতন
Ⓒ স্বাধীন সুন্দর Ⓓ বিজয় বাংলা
Ans Ⓐ

07. বাংলাদেশের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রথম সংবাদ পাঠিকার নাম কী?
Ⓐ অপরাজিতা Ⓑ শ্যামলী
Ⓒ অঞ্জনা Ⓓ কৃষ্ণকলি
Ans Ⓐ

08. জাতীয় জাদুঘর কোন পরিচয় বহন করে?
Ⓐ জাতিসত্তা Ⓑ আত্মপরিচয়
Ⓒ স্থাপত্য Ⓓ ইতিহাস
Ans Ⓐ

CamScanner

বাংলাদেশের বিখ্যাত অপারেশন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশ CTBT চুক্তিতে স্বাক্ষর করে - ২৪ অক্টোবর ১৯৯৬ (১২৯তম দেশ হিসেবে)।
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তি অনুমোদন করে - ৮ মার্চ ২০০০ (২৮তম দেশ হিসেবে)।
- বাংলাদেশ মাইন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে - ৮ মে ১৯৯৯ (১২৬তম দেশ হিসেবে)।
- ঢাকা-কলকাতা বাস চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১৭ জুন ১৯৯৯।
- ভারত-বাংলাদেশ ট্রেন চলাচল চুক্তি স্বাক্ষর করে - ২০০০ সালে (মৈত্রী এক্সপ্রেস)।
- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে প্রথম চুক্তি সম্পাদিত হয় - ২৮ এপ্রিল ১৯৯২।
- বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে আসামি প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১২ নভেম্বর ১৯৯৮।
- বাংলাদেশ Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) চুক্তি স্বাক্ষর করে - ৩১ আগস্ট ১৯৭৯।
- বাংলাদেশের বন্দি বিনিময় চুক্তি আছে - ভারত ও থাইল্যান্ডের সাথে।
- বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে HANA চুক্তি স্বাক্ষর করে - ১৯৯৮ সালের আগস্টে।

আলোচিত অপারেশনসমূহ

- **অপারেশন সার্চ লাইট :** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরিচালিত নির্মম হত্যাযজ্ঞ।
- **অপারেশন জ্যাকপট :** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৫ আগস্ট ১৯৭১ পাকিস্তানি নৌ-শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য মুক্তিবাহিনীর পরিচালিত অভিযান।
- **অপারেশন ক্লোজ ডোর :** ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর অবৈধ অস্ত্র জমা নেয়ার অভিযান।
- **অপারেশন মান্না :** ১৯৯১ সালে উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ব্রিটিশ রাজকীয় নৌ-বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ত্রাণ কার্যক্রম।
- **অপারেশন সি এঞ্জেল :** ১৯৯১ সালে উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় মার্কিন টাস্কফোর্স কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ ত্রাণ ও পুনর্বাসন অভিযান।
- **অপারেশন ক্লিন হার্ট :** বাংলাদেশে যৌথ বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান। এর স্থায়িত্বকাল ১৬ অক্টোবর ২০০২ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত।
- **অপারেশন নবযাত্রা :** বাংলাদেশে নির্ভুল ভোটার আই-ডি কার্ড প্রস্তুতের কার্যক্রমের সাংকেতিক নাম।
- **অপারেশন থান্ডার বোল্ট :** ২ জুলাই ২০১৬ গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরায় জিম্মিদের উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর পরিচালিত অভিযান।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? [NU-Humanities : 11-12]

Ⓐ ১৯৯৬ সালে Ⓑ ১৯৯৭ সালে
Ⓒ ১৯৯৮ সালে Ⓓ ২০০১ সালে **Ans B**

02. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করেছিলো যে নামে— [NU-Business : 13-14]

Ⓐ অপারেশন ক্লোজড ডোর Ⓑ অপারেশন সার্চ লাইট
Ⓒ অপারেশন জ্যাকপট Ⓓ অপারেশন ক্লিন হার্ট **Ans B**

Part 3 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিগত প্রশ্নোত্তর

01. "ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়"— গানটির রচয়িতা কে? [GST-B : 23-24]

Ⓐ মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী Ⓑ আব্দুল গাফফার চৌধুরী
Ⓒ আলাউদ্দীন আল আজাদ Ⓓ আব্দুল লতিফ **Ans D**

02. পার্বত্য শান্তিচুক্তি ১৯৯৭ সালের কত তারিখে স্বাক্ষরিত হয়? [KU-B : 19-20]

Ⓐ ১২ নভেম্বর Ⓑ ২ ডিসেম্বর
Ⓒ ১৬ ডিসেম্বর Ⓓ ২৫ ডিসেম্বর **Ans B**

Part 4 সম্ভাব্য MCQ

01. 'অপারেশন নবযাত্রা' কী?

Ⓐ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মাদক নির্মূল অভিযান
Ⓑ সুনামি-সৃষ্ট ক্ষতিতে বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে সাহায্য অভিযান
Ⓒ ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের কর্মসূচি
Ⓓ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পরিচালিত অভিযান **Ans C**

02. 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' কোন সালের ঘটনা?

Ⓐ ২০০০ Ⓑ ২০০১
Ⓒ ২০০২ Ⓓ ২০০৩ **Ans C**

03. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কোন তারিখে?

Ⓐ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ Ⓑ ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬
Ⓒ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭ Ⓓ ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ **Ans D**

04. পাহাড়ি জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন?

Ⓐ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা Ⓑ রাজা দেবাশীষ রায়
Ⓒ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা Ⓓ মণি স্বপন দেওয়া **Ans C**

05. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?

Ⓐ ২৫ মার্চ ১৯৭২ Ⓑ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
Ⓒ ১২ জুলাই ১৯৯৬ Ⓓ ২ নভেম্বর ২০০১ **Ans B**

06. কবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর হয়?

Ⓐ ১৯ মার্চ ১৯৭২ Ⓑ ১৯ মার্চ ১৯৭৩
Ⓒ ২৭ মার্চ ১৯৭৩ Ⓓ ২৬ মার্চ ১৯৭৪ **Ans A**

07. ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহনের বাংলাদেশ সফরে যে বিষয়ে চুক্তি হয়নি

Ⓐ শুল্ক মুক্ত পোশাক রপ্তানি
Ⓑ ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি
Ⓒ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা
Ⓓ বাঘ রক্ষা **Ans B**

08. বিডিআর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়-

Ⓐ ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ Ⓑ ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮
Ⓒ ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ Ⓓ ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ **Ans D**

CamScanner

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিশ্ব ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ (World Heritage Site and Bangladesh)

বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে	ইউনেস্কো (UNESCO)
প্রথম বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয়	১৯৭৮ সালে
পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয়	১৯৮৫ সালে (৩২২তম)
ষাট গম্বুজ মসজিদকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয়	১৯৮৫ সালে
সবচেয়ে বড় টাইডাল বন	সুন্দরবন
সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয়	৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭ (৭৯৮ তম)।

আঞ্চলিক গান

গান	অঞ্চল ও অন্যান্য তথ্য
গম্ভীরা	• চাঁপাইনবাবগঞ্জ • শিবের অপর নাম গম্ভীরা। শিবকে বন্দনা করে গাওয়া হতো।
চটকা	রংপুর
ভাটিয়ালি	ময়মনসিংহ ও সিলেট
ভাওয়াইয়া	• রংপুর ও ভারতের কুচবিহার • এ গানটি তিস্তা ও ধরলা নদীর সাথে সম্পর্কিত
টপ্পা	প্রবর্তক নিধু বাবু
দেওয়ানা মদিনা	মনসুর বয়াতি (প্রবর্তক)
পাঁচালি গান	• শক্তিশালী কবি দাশরথি রায় (প্রবর্তক)
আলকাপ	রাজশাহী
সাম্পান ভাণ্ডারী	চট্টগ্রাম

বিবিসির জরিপে শ্রেষ্ঠ বাংলা গান

প্রথম: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি
শিল্পী: সমবেত কণ্ঠ **গীতিকার:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গগণ হরকরার একটি গানের সুর অনুকরণে)

তৃতীয়: আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
শিল্পী: আবদুল লতিফ **গীতিকার:** আবদুল গাফফার চৌধুরী
সুরকার: আলতাফ মাহমুদ

পঞ্চম: এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
শিল্পী: রেবেকা সুলতানা **গীতিকার:** গোবিন্দ হালদার
সুরকার: আপেল মাহমুদ

সপ্তম: মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি
শিল্পী: আপেল মাহমুদ **গীতিকার:** গোবিন্দ হালদার
সুরকার: আপেল মাহমুদ

পঞ্চদশ: একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়
শিল্পী: শাহনাজ রহমতউল্লাহ **গীতিকার:** গাজী মাজহারুল আনোয়ার
সুরকার: আনোয়ার পারভেজ

ষোড়শ: কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
শিল্পী: কাজী নজরুল ইসলাম **গীতিকার:** কাজী নজরুল ইসলাম
সুরকার: কাজী নজরুল ইসলাম

উনবিংশ: একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল
শিল্পী: শাহনাজ রহমতউল্লাহ **গীতিকার:** গাজী মাজহারুল আনোয়ার
সুরকার: আনোয়ার পারভেজ

- UNESCO ঘোষিত নির্বস্তুক বা অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য - ৪টি।
- বাউল গানকে নির্বস্তুক বা অধরা ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় - ২০০৮ সালে।
- জামদানি শাড়িকে নির্বস্তুক বা অধরা ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় - ২০১৩ সালে।
- পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পায় - ২০১৬ সালে।
- শীতল পাটির বয়ন পদ্ধতি ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পায় - ২০১৭ সালে।
- 'বাংলা নববর্ষ' পহেলা বৈশাখ চালু হয় - ১৫৫৬ সালে (সম্রাট আকবর কর্তৃক)।
- পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রস্তাবক - শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
- বাংলাদেশের 'সুর সম্রাট' বলা হয় - ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে।
- বাংলাদেশের 'বাউল সম্রাট' - লালন ফকির।
- বাংলা টপ্পা গানের জনক - নিধু বাবু (প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত)।
- 'ময়মনসিংহ গীতিকা' সংগ্রহ করেন - চন্দ্রকুমার দে (সম্পাদনা করেন ড. দীনেশ চন্দ্র সেন)।
- 'ঠাকুরমার ঝুলি' এর লেখক - দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।
- 'মরমি কবি' নামে পরিচিত - হাছন রাজা ও লালন সাঁই।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন - প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরি।
- বাংলাদেশের বিখ্যাত ভাস্কর - শামীম শিকদার।
- 'ভাত দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র চিবিয়ে খাবো' - কবিতাটির রচয়িতা - রফিক আজাদ।
- প্রখ্যাত চিত্রকর্ম 'তিন কন্যা'র চিত্রকর - কামরুল হাসান।
- 'শিশু স্বর্গ'- নড়াইলে অবস্থিত বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানের চিত্রাঙ্কন প্রতিষ্ঠানের নাম।
- 'কবর' ও 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের রচয়িতা - মুনীর চৌধুরী।
- প্রথম শহিদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় - ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
- 'ভালো আছি ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লেখো' গানটির গীতিকার - রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সুরকার আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল।
- 'তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়' গানটির গীতিকার - মো. মুনিরুজ্জামান এবং সুরকার সত্য সাহা।
- 'কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' গানটির শিল্পী - মান্না দে, কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর: সুপর্ণ কান্তি ঘোষ।
- ময়মনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের নাম - জারি।
- 'পাঁচালি' গানের বিখ্যাত কবি - দাশরথি রায় ও কালি মির্জা ।
- বাংলাদেশের বিখ্যাত 'লালন গীতি' গবেষক - ড. আশরাফ সিদ্দিকী।
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাওয়াইয়া গায়িকা - ফেরদৌসী রহমান।
- বাংলা বর্ষপঞ্জি তৈরির পরিকল্পনাকারী - ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৬৩ সালে)।
- উত্তরাঞ্চলের বিয়ের গান 'হরমনি' সংগ্রহ করে খ্যাতি অর্জন করেন - অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন।
- ঝুমুর নৃত্য - বাংলাদেশের রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের নৃত্য।
- ধূপ নৃত্য - বাংলাদেশের খুলনা, ফরিদপুর ও যশোর অঞ্চলের নৃত্য ।
- বল নৃত্য - বাংলাদেশের যশোর অঞ্চলের নৃত্য।

Part 2 জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রশ্নোত্তর

01. বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ কে প্রচলন করেন? [NU-Science : 12-13; NU-Science : 11-12]
Ⓐ বাহাদুর শাহ্ Ⓑ সম্রাট জাহাঙ্গীর
Ⓒ সম্রাট আকবর Ⓓ শায়েস্তা খাঁ **Ans Ⓒ**

02. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র রচয়িতা- [NU-Science : 11-12]
Ⓐ শহীদ আলতাফ মাহমুদ Ⓑ আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী
Ⓒ রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লা Ⓓ আব্দুল মান্নান সৈয়দ **Ans Ⓑ**

03. 'ভাওয়াইয়া' বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের গান? [NU-Science : 11-12]
Ⓐ ময়মনসিংহ Ⓑ রাজশাহী
Ⓒ কুমিল্লা Ⓓ রংপুর **Ans Ⓓ**

CamScanner

বাংলাদেশের খেলাধুলা অঙ্গন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (National Sports Council) গঠিত হয় - ১৯৭২ সালে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি ক্রীড়ামন্ত্রী।
- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৪ এপ্রিল ১৯৮৬ (সাভারে জিরানিতে)।
- বাংলাদেশের জাতীয় খেলা - কাবাডি/ হা-ডু-ডু।
- বাংলাদেশ বিশ্ব অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে ফেব্রুয়ারি ১৯৮০।
- বাংলাদেশ বিশ্ব অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে আসছে - ১৯৮৪ সাল থেকে। লস এঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত ২৩তম অলিম্পিক থেকে।
- ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ৩৩তম অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করে - ৫জন।
- প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারীরা হলেন - রবিউল ইসলাম (শুটার), সামিউল ইসলাম রাফি ও সোনিয়া খাতুন (সাঁতার), সাগর ইসলাম (আর্চারি) এবং ইমরানুর রহমান (দৌড়বিদ)।
- বর্তমানে বাংলাদেশের দ্রুততম মানব ও মানবী - ইমরানুল রহমান এবং শিরিন আক্তার।
- বাংলাদেশের খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণ করে - যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম অংশগ্রহণ করে - ১৯৭৮ সালে।
- বাংলাদেশ এশিয়ান গেমসে প্রথম অংশ গ্রহণ করে - ১৯৭৮ সালে।

ফুটবল

- ফুটবল খেলার জন্ম - চীনে।
- আন্তর্জাতিক ফুটবল মাঠের দৈর্ঘ্য - ১১০-১২০ গজ এবং প্রস্থ ৭০-৮০ গজ।
- বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) গঠিত হয় - ১৫ জুলাই ১৯৭২।
- বাফুফের প্রথম এবং বর্তমান সভাপতি - প্রথম সভাপতি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক তৎকালীন মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং বর্তমান সভাপতি তাবিথ আউয়াল।
- স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গঠন করা হয় - ১৯৭১ সালে (পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধকালীন প্রথম ফুটবল দল)। ৩৪ জন খেলোয়াড়সহ মোট ৩৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন জাকারিয়া পিন্টু। এই দলের প্রথম কোচ ছিলেন ননী বসাক।
- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ করে - ১৯৮৬ সালে।
- প্রথম জাতীয় ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হয় - ঢাকা আবাহনী।
- সাফ গেমসে বাংলাদেশ ফুটবল দল এ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হয় - একবার চ্যাম্পিয়ন ও চারবার রানার্সআপ। চ্যাম্পিয়ন হয় অষ্টম সাফ গেমসে।
- বাংলাদেশের ফুটবলে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় - জাদুকর সামাদ।

ক্রিকেট

- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড/Bangladesh Cricket Board (বিসিবি) গঠিত হয় - ১৯৭৩ সালে। বিসিবি'র সদর দপ্তর অবস্থিত ঢাকায়।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এর পূর্বনাম - বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিবি)।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রথম এবং বর্তমান সভাপতি - প্রথম সভাপতি মো. ইউসুফ আলী। বর্তমান সভাপতি ফারুক আহমেদ।
- বাংলাদেশ এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়- ৩ বার।
- বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)'র সহযোগী সদস্যপদ লাভ করে - ২৬ জুলাই ১৯৭৭।
- বাংলাদেশ প্রথম আইসিসি ট্রফিতে অংশ নেয় - ১৯৭৯ সালে। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে বাংলাদেশ ফিজি এবং মালয়েশিয়ার বিপক্ষে জয়লাভ করে।

টেস্ট ক্রিকেট

- বাংলাদেশ 'টেস্ট স্ট্যাটাস' লাভ করে - ২৬ জুন ২০০০।
- বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে - ১ এপ্রিল ২০২১।
- বাংলাদেশ বিশ্বের - দশম টেস্ট খেলুড়ে দেশ।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অভিষেক টেস্ট অনুষ্ঠিত হয় - ১০ থেকে ১৪ নভেম্বর ২০০০; ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে।
- অভিষেক টেস্টে বাংলাদেশের পক্ষে শত রান করেন - আমিনুল ইসলাম বুলবুল (১৪৫ রান)।
- বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট সিরিজে জয়লাভ করে - ২০০৫ সালে। ৩৫তম টেস্ট ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে ২২৬ রানে হারিয়ে।
- টেস্টে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন রান - ৪৩ (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২০১৮ সালে)।
- টেস্টে এক ইনিংসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক - মুশফিকুর রহিম, (জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২১৯*)।
- টেস্টে ৩টি ডাবল সেঞ্চুরি করা একমাত্র বাংলাদেশি- মুশফিকুর রহিম।
- টেস্ট র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান - ৯ম।

টি-২০ ক্রিকেট

- বাংলাদেশ প্রথম টি-২০ ম্যাচ খেলে- জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২০০৬ সালে। (প্রথম জয়ও)।
- টি-২০ ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান - তামিম ইকবাল (ওমানের বিপক্ষে)।
- বাংলাদেশ আই.সি.সি টি-২০ বিশ্বকাপ আসরে প্রথম খেলে - ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে (২০০৭ সালে; প্রথম জয়লাভ করে)।
- টি-২০ তে বাংলাদেশের সেরা বোলিং ফিগার-৫/২০ ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সাকিব আল হাসান)
- টি -২০ ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম man of the match হন - মাশরাফি বিন মর্তুজা।
- টি-২০ তে বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক - শাহরিয়ার নাফিস।
- বিশ্বকাপে টি-২০ ক্রিকেটে প্রথম অধিনায়ক - মো. আশরাফুল।
- টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম জয় - ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।
- ২০১৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয় - বাংলাদেশে।
- টি-২০ ক্রিকেটে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান - ৯ম।

ওয়ানডে ক্রিকেট

- প্রথম ওয়ানডে ক্রিকেট শুরু হয় - ১৯৭১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে।
- বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে ম্যাচ খেলে - ৩১ মার্চ ১৯৮৬ (পাকিস্তানের বিপক্ষে)।
- বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন - গাজী আশরাফ হোসেন লিপু।
- বাংলাদেশ মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে কেনিয়াকে পরাজিত করে আইসিসি ট্রফি লাভ করে এবং একই সাথে ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য মনোনীত হয় - ১৩ এপ্রিল ১৯৯৭। উল্লেখ্য, আইসিসি ট্রফি অনুষ্ঠিত হয় নন-ওয়ানডে স্ট্যাটাস প্রাপ্ত দেশের মধ্যে বিশ্বকাপে মনোনীত হওয়ার জন্য।
- বাংলাদেশ 'ওয়ানডে স্ট্যাটাস' লাভ করে - ১৫ জুন ১৯৯৭।
- বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে - ২৪ নভেম্বর ২০১১।

CamScanner